# বিস্ময়কর লক্ষণে হোমিও চিকিৎসা

ডা. ইদ্রিস আলী

# বিস্ময়কর লক্ষণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডা. ইদ্রিস আলী

প্রকাশনায়
বদ্বীপ প্রকাশনী

www.pathagar.com

বিস্ময়কর লক্ষণে
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা
রচনায়
ডা. ইদ্রিস আলী
এল. এইচ. এম. পি. খুলনা

প্রকাশক
বদ্বীপ প্রকাশনী

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮

প্রচ্ছদ
গোলাম সাকলায়েন

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে
তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা, ফোন ঃ ০১৭১১৫৮১২৫৫

পরিবেশনায়
সৃজনী ও আহসান পাবলিকেশন্স-বাংলাবাজার, ঢাকা
তাসনিয়া বই বিতান, প্রফেসর বুক কর্নার ও
আহসান পাবলিকেশন্স-বড় মগবাজার,
ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ০১৭১১৫৮১২৫৫

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

ISBN-984-817-028-6
Price: Tk. 200.00 US $ 5

www.pathagar.com

## উৎসর্গ

আব্বা আজ আমাদের মাঝে নেই,
তাঁর রোগ মুক্তির কোন চিকিৎসা তখন সম্ভব হয়নি।
আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ আমি চিকিৎসক,
এই চিকিৎসা সেবার প্রতিদান রইল
আব্বার-ই রূহের মাগফিরাতের জন্য।

www.pathagar.com

## লেখকের অন্যান্য বই

১. জান্নাতের পথ

২. কুরআনের শত্রু কে?

৩. নাযাতের পথ

৪. ভোট কি জায়েয?

৫. বিস্ময়কর লক্ষণে হোমিও চিকিৎসা

৬. রসূল স.-এর নামায আদায়ের পদ্ধতি

৭. তাবলীগে রসূল স. (যন্ত্রস্থ)।

৮. মুসলিম সমাজে ইসলাম বিকৃতি (যন্ত্রস্থ)

৯. সামষ্টিক লক্ষণে হোমিও চিকিৎসা (যন্ত্রস্থ)।

www.pathagar.com

# ভূমিকা

হোমিওপ্যাথি অর্থ সদৃশ-নিদান (Like feelings). এই সদৃশ-নিদান তত্বটিই হোমিওপ্যাথিকে অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতি হতে পৃথক করেছে। কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তুলতে হয়, আগ্নেয় অস্ত্রের মোকাবেলায় যেমন আগ্নেয়াস্ত্রেরই প্রয়োজন হয়। রোগের তথা রোগ লক্ষণের মোকাবেলায় তেমনই সদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট ওষুধের প্রয়োজন। কোন আক্রমণের মোকাবেলায় বিজয়ী হতে যেমন অধিকতর শক্তিশালী আক্রমণের প্রয়োজন, রোগ-লক্ষণ ধ্বংস করতে তেমনই অধিকতর শক্তিশালী গুণ বা ধর্মসম্পন্ন ঔষধি শক্তির প্রয়োজন। তেমনই স্রষ্টা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন সমগুণসম্পন্ন ঔষধি দ্রব্যও সৃষ্টি করেছেন। চিকিৎসকগণ ঐ ওষুধি দ্রব্য হতেই বিশেষ প্রক্রিয়া গ্রহণপূর্বক অধিকতর শক্তিশালী ওষুধ বাজারজাত করেছেন।

রোগ যেহেতু জীবের বিশেষত প্রাণীর দেহ ও মনের লক্ষণ-সমষ্টির ফল সেহেতু চিকিৎসকের কর্তব্য হল– নির্দিষ্ট লক্ষণ-সমষ্টির মোকাবেলায় সঠিক ওষুধি শক্তি নির্বাচন করা।

প্রাণীর রোগলক্ষণসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। চিকিৎসকের একমাত্র কৃতিত্ব হল– রোগ-লক্ষণ বিবেচ্য সঠিক ওষুধি-শক্তিটি নির্বাচন করা। দৈহিক কসরত বা আঘাতজনিত সৃষ্ট রোগে লক্ষণ যা-ই হোক Arnica Mont-ই একমাত্র ওষুধ। আবার রোগ সৃষ্টির উৎস যদি একই হয় সেখানে রোগ বিভিন্ন হলেও এবং বিভিন্ন রোগের লক্ষণ বিভিন্ন হলেও ওষুধ প্রয়োজন হবে একই।

এছাড়া, কোন কোন রোগের এমন কতগুলো লক্ষণ আছে যে, সেই লক্ষণ একটি ওষুধ ছাড়া অন্য কোন ওষুধে নেই, সেগুলোকে বিরল বা বিস্ময়কর লক্ষণ বলা হয়ে থাকে।

প্রতিটি ওষুধেরই একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট থাকে। যার উপর নির্ভর করেই ওষুধ নির্বাচিত হয়; সেগুলোকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট বা চারিত্রিক লক্ষণ বা ধাতুগত লক্ষণ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

তাই এই গ্রন্থে বিস্ময়কর লক্ষণের বাম পার্শ্বে ✪ চিহ্ন, ধাতুগত লক্ষণের বাম পার্শ্বে ☆ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

যেন স্বল্প সময়ে রোগ লক্ষণের সাথে ঔষধি-লক্ষণ মিলিয়ে অর্থাৎ সাদৃশ্য বিবেচনা পূর্বক ওষুধ নির্বাচন করা সহজতর হয় সেই লক্ষ্যেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির অবতারণা। চিকিৎসকগণ এই গ্রন্থ হতে ন্যূনতম সাহায্য খুঁজে পেলেই আমার প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আর তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।



www.pathagar.com

# সূচিপত্র


| হোমিও অর্গানন | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| 'সামষ্টিক লক্ষণে হোমিও চিকিৎসা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | ২৫ |
| ক. কারণ ভিত্তিক | ২৬ |
| খ. উৎস ভিত্তিক | ২৭ |
| গ. ব্যক্তি ভিত্তিক | ২৭ |
| ঘ. শুচিবাই | ২৭ |
| ঙ. মুদ্রাদোষ | ২৭ |
| চ. মায়াজমঘটিত | ২৭ |
| ছ. শত্রু-মিত্র ওষুধ | ২৮ |
| জ. Antidote বা ক্রিয়া নাশক সম্বন্ধে জানা কম জরুরি নয় | ২৮ |
| ঝ. অনুপূরক বা পরিপূরক একটি লক্ষণীয় বিষয় | ২৮ |
| ঞ. লক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধিও লক্ষনীয় বিষয় | ২৮ |
| ট. শক্তি কম বেশি প্রয়োগ একটি হোমিওপ্যাথিক বিবেচ্য বিষয় | ২৮ |
| ঠ. খাদ্যও রোগ লক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি এমনকি ক্রিয়া ধ্বংসও করে থাকে | ২৯ |
| ড. লক্ষণ সমষ্টি কতটুকু সাদৃশ্য হলে ওষুধ নির্বাচন করা যায় তাও জানা আবশ্যক | ২৯ |
| **Miasm কী ও কেন?** | ২৯ |
| ক. Psycosis এর চিকিৎসা | ৩১ |
| খ. Syphilis ও তার চিকিৎসা | ৩৪ |
| হোমিওপ্যাথিতে দূরোরোগ্য ব্যাধি (এইডস/ ক্যানসার/ ডাইবেটিস)-এর চিকিৎসা | ৩৪ |
| উৎপত্তি অনুসারে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শ্রেণী বিভাগ | ৩৬ |
| উৎস হিসাবে হোমিও ওষুধ চার শ্রেণীর | ৩৬ |
| ওষুধের আকার ও শক্তি | ৩৭ |
| ওষুধের শক্তি : তিন প্রণালী বা পদ্ধতিতে ওষুধের শক্তি বৃদ্ধ করা হয় | ৩৭ |




www.pathagar.com

| হোমিও অর্গানন | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| অভিজ্ঞতা | ৩৮ |
| ক. ওষুধ সম্বন্ধীয় লক্ষণাদি | ৩৮ |
| খ. উপসর্গ বৃদ্ধি | ৪০ |
| গ. উপসর্গ উপশম | ৪১ |
| ঘ. কোন কারণে কোন পীড়া হলে | ৪২ |
| ঙ. ওষুধের কাজ বিভিন্ন দিক সম্বন্ধীয় | ৪৩ |
| চ. কোন ওষুধের মাত্রা কিরূপ? | ৪৪ |
| ছ. বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়ার পার্থক্য | ৪৪ |
| জ. শত্রু ওষুধ ও বন্ধু ওষুধ | ৪৮ |
| ঝ. ওষুধের ক্রিয়া বৃদ্ধিকারী বা নষ্টকারী খাদ্য বা ওষুধ | ৪৮ |
| ঞ. হোমিও ওষুধের শক্তি বিভিন্নতার প্রয়োজনীয়তা | ৪৮ |
| ট. শক্তির প্রকার ভেদের প্রয়োজনীয়তা | ৪৯ |
| ঠ. পীড়া আক্রমণের কাল | ৫২ |
| ড. পীড়া আক্রমণের পরিবেশ | ৫২ |
| ঢ. ওষুধের সেবন বিধি পদ্ধতি | ৫২ |
| ণ. পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত ওষুধাদি | ৫৩ |
| ত. চেহারা পরীক্ষায় রোগ নির্ণয় | ৫৩ |
| থ. অবয়ব পরীক্ষায় ওষুধ নির্বাচন | ৫৪ |
| দ. একই ওষুধের বিপরীতমুখী ক্রিয়া | ৫৪ |
| ধ. জিহ্বার বর্ণ কী নির্দেশ করে | ৫৫ |
| ন. জিহ্বার বিভিন্নতায় ওষুধ নির্দেশক | ৫৫ |
| প. জিহ্বার বিভিন্ন স্বাদে নির্দেশিত ওষুধ | ৫৭ |
| **জিহ্বায় ক্ষত** | ৫৭ |
| **মানসিক লক্ষণ** | ৫৭ |
| ক. মানসিক অবস্থা | ৫৭ |
| খ. হিংসাপরায়ণ | ৫৭ |
| গ. কল্পনা | ৫৮ |
| ঘ. সন্দেহ প্রবণ | ৫৮ |




www.pathagar.com

| হোমিও অর্গানন | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ঙ. মন খারাপ | ৫৯ |
| চ. খারাপ ব্যবহার | ৫৯ |
| ছ. মন্দ কাজে আসক্তি | ৬০ |
| জ. ক্রোধ বা রাগ | ৬০ |
| ঝ. মেজাজ | ৬১ |
| ঞ. স্মৃতি শক্তি কম | ৬২ |
| ট. শুচিবাই | ৬৩ |
| ঠ. প্রবৃত্তি | ৬৪ |
| ড. ষাতা মনে হয় | ৬৮ |
| ঘাম | ৭০ |
| ক. ঘামের সময় ও বেশি ঘাম হলে | ৭০ |
| খ. ঘামের বর্ণ | ৭২ |
| গ. বিবিধ | ৭২ |
| ঘ. ঘামের স্থান | ৭৩ |
| ঙ. ঘামের প্রকৃতি | ৭৪ |
| চ. ঘামের গন্ধ | ৭৪ |
| পিপাসার বিভিন্নতায় ওষুধ নির্বাচন | ৭৫ |
| অভিজ্ঞতায় চিকিৎসা | ৭৭ |
| নেশা দূরীকরণে চিকিৎসা | ৮৩ |
| কুফল নিবারণের চিকিৎসা | ৮৪ |
| চিকিৎসাকালীন বিধি-নিষেধ | ৮৪ |
| **Miasmatic** রোগীর শ্রেণী বিভাগের তুলনা | ৮৬ |
| ক. Psoric | ৮৬ |
| খ. Psychotic | ৮৭ |
| গ. Syphilitic | ৮৮ |
| ঘ. Tubercular | ৯০ |
| রোগ প্রতিষেধক ওষধাদির প্রয়োগ পদ্ধতি | ৯১ |
| রোগমুক্ত শিশুর জন্ম লাভে গর্ভিণীর চিকিৎসা | ৯২ |




www.pathagar.com

| ওষুধের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| Aconite Nap | ৯৪ |
| Actea Recemosa | ৯৪ |
| Aesculus Hippocastanum | ৯৫ |
| Aetheusa Cynapium | ৯৬ |
| Argent Met | ৯৬ |
| Arnica Montana | ৯৭ |
| Arsenic Sulph Flavum | ৯৮ |
| Antimonium Crudum | ৯৮ |
| Antimonium Tart | ৯৯ |
| Apis Mellifia | ১০০ |
| Apocynum Cannabium | ১০০ |
| Argentum Nitricum | ১০১ |
| Arseniccum Album | ১০২ |
| Arsenic lodetum | ১০৩ |
| Asclepias Tuberosa | ১০৪ |
| Agaricus | ১০৪ |
| Aloe Socotrina | ১০৪ |
| Alumen | ১০৫ |
| Alumina | ১০৬ |
| Anacardium Oriental | ১০৭ |
| Anagalis | ১০৮ |
| Asarum European | ১০৮ |
| Ambragrisia | ১০৮ |
| Ammon Carb | ১০৯ |
| Ammon Mur | ১১০ |
| Abis Nygra | ১১০ |
| Abis Canadensis | ১১০ |
| Abrotenum | ১১১ |
| Abisinthinum | ১১১ |
| Agnus Castus | ১১১ |
| Asafoetida | ১১২ |




www.pathagar.com

| ওষুধের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| Asterias Rubense | ১১২ |
| Aurum Metallicum | ১১৩ |
| Aurum Mur | ১১৩ |
| Aurum Triphillum | ১১৩ |
| Artimisia Vul | ১১৪ |
| Aralia Racemosa | ১১৪ |
| Aranea Diadoma | ১১৪ |
| Acid Nitric | ১১৪ |
| Acid Fluoric | ১১৫ |
| Acid Phosphoric | ১১৬ |
| Acid Benjoic | ১১৭ |
| Acid Aceticum | ১১৮ |
| Acid Mur | ১১৮ |
| Acid Oxalic | ১১৮ |
| Acid Hydrophobinum | ১১৮ |
| Acid Hydrocyanicum | ১১৮ |
| Acid Sulphuricum | ১১৯ |
| Acid Carbolic | ১১৯ |
| Acid Picric | ১১৯ |
| Bacillinum | ১১৯ |
| Baryta Carb | ১২০ |
| Belledona | ১২১ |
| Berberis Vulgaris | ১২২ |
| Bryonia Alb | ১২৩ |
| Bovista Nigrescans | ১২৪ |
| Bufo Rana | ১২৪ |
| Borax Vanata | ১২৫ |
| Bromium | ১২৫ |
| Baptisia Tinctoria | ১২৬ |
| Badiaga | ১২৭ |
| Bellis Perennis | ১২৭ |
| Calcaria Carb | ১২৭ |




www.pathagar.com

| ওষুধের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| Calcaria Arsenica | ১২৮ |
| Calcaria Fluorica | ১২৯ |
| Calcarea Phos | ১২৯ |
| Cedron | ১৩০ |
| Cantharis Vesicatoria | ১৩০ |
| Cinnaberis | ১৩২ |
| Cactus Grandifluorus | ১৩২ |
| Calotrapis | ১৩৩ |
| Cadmium Sulph | ১৩৩ |
| Calcarea Sulph | ১৩৩ |
| Caladium Seguinum | ১৩৩ |
| Colchicum Autumnale | ১৩৪ |
| Cobaltum Met | ১৩৫ |
| Calendula Officinalis | ১৩৫ |
| Camphor | ১৩৫ |
| Canabis Sat | ১৩৬ |
| Canabis Indica | ১৩৬ |
| Capsicum Jamaicum | ১৩৭ |
| Causticum | ১৩৭ |
| Coffea Cruda | ১৩৮ |
| Chamomilla | ১৩৮ |
| Cina Anthelmitica | ১৩৯ |
| Chelidonium Majus | ১৪০ |
| Cicuta Virosa | ১৪১ |
| Crocuss Sativa | ১৪১ |
| Cabro Animalis | ১৪২ |
| Carbo Vegitabilis | ১৪২ |
| Cistus Canademis | ১৪৩ |
| Clematis Erceta | ১৪৪ |
| China/ Cinchona officinatis | ১৪৫ |
| Conium Macualatum | ১৪৬ |
| Colocynthis Vulgaris | ১৪৭ |




www.pathagar.com

| ওষুধের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| Crotalus Horridus | ১৪৮ |
| Croton Tiglium | ১৪৮ |
| Cuprum Metallicum | ১৪৯ |
| Cyclamen European | ১৫০ |
| Cocculus Indicus | ১৫০ |
| Collinsonia | ১৫১ |
| Coccus cacti | ১৫১ |
| Cimicifuga/ Actaea Raeomosa | ১৫২ |
| Cineraria | ১৫২ |
| Chlorum | ১৫৩ |
| Cholesterinum | ১৫৩ |
| Digitalis Purpurea | ১৫৩ |
| Drosera | ১৫৪ |
| Dulcamra | ১৫৪ |
| Dioscorea Villosa | ১৫৫ |
| Eupoatorium Perfoliatum | ১৫৬ |
| Euphrasia Offionatis | ১৫৬ |
| Ferrum Metalicum | ১৫৭ |
| Ferrum Phosphoricum | ১৫৭ |
| Ferrum Bromatum | ১৫৭ |
| Gelsimium Sempervirens | ১৫৭ |
| Glonionum | ১৫৯ |
| Graphaitis | ১৫৯ |
| Guiacum | ১৬০ |
| Hamamelis Virginica | ১৬১ |
| Helleborus Niger | ১৬১ |
| Hydratis Canadensia | ১৬২ |
| Heper Sulphur | ১৬২ |
| Hyoscyamus | ১৬৩ |
| Ignatia Amara | ১৬৪ |
| Iris Versicotor | ১৬৫ |
| Iodium | ১৬৫ |




www.pathagar.com

| ওষুধের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| Ipecacuha | ১৬৬ |
| Jalapa | ১৬৭ |
| Juglans Regia | ১৬৭ |
| Kali Carbonicum | ১৬৭ |
| Kali Bichromicum | ১৬৮ |
| Kreosotum | ১৬৮ |
| Kalmia Lat | ১৬৯ |
| Kali Iodatum | ১৭০ |
| Kali Muriaticum | ১৭০ |
| Kali Phosphoricum | ১৭১ |
| Kali Bromatum | ১৭১ |
| Lycopodium Clavatum | ১৭১ |
| Laccanium | ১৭৩ |
| Lachesis | ১৭৪ |
| Leadum Palustre | ১৭৫ |
| Lilium Tigrinum | ১৭৬ |
| Laurocerasus | ১৭৭ |
| Lyssin | ১৭৭ |
| Lobelia Purpura | ১৭৭ |
| Lobelia Inflata | ১৭৭ |
| Lithium Carb | ১৭৮ |
| Mercuriuss Solubiliss Hannemanniss | ১৭৮ |
| Mezerium | ১৭৯ |
| Medorhinum | ১৮০ |
| Manganum Aceticum | ১৮১ |
| Malandrinum | ১৮১ |
| Magnesia Carbonica | ১৮১ |
| Magnesia Mur | ১৮২ |
| Magnesia Phos | ১৮৩ |
| Mercurius Corrosivus | ১৮৩ |
| Millefolium | ১৮৩ |
| Merc-Bin-Iodide | ১৮৪ |




www.pathagar.com

| ওষুধের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| Merc-Proto-Iodide | ১৮৪ |
| Muriatic Acid | ১৮৪ |
| Natrum Phos | ১৮৫ |
| Natrum Sulphuricum | ১৮৫ |
| Nux Vomica | ১৮৫ |
| Natrum Mur | ১৮৬ |
| Nux Moschatta | ১৮৮ |
| Naza Tripudians/ Cobra | ১৮৮ |
| Natrum Carb | ১৮৯ |
| Opium | ১৯০ |
| Petrolium | ১৯০ |
| Platinum Mettalicum | ১৯১ |
| Phosphorus | ১৯২ |
| Phytolacca | ১৯৩ |
| Pulsatilla Nigricans | ১৯৪ |
| Petroselinium | ১৯৫ |
| Plumbum Metallicum | ১৯৫ |
| Psorinum | ১৯৬ |
| Podophyllum | ১৯৭ |
| Pyrogen | ১৯৮ |
| Plantago Major | ১৯৯ |
| Paraffine | ১৯৯ |
| Palladium | ১৯৯ |
| Paris Quadrifolia | ১৯৯ |
| Rhustoxi Codenron | ১৯৯ |
| Ruta Graviolous | ২০০ |
| Rhododendron | ২০১ |
| Rheum | ২০১ |
| Ranunculus-Bulbosus | ২০২ |
| Radium Bromatum | ২০২ |
| Sulpher | ২০৩ |
| Syphilinum | ২০৪ |




www.pathagar.com

| ওষুধের নাম | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| Stramonium | ২০৫ |
| Staphysagria | ২০৬ |
| Symphytum | ২০৭ |
| Sabina | ২০৮ |
| Silicea | ২০৮ |
| Sabadilla | ২১০ |
| Sepea Succus | ২১০ |
| Spygelia Anthelmintica | ২১১ |
| Spongia Tosta | ২১২ |
| Sanguinaria Canadensis | ২১৩ |
| Sarsaparilla | ২১৩ |
| Sambucus Nigra | ২১৪ |
| Sanicula | ২১৪ |
| Selinium | ২১৫ |
| Senna | ২১৬ |
| Scirrhinum | ২১৬ |
| Secale Cornutum | ২১৬ |
| Stannum | ২১৬ |
| Thuja Occidentalis | ২১৬ |
| Tarentulla Hisspanica | ২১৭ |
| Tuberculinum Bovinum | ২১৮ |
| Teribinthina | ২২০ |
| Theridion | ২২০ |
| Tabeacum | ২২০ |
| Ptelea Trifolium | ২২০ |
| Teucrium Marum Verum | ২২১ |
| Veratrum Album | ২২১ |
| Veratrum Viridi | ২২২ |
| Valeriana | ২২২ |
| Vaccininum | ২২২ |
| Variolinum | ২২৩ |
| Zincum Metallicum | ২২৩ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| অঙ্গ প্রত্যঙ্গ | : | ১০৪, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১৩২, ১৬১, ১৬২, ১৭২, ১৯৮, ২০০ |
| অপারেশন | : | ১১৬, ১৩৫ |
| অজ্ঞান | : | ৯৮, ১২৬, ১৮৭ |
| অবশ/ অসাড় | : | ৯৬, ১২৯, ১৩২, ১৪৩, ১৫৩, ১৯০, ১৯২, ২২১, ২২৩ |
| অস্থি/ হাড় | : | ১১৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৫৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ২০০, ২০৩, ২০৭, ২০৯ |
| অণ্ডকোষ | : | ১১৭, ১২৬, ১৬০, ২০১, ২০৬, ২১২, ২১৫ |
| অলস | : | ১১৩, ১৪৩, ১৬১, ১৮৬, ২০৩, ২২১ |
| অস্থির | : | ১০২, ১০৬, ১২৯, ১৩৩, ১৩৮, ১৫৫, ১৬৫, ২০০, ২১৭, ২১৮, ২২২ |
| অঞ্জনি | : | ২০৬, ২০৭ |
| অর্শ | : | ১০২, ২০৪, ১৪২, ১৫১, ১৬৭, ১৮৪, ২০২, ২০৯ |
| আঘাত | : | ৯৮, ১২২, ১২৭, ১৪২, ১৬১, ১৮৫, ২০০, ২০১, ২০৭ |
| আত্মহত্যা | : | ১১২ |
| আঁচিল | : | ১১৩, ১৩২, ১৫৫, ২১৬ |
| আমাশয় | : | ১০৪, ১৭৮, ১৮৩ |
| আড়ষ্ট | : | ১৪৫, ২২৩, ২২৪ |
| আক্ষেপ | : | ১০৪, ১১৩, ১২৪, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ১৬১, ১৬৪, ১৮৬ |
| উন্মাদ | : | ১২১, ১৫১, ১৬৩, ১৯২, ২২০, ২২১ |
| উদ্ভেদ | : | ১০০ |
| ডাইরিয়া | : | ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৬, ১১৪, ১১৬, ১২০, ১২৮, ১৩৭, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৮, ১৭০, ১৭৭, ১৭৮, ১৯১, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২১০, ২১৩, ২১৫, ২১৯, ২২১ |
| কাশি | : | ৯৫, ৯৭, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১১৭, ১২২, ১২৩, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫, ১৪৯, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৮, ১৭২, ১৭৯, ১৮১, ১৮৩, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২০৭, ২০৯, ২১১, ২১৪, ২১৭ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| কড়া | : | ২০২ |
| কারণবশত সৃষ্ট রোগ | : | ৯৫, ৯৮, ৯৯ |
| কৃমি | : | ১৪০, ২০৪, ২১০, ২১৬, ২২১ |
| কাতুকুতু | : | ২১৮ |
| কলেরা | : | ৯৫ |
| কৃপণ | : | ১৭২ |
| কান্না | : | ১০০, ১২৪, ১৬৪, ১৬৬, ১৭১, ১৭২, ১৯৪, ১৯৬, ২০৫, ২১০, ২১৭ |
| কাঠিন্যতা | : | ১০৫, ১৩৬, ১৪১, ১৮২, ১৮৯, ১৯০ |
| কোষ্ঠ কাঠিন্য | : | ১০৫, ১১০, ১৩৭, ১৫১, ১৬২, ১৭০, ১৭২, ১৯২, ১৯৯, ২১৮ |
| ক্যানসার | : | ১১২, ২০২, ২১৬ |
| ক্রোধ | : | ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২৪, ১২৮, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৮৬, ১৯২, ২০৭, ২১১, ২১৯ |
| কানের রোগ | : | ১১৪, ১২৮, ১৪২, ১৫৭, ১৬০, ১৭১, ১৭৩, ১৮১, ১৮৯, ১৯০, ১৯৪, ২১২, ২১৫ |
| কম্পন | : | ১১৮, ১২৬, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৮, ১৬৯ |
| ক্লান্তি | : | ১৭০, ২১৯ |
| খাদ্য | : | ৯৫, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৬, ১১৬, ১২১, ১২৬, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০, ১৫৭, ১৬০, ১৬২, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৮০, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩, ১৯৫, ২০০, ২০৩, ২১১, ২২১, ২২৩ |
| ক্ষুধা | : | ১০৭, ১১০, ১২১, ১৩৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৬১, ১৬৫, ১৯৩, ১৯৯, ২০৭, ২১৮, ২২০ |
| ক্ষত | : | ১১১, ১১৪, ১১৫, ১২৫, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৪২, ১৬২, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৯, ১৮৪, ১৯৩, ২০৩, ২০৯ |
| খোঁটা | : | ১১৩, ১৭৯ |
| খিল ধরা | : | ১৮৩ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| গোছল | : | ৯৯, ১০৯, ১৩৩, ১৯৭, ২০১, ২১১ |
| গ্যাস্টিক | : | ৯৮ |
| গলার রোগ/ গলক্ষত | : | ৯৬, ১১৮, ১২২, ১৩৭, ১৬০, ১৮১, ১৮৪, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, ২০২, ২১০ |
| গ্রন্থি রোগ | : | ১২১, ১২৫, ১৪২, ১৪৩, ১৫৩, ১৫৪, ২০৯, ২১৯ |
| গণোরিয়া | : | ১৪৪, ১৪৫, ১৯৫, ২১১ |
| গরম কাতর | : | ১১৫, ১৬৫, ১৭০, ১৮০, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯৪, ২০৩, ১১৬ |
| গন্ধ | : | ১২৬, ১৬৪ |
| ঘাম | : | ১০৬, ১১৫, ১১৭, ১২১, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৪, ১৬০, ১৭২, ১৭৮, ১৮৫, ১৯১, ২০০, ২০২, ২০৯, ২১১, ২১৩, ২১৭, ২১৯, ২২১ |
| চর্মরোগ | : | ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১৭, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৩৬, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৬০, ১৬৮, ১৭০, ১৭৯, ১৮১, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯৭, ২০২, ২০৪, ২১৪ |
| চক্ষুরোগ | : | ১০০, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১১২, ১১৪, ১১৮, ১২০, ১২৫, ১৩২, ১৩৫, ১৪০, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৭২, ১৮১, ১৮৩, ২০১, ২০২, ২০৬, ২০৭, ২২৩ |
| চুলের রোগ | : | ১১৬, ১২৫, ১৭০, ২১৯ |
| জরায়ুর রোগ | : | ১১৬, ১৭২, ২১১, ২১৬ |
| জ্বালা | : | ১০২, ১০৫, ১২২, ১৩১, ১৩৭, ১৫৯, ১৬৫, ১৯১, ২০২, ২০৩, ২০৪ |
| জিহ্বা | : | ৯৮, ৯৯, ১৩৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৭০, ১৮৫, ১৯৮, ২০০, ২১৫, ২১৭, ২২২ |
| জলাতঙ্ক | : | ১৩১, ২০৬ |
| জ্বর | : | ৯৭, ৯৯, ১২৬, ১৩০, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৬, ১৬৪, ১৮৪, ১৮৬, ১৯৬, ২০০, ২০৩, ২০৫, ২১৮ |
| জননেন্দ্রিয় | : | ৯৫, ১৩১, ১৩৪, ১৩৬, ১৮১, ১৮৪, ১৯১, ১৯৫ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| টিউমার | : | ১২৯, ১৫৪, ১৯০ |
| টীকা | : | ১৯৮, ২০৯, ২১৭ |
| টনসিল | : | ১৬৮, ১৯৪ |
| ডিপথেরিয়া | : | ১৬৮, ১৭৪, ১৯৩, ১৯৪ |
| ডিম্বাশয় | : | ৯৭, ১৬১ |
| দৈহিক অবস্থা | : | ৯৯, ১০০, ১০১, ১২৭, ১২৯, ১৪৩, ১৫৯, ১৭৪ |
| দুর্গন্ধ | : | ২১৫ |
| দুর্বলতা | : | ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১০৯, ১১১, ১১৯, ১২৩, ১৩৩, ১৪২, ১৪৩, ১৭৩, ১৯০, ২০৯, ২১৬ |
| দংশন | : | ১৩০ |
| দাদ | : | ১১৭ |
| দাঁতি লাগা | : | ৯৬ |
| দাঁতের রোগ | : | ১৩৫, ১৩৮, ১৪৪, ১৬৯, ১৭৮, ১৭৯, ১৮২, ১৯৩, ১৯৯, ২০৬, ২০৭, ২১৬, ২২০, ২২৪ |
| দুর্গন্ধ | : | ১২৬, ১৬৪ |
| দহন | : | ১৩১ |
| দগ্ধ | : | ১৩১ |
| নিদ্রা | : | ১০৮, ১০৯, ১১৪, ১১৬, ১২১, ১২৭, ১৩৮, ১৪৬, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৭, ১৭১, ১৭৪, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯০, ১৯৩, ২০৪, ২০৯, ২১৫, ২১৭, ২১৯, ২২৩ |
| নখের রোগ | : | ৯৯, ১২৯, ১৫৯, ১৭৭, ১৮৫, ১৯৭, ২০৯, ২১৭, ২১৯, ২২১ |
| নাকের রোগ | : | ১৪৪, ১৫৮, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৯৩, ২০৪, ২২১ |
| নিউমোনিয়া | : | ২১৩ |
| প্রস্রাব | : | ১০০, ১০৫, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৪, ১৩১, ১৩৪, ১৩৬, ১৪০, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৮৪, ১৮৭, ১৯৫, ১৯৯, ২০৬, ২১৩, ২১৪ |
| পাথরী | : | ১৪৫, ১৪৭, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ২১৩, ২১৭ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| প্রস্ট্রেট গ্রন্থি | : | ১১৭, ১২৬ |
| প্লেগ | : | ১৮৯ |
| প্রদাহ | : | ১০০, ১২৭, ১৪২, ১৭৪, ২০৯ |
| পাথরী | : | ১২২ |
| পিপাসা | : | ১০২, ১১৮, ১২৩, ১৬১, ১৬৩, ১৭৮, ১৮৭, |
| পানি পান | : | ১৩৭ |
| পেটের অসুখ | : | ১১২, ১১৮, ১২৩, ১৩০, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৬২, ১৬৭, ১৭২, ১৭৩, ১৮০, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯২, ২০৯, ২১৬, ২১৭, ২২১ |
| প্রস্রাব দ্বার | : | ১২৪ |
| প্রলাপ | : | ১৬৩ |
| প্রসূতি | : | ১৯৫, ১২৯, ১৩৬, ১৪৪, ১৪৯, ১৫২, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৫, ২০৮, ২১১ |
| পলিপাস | : | ১২০, ২১৩ |
| পুষ্টি | : | ১২১ |
| প্রদর স্রাব | : | ১২৫, ১২৮, ১৫০ |
| পক্ষাঘাত | : | ১৩৩, ১৩৭, ১৪৭, ১৫৫, ১৯৬, ২০৫ |
| পেশী রোগ | : | ৯৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ২০৩, ২০৭ |
| ফোড়া | : | ১২৭, ১৩৩, ১৭৮ |
| বাচাল | : | ৯৫, ১০৪, ১১২, ১৫১, ১৫২, ১৭৪, ১৯৮, ২০৬ |
| বিষক্রিয়া | : | ১০৯ |
| বৃক্ষরোগ | : | ২১৭ |
| বেদনা | : | ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৫, ১১৭, ১২১, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৩২, ১৩৮, ১৪০, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭৭, ১৮০, ১৮৪, ১৮৮, ১৯২, ২০২, ২০৯ |
| বন্ধাত্ব | : | ১৯০ |
| বসন্ত | : | ১১৭ |
| বাত | : | ৯৬, ৯৭, ১০৩, ১১১, ১১৩, ১১৭, ১২২, ১২৯, ১৩২, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০, ১৬৮, ১৮১, ১৮৭, ১৯৪, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৮, ২১৩, ২২৩ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| বধির | : | ২২৩ |
| বমি | : | ৯৬, ৯৯, ১০৯, ১৩৩, ১৩৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৬৬, ১৮৬, ২০৬, ২১৫, ২১৯, ২২১, ২২৩ |
| বিকার | : | ১২৩ |
| বোকা | : | ৯৬, ৯৭, ১০২, ১২০, ১২২, ১২৪, ১৬৪, ২০৫ |
| বহুমূত্র | : | ৯৭, ১১৭, |
| ভয় পাওয়া | : | ৯৭, ১০২, ১১৯, ১২৫, ১২৮, ১৩৭, ১৪৪, ১৭১, ১৭২, ১৭৭, ১৯০, ১৯৭, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১৮, ২২৪ |
| ভয় পেয়ে সৃষ্ট রোগ | : | ৯৫ |
| ভুল হওয়া | : | ১৩৫, ১৪৬, ১৭৩ |
| মানসিক অবস্থা | : | ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৫২, ১৫৫, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৮০, ১৮১, ১৮৫, ১৯৮, ২০৩, ২১০, ২১৫, ২২৩ |
| মৃগী | : | ১২৪ |
| মেনিনজাইটিস | : | ২২৩ |
| মনে হয় | : | ১০৬, ১০৭, ১১০, ১৭৩, ১৯৬, ২০৯, ২২০ |
| মাংশপেশী | : | ৯৫ |
| মূর্ছা | : | ৯৬ |
| মেরুদণ্ড | : | ১০৪, ১১৯, ১৯৬, ২২০, ২২৩, ২২৪ |
| মল | : | ১৮১, ২০২, ২১৫ |
| মলদ্বার | : | ৯৬, ১০৪, ১০৭, ১১৪, ১১৮, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৬৪, ১৭২, ১৮৭, ১৯৭, ২০১, ২০৪, ২১১, ২১৬ |
| মুখ গহ্বরের রোগ | : | ৯৭, ১১৪, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৬৪, ১৭৩, ১৭৮, ১৮৮, ১৯৪, ২০৪, ২০৮, ২২০ |
| মেজাজ | : | ১২৩, ১৪১, ১৫০, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ২০৬, ২১৫, ২১৯ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| যৌন সম্বন্ধীয় | : | ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২২, ১২৪, ১৩০, ১৩১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৫০, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৭, ১৭১, ১৭৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৭, ২১৮ |
| যক্ষ্মা | : | ১৮১, ২০১, ২১৩, ২১৮ |
| জন্ডিস | : | |
| যকৃত রোগ | : | ১৫৩, ১৮২ |
| যন্ত্রণা | : | ১৪১, ১৪৬, ১৫৫ |
| রজস্রাব | : | ৯৫, ৯৯, ১০১, ১০৮, ১১৪, ১২৩, ১৩০, ১৪০, ১৪২, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০, ১৫২, ১৫৭, ১৬১, ১৬৯, ১৭৪, ১৮০, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৯২, ১৯৫, ১৯৯, ২০০, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১৬ |
| রক্তস্রাব | : | ১০৯, ১১০, ১৪৮, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৮ |
| রক্তহীনতা | : | ১৩০, ১৪৫, ১৫৮, ১৮১, ২২৩ |
| লালা | : | ১১৪, ১১৮, ১৩১, ১৬৯, ১৭৮ |
| শীর্ণ | : | ১০১, ১০৮, ১২০, ১২৯, ১৩৭, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৯, ২০৫, ২০৯, ২১৩ |
| শীতকাতর/ ঠাণ্ডা | : | ১০২, ১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৬২, ১৭৯, ১৯৭, ২১৮, ২১৯ |
| শিরা ও ধমনী রোগ | : | ১০৮, ১১১, ১৩২, ১৩৫, ১৫০ |
| শির পীড়া | : | ১০১, ১০৫, ১১১, ১১৯, ১২৩, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৪৫, ১৫০, ১৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯৪, ১৯৯, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৬, ২১৯, ২২০ |
| শোথ | : | ১০০, ১০১, ১৪৫, ১৫১, ১৫৪, ১৬১, ১৬৭ |
| শ্বাস কষ্ট | : | ৯৯, ১০৯, ১১৪ ১২৪, ১৩৬, ১৫৪, ১৭৪, ১৭৭, ২০৭, ২১২, ২১৪ |




www.pathagar.com

| রোগের নাম | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| শ্বসন | : | ১০৯, ১৭৮ |
| শয়ন | : | ৯৭, ১১৯, ১২১, ১২৬, ১২৮, ১৪০, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৯, ১৬১, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮, ১৮১, ১৮৪, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৬, ২২০ |
| শ্লেষ্মা | : | ১২৮, ১৩০, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ২১২ |
| সর্দি | : | ১০৮, ১১৯, ১২১, ১৫৭, ১৬৮, ১৯০, ২১৪, ২২১ |
| স্পর্শকাতর | : | ২০৬, ২১৮ |
| স্মৃতি | : | ১০০, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১৯, ১৩০, ১৩৬, ১৫৯, ১৭৮, ১৮০, ১৮৮, ১৯১, ১৯৬, ২০৫, ২২৩ |
| স্রাব | : | ১০১, ১১১, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৯৫ |
| স্বর ভঙ্গ | : | ৯৭, ১০৮, ১৩৮, ১৮১, ১৯৪, ২১৪ |
| স্নায়ুবিক রোগ | : | ১৮৪, ১৯০ |
| স্বপ্ন | : | ১৪০, ১৪৫, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯৫, ১৯৮, ২০০, ২১৭ |
| স্তন্য রোগ | : | ১১১, ১১২, ১২০, ১২২, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৯, ১৭৩, ১৭৮, ১৮০, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ২০৯, ২১৪ |
| হৃদরোগ | : | ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৯, ১১৭, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৭, ১৮৬, ১৮৯, ১৯১, ১৯৯, ২০০, ২১২ |
| হারিস | : | ১৬৪ |
| হাঁপানি | : | ১১১, ১২৫, ১২৮, ১৬৩, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৬ |
| হিমাঙ্গ | : | ১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ১৬১, |
| হিক্কা | : | ১৪১, ২২১ |
| হাসি | : | ১৮৮ |
| হিংসা | : | ১৭৪, ২০৪ |




www.pathagar.com

www.pathagar.com

## 'সামষ্টিক লক্ষণে হোমিও চিকিৎসা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

রোগ লক্ষণের বিভিন্নতা সম্বন্ধে জানার আবশ্যকতা কী ও কেন? প্রাণীর দেহমনের স্বাভাবিক কার্যকলাপ সচল থাকাই সুস্থতার পরিচায়ক। এই কার্যকলাপের পরিচালক হল জীবনী শক্তি (Vital Force)।

দৈহিক কার্যকলাপের স্বাভাবিকতার বৈপরীত্যই রোগ। প্রাণীর জীবদ্দশায় রোগজ শক্তি আর জীবনী শক্তি দুই মেরুতে অবস্থান নেয়। রোগজ শক্তি জীবনী শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে দেহে রোগের রাজত্ব গড়তে চায় আর জীবনী শক্তি রোগজ শক্তির আক্রমণকে পরাভূত করতে সদা সচেষ্ট। রোগজ শক্তি তখনই প্রকাশ পায় যখন জীবনী শক্তি দুর্বলতর হয়। তখনই প্রয়োজন হয় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ওষুধ শক্তি। এই ওষুধ শক্তি রোগজ শক্তিকে ধ্বংস করতে পারলে জীবনী শক্তি পূর্বাবস্থা ফিরে পায়। ফলে দৈহিক কার্যকলাপও স্বাভাবিক হয় এবং শরীরও হয় সুস্থ। রোগজ শক্তি ধ্বংস করে জীবনী শক্তির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাপনাই চিকিৎসা।

মহাত্মা হ্যানিমনের মতে সূক্ষ্ম মনের স্থূল বিকাশ হয় জড় দেহে। যেমন, কেউ গালি দিলে প্রথমে মনোকষ্ট, পরে ক্রন্দন, এমনকি কখন কম্পনও দেখা দেয়। অতএব, রোগের ক্রিয়া মনকে আঘাত করে, পরে মনের প্রতিক্রিয়া দেহে প্রকাশিত হয়।

রোগ নির্দিষ্ট আকৃতির কোন বস্তু বা মূর্তি নয়। এটা দেহ-মনে প্রকাশিত কতকগুলো অস্বাভাবিক লক্ষণ। শিল্পী যেমন কতকগুলো রেখাংশ দ্বারা একটি চিত্র অংকন করে, হোমিওপ্যাথি তেমনই লক্ষণসমষ্টির সাহায্যে একটি রোগ-চিত্র অংকন করে। যেহেতু দেহ মনের আজ্ঞাবহ সেহেতু দেহের পরিচালক মনকে বাদ দিয়ে শুধু জড় দেহের লক্ষণের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত ওষুধ অসম্পূর্ণ ফলাফলই দেখায়। তাই হোমিওপ্যাতিতে লক্ষণ দু'প্রকারের : প্রথমত মানসিক ও দ্বিতীয়ত দৈহিক।

১. রোগ শক্তি যেহেতু প্রথমেই সুস্থ মনে আঘাত হেনে মনকে অসুস্থ করে সেহেতু মনের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। যেমন, **Staphysagria-**



www.pathagar.com

এর রোগী এত রাগী হয়ে ওঠে যে, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়। Lachesis-এর রোগী অত্যন্ত বাচাল হয়। Lycopodium রোগী খুব মিতব্যয়ী হয়। এই মানসিক রোগের উপর ভিত্তি করে দৈহিক লক্ষণের মিল পাওয়া যায়। তাই সাধারণত কেবল মানসিক লক্ষণের উপর নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগে প্রায়শ সফলকাম হওয়া যায়।

২. দৈহিক লক্ষণ দুরকমের : (ক) সর্বাঙ্গীন ও (খ) আঙ্গীন।

(ক) রোগী রোগ বর্ণনায় 'আমি' শব্দ ব্যবহার করে যে লক্ষণ ব্যক্ত করে সেগুলো সর্বাঙ্গীণ লক্ষণ। যেমন আমি গরমকাতর, আমি গরম খাদ্য পছন্দ করি ইত্যাদি।

(খ) রোগী রোগ বর্ণনার সময় 'আমার' শব্দ ব্যক্ত করে যেসব লক্ষণ প্রকাশ করে সেগুলো স্থানীয় লক্ষণ। যেমন আমার পেট ব্যথা করছে, আমার মাথা যন্ত্রণা করছে ইত্যাদি। মানসিক লক্ষণ এড়িয়ে দৈহিক লক্ষণে রোগ নির্বাচন যেমন সঠিক হয় না তেমনি সর্বাঙ্গীণ লক্ষণ এড়িয়ে স্থানীয় লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ওষুধ নির্বাচিত করলে তার ফলাফল ব্যর্থ তো হয়ই, এমনকি স্থূল চিকিৎসার ন্যায় রোগ লুপ্ত হয়ে মায়াজম (Miasm) সৃষ্টি করে থাকে। যেমন মাথা গরম ও তলপেট জ্বালায় Phos নির্দিষ্ট হলেও রোগী শীতকাতর না হয়ে গরমকাতর হলে Phos প্রয়োগে লক্ষণগুলো ওঠা-নামা করতে করতে দেহে লুপ্ত হয়ে মায়াজমে পরিণত হয়ে দেহে রোগ বিষ জন্ম নেয়, পরবর্তীতে যা দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ধ্বংসের সুযোগ খোঁজে। আর Phos-এর সর্বাঙ্গীণ ও স্থানীয় লক্ষণ মিলে গেলে তো সোনায় সোহাগা! রোগী পুরাতন হয়ে গেলে মানসিক লক্ষণের উপর জোর দেয়া আবশ্যক। তখন দৈহিক লক্ষণ এলোমেলো হয়ে যায়। যেমন Ars. Alb-এর পুরাতন রোগীর পিপাসা থাকেই না সেখানে Ars. Alb-এর পিপাসার লক্ষণ হল— ঘন ঘন কিন্তু অল্প অল্প (কেবল ঠোঁট ভেজান মত) পানি পান করা।

রোগ লক্ষণকে আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কারণ ভিত্তিক, উৎসভিত্তিক, ব্যক্তিভিত্তিক, শুচিবাই, মুদ্রাদোষ, মায়াজমঘটিত দোষ ইত্যাদি।

**ক. কারণভিত্তিক :** ডাঃ চন্দ্র শেখর কালী একটি ডাইরিয়ায় (Diarrhoea) আক্রান্ত রোগীকে সকল লক্ষণ অনুসরণে ওষুধ প্রয়োগে আরোগ্য করতে না পেরে চিন্তায় পড়ে যান। পরে আলাপে জানতে পারেন যে, ঐ রোগী কালী পূজা উপলক্ষে লাফ-ঝাঁপ ইত্যাদি দৈহিক কসরতের ঠিক পরপরই


www.pathagar.com

ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়। দৈহিক আঘাতজনিত কারণে উৎপত্তি বিধায় Arnica Mont প্রয়োগে তা আরোগ্য হয়। অন্য কোন লক্ষণ কাজে আসেনি। অতএব, কারণভিত্তিক লক্ষণে অন্য কোন লক্ষণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকে না।

**খ. উৎসভিত্তিক :** ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাসের বর্ণনায় একদল খেলোয়াড় খেলার শেষে একটি পুকুরে গোসল করায় এক একজন এক এক রোগে আক্রান্ত হয়। কারো সর্দি, কারো ডাইরিয়া, কারো মাথা ব্যথা ইত্যাদি। প্রত্যেককেই Rhus Tox প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন রোগ নিরাময় হয়। উৎস ভিত্তিক লক্ষণেও অন্যান্য লক্ষণ অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

**গ. ব্যক্তিভিত্তিক :** মোটাসোটা থলথলে মাংসপেশীবিশিষ্ট অবয়ব Cal. Carb.-এর। শক্ত মাংসলবিশিষ্ট মোটা গৌর বর্ণের ব্যক্তি Graphities-এর। সুন্দরী পটলচেরা চোখ, চুল কাল ও দীর্ঘ অবয়ব Phos-এর। শীর্ণকায় অবয়ব Scale Cor.-এর। রমণীর নিতম্ব পুরুষের ন্যায় সরু Sepea-এর লক্ষণ। ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক খর্বতা Baryta Carb-এর। অল্প বয়সে বেশি বড় হওয়া ও পরিশ্রমী লক্ষণ Acid Phos-এর। সর্বক্ষেত্রেই এসব ব্যক্তিভিত্তিক লক্ষণ মিলিয়েই কেবল ওষুধ নির্বাচন সঠিক হয় না। ব্যক্তি স্বতন্ত্র লক্ষণের সাথে সর্বাঙ্গীণ লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ নির্বাচনে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

**ঘ. শুচিবাই :** গোসল শেষে কারো ছায়া পদদলিত হলে পুনরায় গোসল করা, এটা Thuja-এর শুচিবাই; বারবার থালা বাসন পরিষ্কার করাও Thuja-এর লক্ষণ।

**ঙ. মুদ্রাদোষ :** বসে বা শুয়ে থাকলেও সব সময় পা নড়ায় এটা N.Mur-এর লক্ষণ।

**চ. মায়াজমঘটিত :** বাম হাতে কাজ করার অভ্যাস Thuja-এর লক্ষণ। অর্গাননের ১৫৩ নং সূত্রে মহাত্মা হ্যানিম্যান বিরল, অদ্ভুত ও অসাধারণ লক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন। কেবল অদ্ভুত বা বিরল লক্ষণের ভিত্তিতেই ওষুধ নির্বাচন করা যায়। কেননা, এরূপ লক্ষণ একটি মাত্র ওষুধেই পাওয়া যায়। যেমন সমুদ্রতীরে অবস্থান বা সমুদ্রে বসবাসে রোগ উপশম বা আরোগ্য একমাত্র Medo-তেই বিদ্যমান। বাচাল কিন্তু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না কেবলই Cimicifuga-এর লক্ষণ। 'কিছু জিজ্ঞাসা করলে চমকে ওঠে' Acid Carb-এর অদ্ভুত লক্ষণ।


www.pathagar.com

এমন কতকগুলো লক্ষণ আছে যা সব রোগেরই সঙ্গী। যেমন মাথা ব্যথা, ক্ষুধা না লাগা বা অনিদ্রা ইত্যাদি। এসব লক্ষণ বিবেচ্য নয়। প্যাথেলোজিক্যাল লক্ষণের গুরুত্ব হোমিওপ্যাথিতে নগণ্য।

**ছ. শত্রু-মিত্র ওষুধ :** এটি একটি বিবেচ্য বিষয়। Rhus-এর পর Apis এবং Apis-এর Rhus ব্যবহারে রোগীর দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। এ ওষুধ দুটি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন।

**মিত্র ওষুধ :** যেমন Bryo-এর আগে বা পরে Rhus এবং Arnica ও Hypericum পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে ওষুধ দ্রুত কাজ করে।

**জ. Antidote বা ক্রিয়ানাশক সম্বন্ধে জানা কম জরুরি নয় :** পূর্বে Ars. Alb. প্রয়োগ করা থাকলে, তারপর Ipecac-এর লক্ষণ আসলে Ipecac প্রয়োগের পূর্বে Arnica প্রয়োগ করে Ars. Alb.-এর লক্ষণ ধ্বংস করে Ipecac প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হতে পারে। এখানে Ars. Alb.-এর Anitdote বা ক্রিয়ানাশক হল Arnica Mont.

**ঝ. অনুপূরক বা পরিপূরক একটি লক্ষণীয় বিষয় :** উদাহরণস্বরূপ Puls-এর অসম্পূর্ণ রোগ আরোগ্য করে Argent Nit আর Ipecac-এর অসম্পূর্ণ কাজ করে Sulphur.

**ঞ. লক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধিও লক্ষণীয় বিষয় :** ক্ষতের জ্বালায় তাপে উপশম হলে Ars. Alb. আর প্রদাহের জ্বালায় ঠাণ্ডায় উপশম হলে Acid Fluor নির্দেশিত।

**ট. শক্তি কম বেশি প্রয়োগ একটি হোমিওপ্যাথিক বিবেচ্য বিষয় :** Acid Fluor সর্বরোগে উচ্চশক্তি প্রয়োজন হলেও আঙ্গুল হাড়ায় নিম্নক্রম প্রযোজ্য।

কোন ওষুধ প্রয়োগে কাজ করতে করতে মাঝপথে আর কাজ না করলে বুঝতে হবে সোরায় বাধা দিচ্ছে। এ সময় Sulphur 1M এক মাত্রা প্রয়োগের পর পুনঃনির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োগে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

জটিল রোগে Miasm ধ্বংসকারী ওষুধ (Bacilinum, Medorhinum, Syphilinum, Tubrculinum) নির্দিষ্ট ওষুধের পূর্বে প্রয়োগ না করলে রোগ আরোগ্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ। স্থূল ওষুধ ব্যবহারের পর হোমিও ওষুধ ব্যবহার করতে হলে প্রথমে Nux vom 200 বা M শক্তির এক মাত্রা প্রয়োগ


www.pathagar.com

বাঞ্ছনীয়। অধিক Homoeo ওষুধ প্রয়োগ করা থাকলে প্রথমে Camphor প্রয়োগে অন্যান্য ওষুধের ক্রিয়া ধ্বংস করা উচিত। কেননা Camphor ৭০-৮০% ওষুধের ক্রিয়ানাশক। আর বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগে দেহ জর্জরিত হয়ে গেলে Aloe প্রয়োগ প্রযোজ্য।

রোগাক্রান্ত দেহে যখন কোন ওষুধ কাজ না করে তখন প্রথমে Medo. 10M এক মাত্রা প্রয়োগ করে ১৫ দিন পর Syphilinum 10M এক মাত্রা প্রয়োগ করে আরো ১৫ দিন অপেক্ষা করলে দেহ Miasm-মুক্ত হয়। এরপর যে কোন ওষুধ কার্যকর হয়।

**ঠ. খাদ্যও রোগ লক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি, এমনকি ক্রিয়া ধ্বংসও করে থাকে :** যেমন তেল, চর্বি Agaricus Muschus-এর ক্রিয়া ধ্বংস করে এবং দুধ Acid Nit-এর অপথ্য।

**ড. লক্ষণসমষ্টির কতটুকু সাদৃশ্য হলে ওষুধ নির্বাচন করা যায় তাও জানা আবশ্যক :** প্রতিটি ওষুধের একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে এবং মূল ক্রিয়ার একটি প্রকৃতি আছে। Ignatia তখনই নির্বাচিত হবে যখন মনের আঘাতে, বিশেষ করে প্রেমাঘাতে দুঃখটি প্রকাশ না করে অর্থাৎ অবরুদ্ধ মনের সৃষ্টি হবে। আর দীর্ঘদিন যাবৎ প্রেমে ব্যর্থ ব্যক্তির শোকতাপ ব্যক্ত করতে থাকলে Acid Phos বিবেচ্য। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি ও স্থির অবস্থায় উপশম, এ লক্ষণেই কেবল Bryonia হবে না, নড়াচড়ায় বৃদ্ধিসহ সর্বক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

অতএব, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় লক্ষণসমষ্টি ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ বিবেচনাপূর্বক চিকিৎসা করলেই কেবল সফলতা পাওয়া সম্ভব।

তাই, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হল লক্ষণসমষ্টির চিকিৎসা।

## Miasm কী ও কেন?

কোন রোগ স্থূল ওষুধ প্রয়োগে বা অসম বিধানে চিকিৎসা করায় তা দেহে চাপা পড়ে শক্তিশালী রোগ বীজ নামে দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করে। এটাই রোগ-জীবাণু বা উপবিষ। এই উপবিষই Miasm যা বংশপরম্পরায় মানবদেহে চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে।


www.pathagar.com

Miasm প্রধানত তিন প্রকার :

১. Psora, ২. Psychosis ও ৩. Syphilis.

স্যামুয়েল ফ্রেডারিক হ্যানিমেনের মতে মুসা আ.-এর যুগ হতে Psora-এর আবির্ভাব হয়েছে।

তিনি বলেন, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তই Psora বা কুণ্ডয়ন বা চুলকনা। চুলকনাই Psora-এর বহিঃপ্রকাশ।

**Psoric Miasm :** Posra বা কুণ্ডয়ন অসম-বিধানে চিকিৎসা করায় তা উপবিষ নামে দেহাভ্যন্তরে লুপ্ত অবস্থায় সজীব থাকে।

এই সজীব Posra বীজাণুই Psoric Miasm.

**Psychotic Miasm :** Psycosis দেহে অবস্থান নিলে বাহ্যিকভাবে আঁচিল বা টিউমার প্রকাশ পায়, তা অসম বিধানে চিকিৎসা করলে উপবিষ সৃষ্টি হয়ে দেহে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান নেয়। Pycosis-এর উপবিষই Psychotic Miasm.

**Syphilitic Miasm :** যৌন ক্ষত অসম বিধানে চিকিৎসায় চিরস্থায়ী সিফিলিস উপবিষ নামে বীজাণু দেহে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পায়। এই সিফিলিস উপবিষই Syphilitic Miasm.

চিকিৎসার নামে আরও একটি মানব সৃষ্ট Miasm-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন Vaccin, যেমন টীকা ও ইনজেকশন মানব দেহে Push করার পর যে Miasm-এ রূপ নেয় তাই Vacccin Miasm.

**Miasm-এর চিকিৎসা :** সমবিধান বা Homoeopathy চিকিৎসায়ই কেবল Miasm ধ্বংস করতে পারে।

উপর্যুক্ত তিন জাতীয় Miasm-ই যখন উত্তরসূরীর দেহে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে Tuberculosis বলা হয়ে থাকে।

Tuberculosis-এর চিকিৎসার মোক্ষম সময় হল শিশুকাল। পৌঢ়াবস্থায় এর চিকিৎসা একেবারেই অসম্ভব। পৌঢ়াবস্থায় এর চিকিৎসা করলে তা অধিক বৃদ্ধি না পেয়ে উপশম অবস্থায় থাকে।

Miasm আক্রান্ত রোগীই চিররোগী (অর্গানন ৭৮নং সূত্র)।

তাই চিররোগী চিকিৎসার সময় গনোরিয়া/ সিফিলিসের ইতিহাস জানা গেলে এর উপর নির্ভর করেই চিকিৎসায় এগুতে হয়।

সুনির্বাচিত ওষুধে কাজ না হলে বুঝতে হবে Miasm প্রভাবিত ধাতু দোষ রয়েছে (অর্গানন ২৬নং সূত্র)।


www.pathagar.com

রোগীর লক্ষণে Miasm ধরা না পড়লে বংশ অনুসন্ধানে ব্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধাতু দোষ বা Miasm চিকিৎসায় যান্ত্রিক বা আঙ্গিক শক্তির ক্ষতি হয়ে থাকলে ৩০/২০০ শক্তি দ্বারা চিকিৎসা শুরু করতে হয় আর তা না হলে উচ্চশক্তি 1M/10M প্রয়োগ করা উচিৎ।

Vacccin Miasm-এর প্রতিষেধক হল Thuja, Silicea, Malendrinum, Variolinum ইত্যাদি।

## ক. Psycosis-এর চিকিৎসা

**নামকরণ :** Psycosis একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ ডুমুর। Psycosis নামক Miasm-এর উপস্থিতিতে আঁচিল জাতীয় রোগ প্রকাশিত হয়। এই আঁচিল ডুমুরের মত বলেই এই Miasm-এর নামকরণ হয়েছে Psycosis.

**চিকিৎসা :** ১. Psycosis যখন আঁচিল অবস্থায় থাকে আর Psora সুপ্ত অবস্থায় থাকে তখন Anti-Psychotic ওষুধ দীর্ঘদিন চিকিৎসায় স্থানীয় লক্ষণ দূরীভূত হয়।

২. আঁচিল খুব বড় হলে একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ওষুধ ব্যবহারের জন্য মহাত্মা হ্যানিম্যানের নির্দেশ আছে। বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে বাহ্যিক ওষুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ। কারণ বাহ্যিক ওষুধ প্রয়োগের ফলে স্থানীয় লক্ষণ দ্রুত বিলুপ্ত হয়, অথচ অভ্যন্তরীণভাবে রোগ নিরাময় সম্পন্ন হয় না। তাই রোগ আরোগ্য হয়েছে কিনা তা অননুমেয় থেকে যায়। কিন্তু বড় আঁচিলে বাহ্যিক ওষুধ ব্যবহার না করলে অভ্যন্তরীণ ওষুধ প্রয়োগে বাহ্যিক আঁচিল বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বেই এর উপবিষ আরোগ্য হয়। ফলে আঁচিল অবশিষ্ট থেকে যায়। তাই বড় আঁচিলে বাহ্যিক ওষুধ ব্যবহার করলেই স্থানীয় লক্ষণের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ উপবিষও আরোগ্য হয়। বড় আঁচিলে বাহ্যিক ওষুধ ব্যবহার করলে অভ্যন্তরীণ উপবিষ আরোগ্য হল কিনা তা জানতে অসুবিধা হয় না। কেবল এই ক্ষেত্রেই হ্যানিম্যান বাহ্যিক ওষুধ ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছেন, অথচ বর্তমানে Alopathy-এর সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে বাহ্যিক ওষুধ প্রয়োগে কেউ বাধা মানছে না।

আঁচিল কেটে বা দহনে বিলুপ্ত করলেও অভ্যন্তরে Psycosis উপবিষ থেকেই যায়। এক্ষেত্রে আঁচিলের স্থানের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ওষুধ


www.pathagar.com

প্রয়োগ করে যেতে হবে। সবশেষে Anti-Psoric ওষুধ দিতে হয়, নয়ত সুপ্ত Psora মাথা চাড়া দিয়ে রোগীকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

৩. সাইকোসিস ও সোরা একত্রে অবস্থান করে আর যদি সোরা প্রকট থাকে তাহলে প্রথমে Anit-Psoric ওষুধ প্রদেয়। সোরা প্রশমিত হলেই সাইকোসিস প্রকট হয়। এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন Anti-Psychotic ওষুধ প্রয়োগ করে সাইকোসিসমুক্ত হলে পুনরায় Anti-Psoric ওষুধ প্রয়োগ প্রযোজ্য। এরূপে যখন যেটি প্রকট হবে তখন সেটি প্রয়োগ করেই আরোগ্য সম্ভব।

৪. যদি সাইকোসিস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা আর লুপ্ত সিফিলিসের সাথে একযোগে অবস্থান নেয় তবে প্রথমে Anti-Psoric ওষুধ প্রয়োগ করে সোরা প্রশমিত হলে Anti-Psychotic ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সাইকোসিস প্রশমিত হলে সিফিলিস প্রকট হতে পারে। তখন Anti-Syphilitic ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এরূপে যখন যেটি বৃদ্ধি পাবে তখন সেটির ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে দীর্ঘদিন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ সম্ভব হবে।

৫. যদি সাইকোসিস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সিফিলিসের সাথে একযোগে প্রকাশ পায় তবে প্রথমে Anti-Psoric ওষুধ দিয়ে পরে সাইকোসিস ও সিফিলিসের মধ্যে যেটি প্রকট আকার ধারণ করে সেটার ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। পরে বাকিটার ওষুধ দিতে হবে। এরূপে Miasmatic ওষুধ পরিবর্তন করেই আরোগ্য সম্ভব।

৬. যদি সাইকোসিস ও সোরা সুপ্ত অবস্থায় থাকে আর সিফিলিস প্রকট থাকে তবে প্রথমে Anti-Syphilitic ওষুধ দিয়ে তারপর Anti-Psoric ও সব শেষে Anti-Psychotic ওষুধ প্রয়োগ প্রযোজ্য। পরিশেষে Anti-Psoric প্রয়োগে চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়।

**স্মরণযোগ্য :**

১. সাইকোসিসের চিকিৎসার সময় যদি আঁচিলের আবির্ভাব হয় তাহলে শুভ লক্ষণ। কোন ওষুধ প্রয়োগ ছাড়াই অপেক্ষা করলে আরোগ্য হয়। যদি তা না হয় তাহলে প্রয়োগকৃত ওষুধের শক্তি বৃদ্ধি করে প্রয়োগে তা দূরীভূত হয়।

২. প্রাথমিক লক্ষণ যদি ফিরে আসে এবং তা যদি Miasmatic ওষুধ দিয়ে আরোগ্য করা যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে আরোগ্য লাভ করে। অন্যথায় আরোগ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে।


www.pathagar.com

## খ. Syphilis ও তার চিকিৎসা

দূষিত সংগমের মাধ্যমে কুৎসিত রোগ হয়, এতে লিঙ্গমুণ্ডে ও বাইরে প্রদাহ ও ক্ষত হয়; তা-ই সিফিলিস রোগ।

কুচিকিৎসায় এই রোগ উপদংশ বিষ নামে পরিচিতি লাভ করে।

**স্মরণযোগ্য :** এই রোগে আক্রান্ত হলে অকালে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে।

**চিকিৎসা :** ১. সিফিলিস একা অবস্থান করলে Merc Sol. 30 প্রয়োগেই নিরাময় হয়। যতক্ষণ ক্ষত স্থান স্বাভাবিক অবস্থা না পাবে ততদিন বারবার এই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন Heper Sulph ব্যবস্থেয়, কারণ M. Sol বারবার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

সিফিলিস আরোগ্য হলে একটি Anti-Psoric ওষুধ প্রদেয়। তা না হলে সুপ্ত সোরা জাগ্রত হয়ে দ্বিতীয় দশার লক্ষণ আসতে পারে।

২. দ্বিতীয় দশা হল— অস্ত্রোপচারে ক্ষত বা স্থানীয় লক্ষণ না থাকলে সিফিলিস উপবিষ আকারে দেহে অবস্থান নেয়। এ অবস্থাতেও কেবল Anti-Syphilitic ওষুধ প্রয়োগেই আরোগ্য হয়। যত দিন না ক্ষত স্থানের সাদাটে রং ও খসখসে ভাব স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থানের রং স্বাভাবিক হয় ততদিন ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। শেষে Anti-Psoric ওষুধ প্রযোজ্য।

৩. সিফিলিসের স্থানীয় লক্ষণ থাকুক আর না-ই থাকুক, যদি Syphilis বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরার সঙ্গে একযোগে অবস্থান করে তবে প্রথমে Anti-Psoric ওষুধ প্রয়োগ করে সোরার উপসর্গ প্রশমিত হলে Anti-Syphilitic ওষুধ দিতে হবে। স্থানীয় লক্ষণ থাকলে পর্যায়ক্রম Anti-Psoric ও Anti-Syphilitic ওষুধ প্রযোজ্য যতক্ষণ স্থানীয় লক্ষণ বিলীন না হয়।

**স্মরণযোগ্য :** এরূপ চিকিৎসায় রোগারোগ্য অসমাপ্ত থাকলে সিফিলিস সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে দ্বিতীয় দশার লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

৪. যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাইকোসিসের সাথে সিফিলিস একযোগে বর্তমান থাকে তবে প্রথমে Anti-Psychotic ওষুধ দিয়ে সাইকোসিসের প্রাধান্য কমিয়ে Anti-Syphilitic ওষুধ দিতে হবে। ক্ষত স্থানের স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্যন্ত এভাবে পর্যায়ক্রমে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

৫. সিফিলিস যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাইকোটিক উভয়ের সঙ্গে একযোগে থাকে তবে প্রথমে Anti-Psoric ওষুধ দিয়ে তা প্রশমিত হলে


www.pathagar.com

সাইকোসিস ও সিফিলিসের মধ্যে যেটি প্রকট থাকবে সেই ওষুধ প্রয়োগ করে তা প্রশমিত হওয়ার পর বাকিটার ওষুধ দিতে হবে।
পুনরায় Anti-Psoric ওষুধ দিয়ে পর্যায়ক্রমে সাইকোসিস ও সিফিলিসের মধ্যে যেটি প্রকট তার ওষুধ দিয়ে তা প্রশমিত হলে পরে বাকিটার ওষুধ দিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন মত ওষুধ প্রয়োগে আরোগ্য হয়।
৬. স্থানীয় লক্ষণ বিলুপ্তির পর Anti-Syphitic ওষুধ প্রয়োগ করলেই স্থানীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখন স্থানীয় লক্ষণ বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত Anti-Syphilitic ওষুধ প্রয়োগ করে যেতে হবে।

## হোমিওপ্যাথিতে দুরোরোগ্য ব্যাধি
## এইডস/ ক্যানসার/ ডাইবেটিস-এর চিকিৎসা

ক্যানসার ও এইডসের মত মরণ ব্যাধির চিকিৎসাও হোমিওপ্যাথিতে সম্ভব। কারণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কোন রোগ বা রোগগ্রস্ত প্রাণীর ওপর পরীক্ষিত নয়। প্রতিটি ওষুধ সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। একজন সুস্থ মানুষকে কোন একটি বিশেষ ওষুধ প্রুভিং ডোজে খাওয়ানোর পর তার দেহে ও মনে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় ঐ লক্ষণগুলোই ওষুধটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যদি কোন অসুস্থ লোক, রোগ তার যা-ই হোক না কেন, অনুরূপ লক্ষণসমষ্টি নিয়ে হাজির হয়, তার জন্য এই বিশেষ ওষুধটিই একমাত্র রোগ নিরাময়কারী, একেই বলে Similia Similibas Curentur বা Homoeopathy বা সদৃশ বিধান। এখানে লক্ষণীয়, কোন রোগের নাম নেই, আছে একজন রোগী এবং তার যে কোন এক বা একাধিক রোগের কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে শারীরিক ও মানসিক কিছু লক্ষণ।
উদারহণস্বরূপ : ক, খ ও গ নামের তিনজন রোগী একই রোগ এইডস বা ক্যানসারে ভুগছে।
**লক্ষণসমূহ :**
ক. দেহ মোটাসোটা হঠাৎ রাগ ওঠে যা থামতে চায় না, রাগলে তোতলার মত কথা বলে, শীতকাতর ও সন্দেহপ্রবণ, গোপনীয়তাপ্রবণ, কথা কম বলে, একগুঁয়ে, বাঁচতে চায় না, মনে করে শরীরটি কাচ দিয়ে বানান সহজেই


www.pathagar.com

ভেঙ্গে যাবে, মনে করে পাশে কেউ যেন আছে, সুচিবায়ুগ্রস্ত, বদ্ধমূল ধারণা যায় না, শরীরে আঁচিল আছে, লবণ বেশি খায়, চা ও পেঁয়াজ খেতে চায় না, রাত তিনটা ও বিকাল তিনটায় এবং ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসে ও হাত পা ছড়িয়ে শয়নে বৃদ্ধি।

খ. একহারা চেহারা, কৃপণ, অথচ খেয়ালবশত কখনও দান করে। গরমকাতর, মানুষের সামনে কথা বলতে নার্ভাস হয় প্রথমে, পরে আর অসুবিধা হয় না, সুখবর শুনলে বা নিকটাত্মীয়ের সাক্ষাতে কেঁদে ফেলে, ঘন ঘন ক্ষুধা, পেট ফাঁপে তা ঢেঁকুরে উপশম, বিকাল ৩-৪টা ও রাত ৮-৯টা পর্যন্ত বৃদ্ধি, খুব গরম চা খেতে পারে।

গ. হালকা পাতলা চেহারা, ধর্মীয় কাজে আসক্ত কিন্তু তা করতে পারে না, অবসাদ, হতাশা ও আত্মহত্যায় প্রবল ইচ্ছা, খুব ভীতু, শব্দভীতু মন, সব সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত, কথায় কথায় কেঁদে ফেলে। জীবন ধারণ বৃথা মনে করে। একেবারেই আত্মবিশ্বাস নেই, মানসিক পরিশ্রমে কাতর, ব্যর্থ প্রেমের পর রোগের উৎপত্তি, মুখ তিতে, দুর্গন্ধ লালা পড়ে, দুধ খেতে চায়, গোশে অসুবিধা, মলে ও বায়ুতে দুর্গন্ধ, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, তবে পরিমাণ অল্প, ঘুমের মধ্যে কাঁদে, স্বপ্ন দেখে ভয় পায়, চিৎকার করে, ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না।

Pathological পরীক্ষায় তিনজন রোগীই এইডস রোগে আক্রান্ত। ধাতুগত চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে রোগী ক-এর জন্য Thuja, খ-এর জন্য Lyco ও গ-এর জন্য Aurum Met নির্ধারিত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রায় তিন হাজার আবিষ্কৃত ওষুধের মধ্যে উপর্যুক্ত লক্ষণসমষ্টি অন্য কোন ওষুধে নেই। তাই সহজেই ভিন্ন ভিন্ন রোগীর জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ নির্বাচন করে যত ভয়াবহ মরণ ব্যাধিই হোক না কেন, তা সহজেই চিকিৎসা করা সম্ভব।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় লক্ষণসমূহ সংগ্রহটাই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লক্ষণসমূহ সংগ্রহের পর চিকিৎসক যদি একটিমাত্র ওষুধ নির্বাচনের পরিবর্তে ওষুধ নির্বাচনে দ্বিধা থাকার কারণে একাধিক ওষুধ প্রয়োগ করে তাহলে রোগ কমতে কমতে অদৃশ্য হলেও তা আরোগ্য না হয়ে দেহে চাপা পড়ে যায়। কিছুদিন পর এই রোগ পুনরায় দেখা দিতে পারে অথবা ভিতরে থেকে রোগীকে নানা কষ্ট দিতে পারে অথবা আকৃতি পাল্টে অন্য কোন রোগের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। যেমন চুলকানি চাপা পড়ে হাঁপানি,


www.pathagar.com

বাত চাপা পড়ে হৃদরোগ, সিফিলিস ও গনোরিয়া চাপা পড়ে পাইলস, আলসার, টিউমার, ক্যানসার ইত্যাদি হতে পারে। এইডস-এর জন্ম এভাবে হওয়া অসম্ভব নয়। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, হোমিওপ্যাথিতে রোগীর চিকিৎসা রোগের নয়। হোমিওপ্যাথিতে রোগের কোন ওষুধ নেই, আছে রোগীর ওষুধ। একজন রোগীর দেহে ও মনে প্রকাশিত লক্ষণসমূহ নিয়েই একজন রোগী। সেই লক্ষণসমূহের ভিত্তিতে চিকিৎসা করা হয় বলেই এটা রোগীর চিকিৎসা। রোগীর দেহ মনের লক্ষণসমূহের হোমিও মেটেরিয়ামেডিকা বা হোমিও লক্ষণকোষের বিভিন্ন ওষুধের লক্ষণসমূহের সাথে হুবহু মিলিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করলেই যে কোন রোগ আরোগ্য হয়ে থাকে। এজন্যই হোমিও চিকিৎসায় কোন রোগকেই কঠিন ভাবা হয় না।

## উৎপত্তি অনুসারে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শ্রেণী বিভাগ

### উৎস হিসাবে হোমিও ওষুধ চার শ্রেণীর

**১. উদ্ভিজ্জ :** উদ্ভিদ জগতের কোন উদ্ভিদের দেহের সমগ্র অংশ বা নির্দিষ্ট কোন অঙ্গ যেমন, ফুল, ফল, বীজ, মূল, পাতা, বাকল, রস হতে প্রস্তুত ওষুধকে উদ্ভিজ্জ ওষুধ বলে। যেমন, Arjun, Aconite Nap, Tabecum, Thuja, Canabis sat, Asclepias ইত্যাদি।

**২. প্রাণীজ :** সরসারি প্রাণীদেহ হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত ওষুধই প্রাণীজ ওষুধ। যেমন Bufo Rana, Apis Mel, Laccan, Blata Oriental ইত্যাদি।

**৩. খনিজ ও রাসায়নিক :** খনিজ পদার্থ এবং রাসায়নিক উপাদান হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তৈরি এ শ্রেণীভুক্ত ওষুধ। যেমন Aurum Met, Acid Sulph ইত্যাদি।

**৪. রোগজ (Nosodes) :** উদ্ভিজ্জ বা প্রাণী দেহের রোগ জীবাণু হতে প্রস্তুত ওষুধকে রোগজ বা ইংরেজিতে Nosodes ওষুধ বলে। যেমন Tuberculinum, Hydrophobinum, Mederhinum, Syphilinum, Psorinum ইত্যাদি।


www.pathagar.com

## ওষুধের আকার ও শক্তি

**ওষুধের আকার :** দু আকারে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। যথা– ১. বিচূর্ণ ও ২. তরল।

**১. বিচূর্ণ :** যে সকল কঠিন পদার্থ কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয় না সেগুলো দুগ্ধ শর্করাসহ সূক্ষ্মরূপে বিচূর্ণ করা হয়। একে বিচূর্ণ বা ট্রাইটু রেশন বলে। যেমন Gun Powder, Ferrum Iod, Ars-Sulph-Fleva ইত্যাদি।

**২. তরল :** গাছ-গাছড়ার রস সংগ্রহ করে Alcohol (Rectified Spirit)-এ মিশিয়ে অরিস্ট বা টিংচার প্রস্তুত করা হয়। এ টিংচার এ্যালকোহলে মিশিয়ে তরল আকারে শক্তিকৃত করা হয়।

**ওষুধের শক্তি : তিন প্রণালী বা পদ্ধতিতে ওষুধের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়**

**১. দশমিক পদ্ধতি :** এক ভাগ মূল ওষুধ ও নয়ভাগ এ্যালকোহল বা দুগ্ধশর্করার সমন্বয়ে তৈরি ওষুধকেই দশমিক পদ্ধতির ওষুধ বলে। এ প্রণালীতে তৈরি ওষুধের সংখ্যার পর 'x' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন Cantharis 3x, Aconite 1x, Ferrum Phos 3x ইত্যাদি।

**২. শততমিক :** এ রীতিতে একভাগ মূল ওষুধ ও নিরাব্বই ভাগ দুগ্ধ শর্করা বা এলকোহল এর সমন্বয়ে তৈরি হয়। এ পদ্ধতির ওষুধের নামের পর শক্তি বা ক্রম সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন Acid Phos 6, China 30, Belledona 200, Sulphur 1M, Medo 10M ইত্যাদি।

**৩. পঞ্চাশ সহস্রতমিক :** এ প্রণালীতে এক ভাগ পূর্ব শক্তিকৃত ওষুধের সাথে ৪৯,৯৯৯ ভাগ দুগ্ধ শর্করার সাথে মিশ্রিত করে ওষুধের শক্তি নির্ণিত হয়। এ প্রণালীতে তৈরি ওষুধের নামের পর o/1, o/2... বা M/1, M/2... ইত্যাদি পদ্ধতিতে চিহ্নিত করা হয়। যেমন Lycopodium M/5, Medo M/30 ইত্যাদি।


www.pathagar.com

## অভিজ্ঞতা

### ক. ওষুধ সম্বন্ধীয় লক্ষণাদি

১ ক. ত্বক রোগের প্রধান ওষুধসমূহ : Grahphitis, Ars. Iod, Bacilinum, Sulphur, Psorinum, Croton Tig, Mezerium, Heper Sulph, Petrolium.

খ. যে কোন রোগে Z.Met প্রয়োগে ২৪/৩৬/৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার নিম্ন বা উচ্চশক্তি বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া নিষিদ্ধ; নিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী আর কোন প্রকার অন্যথা না করলে আপনাআপনি আরোগ্য লাভ করবে।

২. মুখের ক্ষতের ওষুধসমূহ : Acid Nit, Merc. Sol, Ars. Alb.

৩. টনসিলাইটিসসহ মুখের ক্ষতে : Hepr Sulph, Phytolacca.

৪. দাঁতের মাড়ির পুঁজে– Silicea.

৫. Tonsilitis : Heper Sulph, Penicilin, Baryta Carb, Lachesis, Cal. Carb, Belledona.

৬. রোগী আশাহীন, আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে হতাশা, ভাবে নিশ্চয়ই মরে যাবে, কাজ করতে চায় না, সব সময় শুয়ে থাকে– Psorinum.

৭. রোগী নিজেকে ধনশালী মনে করে, সে চায় যে, সকলেই তাকে সম্মান করুক, ধর্মবিষয়ক চিন্তা, আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা, অত্যন্ত অগোছাল স্বভাব– Sulphur.

৮. রোগী ভাবে যেন মাথাটি কষে বাঁধা আছে– Acid Carbolic/ Burberis. V.

৯. রোগীর এক সপ্তাহ পর পর বা ১০/১২ দিন অন্তর মাথা ব্যথা– Iris Verse.

১০. মোটা মানুষ, নখ কুগঠিত, চুল বিশ্রি চেরা চেরা– Thuja.

১১. কাল চোখ, কাল চুল, শীর্ণকায় ব্যক্তি, শিরাগুলো ভেসে ওঠে। মহিলা হলে স্তনদ্বয় ও পুরুষ হলে অণ্ডকোষ শুকিয়ে যায়– Iodium.

১২ ক. স্বপ্নে মৃতদেহ দেখে, মৃত্যু সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখে– Canabis Indica.

খ. উৎকট ও কুকুরের স্বপ্ন দেখে– Tuberculinum.

১৩. ঠাণ্ডা চায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম কিন্তু যন্ত্রণার সময় শীতবোধ করে– Puls.


www.pathagar.com

১৪. অত্যন্ত শীতকাতর, গরমের দিনেও গায়ে কাপড় দিয়ে শোয়– Psorinum.

১৫. গরম পড়লেই কাতর হয়ে যায়, ঠাণ্ডা চায়, গোসল করতে চায়– Natrum Mur.

১৬. যত খায় তার চেয়ে বেশি পানি পান করে– Sulphur.

১৭. অত্যন্ত পিপাসা, গায়ে কাপড় রাখতে পারে না, দেহ ঠাণ্ডা কিন্তু দেহের ভিতরে জ্বালা– Secale Cor.

১৮ ক. মুখমণ্ডলে হলদে ছোট ছোট দাগ– Sepea.

খ. নাকের গোড়ায় ঘোড়ার জিনের মত হলদে চর্ম– Sepea.

১৯. জিহ্বা একবার বের হলে অনেকক্ষণ পর ভিতরে যায়– Lyco.

২০. জিহ্বার ডগায় এক গাছি চুল থাকার অনুভূতি– Silicea.

২১. দাঁত বিশ্রী, করাতের মত ধার কাটা– Syphilinum.

২২. ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁত কড়মড় করে– Cina.

২৩. মানুষের স্বর বা ডাক কম শোনে কিন্তু অন্য শব্দ ভাল শোনে– Phos.

২৪. কানে কড় কড়, চড় চড় শব্দ, শব্দের মধ্যেও চলমান গাড়িতে ভাল শোনে– Graphitis.

২৫. বর্ষাকালীন ঝাঁঝাল সর্দি– Rhus Tox.

২৬. টাইফয়েডে ভোর ৪টায় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে– Rhus Tox.

২৭. রোদ বা আগুনের উত্তাপে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে– Bryonia.

২৮. চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে কুণ্ডয়ন, ঝিনঝিন করে– Selinium.

২৯ ক. মাথার চুল পড়ে যায় এবং মাথায় ছোট ছোট টাক পড়ে– Selinium.

খ. ভ্রূ ও গোঁফের লোম পড়ে যায়– Selinium.

গ. অক্ষি পুটে উদ্ভিদ– Mag.Mur.

৩০. চুলের গোড়াসহ চারিদিকে শুকনো ভাব ও খুসকি– Mag. Mur.

৩১. ক্রন্দনরত শিশুদের চুপ করানো যায় না– Chamomila.

৩২. শিশুর দুধ অসহ্য, দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দধির মত বমি করে দেয়– Aethuja.

৩৩. খাদ্যে কোন পোকা পড়ে বা কোন পচা গন্ধ পেয়ে খাদ্যে অরুচি হলে প্রথমে– Ars. Alb পরে Carbo Animalis.


www.pathagar.com

৩৪. ঘুমন্ত অবস্থায় কেঁদে উঠে গুহ্যদ্বার চুলকাতে থাকে– Indigo.
৩৫. যে কোন রোগের সাথে কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকলে Mag.Mur প্রযোজ্য নয়।
৩৬. অনেক রোগ বারবার ঘন ঘন পুনরায় প্রকাশ পায়– Sulph.
৩৭. যে কোন স্রাব সাদা রঙের হলে– K. Mur. 6x/12x.
৩৮. অধিক মিষ্টি খাওয়ার ফলে কোন রোগ হলে– N.P.12x/ Zincum Met.
৩৯ক. হাম-বসন্ত বসে গিয়ে জীবনী শক্তি দুর্বলতাবশত বের হয় না– Zincum Met.
খ. জীবনী শক্তি দুর্বলতার জন্য মলমূত্র, রজঃ প্রভৃতি স্রাব নির্গত হতে না পারলে– Z. Met.
৪০. Kali Bi-এর নিম্নশক্তির ওষুধ দ্রুত নষ্ট হয়।
৪১. মূর্ছা ও কলেরায় Camphor তরল ওষুধের ঘ্রাণ নেয়া প্রযোজ্য।
৪২. ঘাম না হওয়া পর্যন্ত Camphor বা ঘন ঘন প্রয়োগ প্রযোজ্য।
৪৩. প্রসূতিদের Cat. Fluor নিম্নশক্তি (6x) প্রয়োগ প্রযোজ্য।
৪৫. অর্শে Cal. Fluor 12x-200x প্রয়োগ প্রযোজ্য।

## খ. উপসর্গ বৃদ্ধি

১. গরমে রোগ বৃদ্ধি হলে– Chamo.
২. যে দ্রব্যে হ্রাস সেই দ্রব্যেই বৃদ্ধি হলে– Tuberculinum/ Ars. lod.
৩. Acid Nit প্রয়োগে বৃদ্ধি না হয়ে রোগ আরোগ্য হয় না।
৪. আক্রান্ত স্থান চেপে ধরে শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায়– Kali Carb.
৫. জ্বর বিকাল ৪-৮টায় বৃদ্ধি হলে– Heleborus.
৬. সর্দি-কাশি বিকাল ৪-৮ টায় বৃদ্ধি হলে– Asafoetida.
৭. দিন ও রাত ১১টায় বৃদ্ধি হলে– N. Mur.
৮. রাত দুপুর ও দিন দুপুরে বৃদ্ধি হলে– Ars. Alb.
৯. বিকাল ৪-৬টায় অস্থিরতা বৃদ্ধি হলে– Carbo Veg.
১০. সকাল থেকে সন্ধ্য পর্যন্ত বৃদ্ধি হলে– Medo.
১১. সন্ধ্যা হতে ভোর পর্যন্ত বৃদ্ধি হলে– Syphilinum.
১২. ঝড়-বৃষ্টির কয়েকদিন পূর্ব হতেই বৃদ্ধি হলে– Psorinum.
১৩. বর্ষায় বৃদ্ধি হলে– N. Sulph.


www.pathagar.com

১৪. সমুদ্র উপকূলে বা সমুদ্র গোসলে বৃদ্ধি হলে– Natrum Mur.
১৫. পরিষ্কার আবহাওয়ায় কাঁচা সর্দি বৃদ্ধি হলে– Causticum.
১৬. জলস্রোত দেখে বা শুনে রোগ বৃদ্ধি হলে– Hydrophobinum.
১৭. সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হলে– Causticum.
১৮. বেলা ৩টায় বৃদ্ধি হলে– Phos/ Thuja/ Bell.
১৯. অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি হলে– Silicea.
২০. সঞ্চালনে বৃদ্ধি হলে– Bryo.
২১. ভোর রাতে বৃদ্ধি হলে– Kali group/ Ammon Carb.
২২. মিষ্টি খেলে বৃদ্ধি হলে– Laccan/ Arg. Nit.
২৩. মিষ্টি খেলে বুক পুড়ে যায়– Zincnm Met.
২৪. একদিন সকালে অন্য দিন বিকালে বৃদ্ধি হলে– Puls.
২৫. ঘাম ও শয্যাতাপে বৃদ্ধি হলে– Merc. Sol.
২৬. সান্ত্বনায় রোগ বৃদ্ধি হলে– Lilium Tig.
২৭. সান্ত্বনায় বিরক্ত হলে– N. Mur.
২৮. সকল যন্ত্রণা রাতে বাড়ে– Asafoctida.
২৯. ঝড় ও বন্যার সময় রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি ও নানা প্রকার আশঙ্কা হলে– Phos.

## গ. উপসর্গ উপশম

১. মধ্যাহ্ন ভোজের পর যে সকল রোগ কম মনে হয়– Chelidonium.
২. আহারে যে সব রোগের উপশম হয়– Lyco./Anacardinm.
৩. শুয়ে থাকলে সকল উপসর্গের উপশম হলেই উৎকণ্ঠা বাড়ে– Manganum.
৪. বর্ষা ও সমুদ্র তীরে উপসর্গের উপশম হয়– Medo.
৫. সঞ্চালনে উপশম হয়– Rhus.
৬. ব্যথার কথা মনে হলেই ব্যথার উপশম হয়– Camphor/ Heleborus.
৭. শয়নে যন্ত্রণা হ্রাস পায়– Digitalis.
৮. বসে বা শুয়ে থাকলে উপশম হয়– Ferrum Phos.


www.pathagar.com

৯. এক পা ঠাণ্ডা পানিতে অপর পা গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখলে উপশম হয়– Lilium Tig.

১০. খিঁচে ধরা ব্যথা, উত্তাপে উপশম হয়– Mag. Phos.

১১. জ্বালা গরমে উপশম হয়– Ars. Alb.

১২. বাতের ব্যথা বা ফুলে যাওয়ার পরে পা দুটো উঁচু করে রাখলে উপশম হয়– Kali Bi/ Carbo Veg.

১৩. আক্রান্ত স্থানটি টিপলে উপশম হয়– Bryo.

১৪. ফোঁড়ায় হাত বুলালে উপশম হয়– Tarentula His.

১৫. গাত্রে হাত বুলালে উপশম হয়– Cantharis/ Telurium.

১৬. যে কোন রোগে রোগীর গায়ে হাত বুলালে ঘুমিয়ে যায়– Phos.

১৭. রোগী যাতে উপশম বোধ করে, আক্রান্ত স্থান তার বিপরীত অবস্থায় উপশম বোধ করে– Apis Mel.

## ঘ. কোন কারণে কোন পীড়া হলে

১. দুধে অত্যধিক চিনি খাওয়ার ফলে অতিরিক্ত Lactic Acid জমে পীড়া হলে– N. Phos.

২. অধিক টিকা দেয়ার ইতিহাস থাকলে Thuja প্রয়োগপূর্বক নির্বাচিত ওষুধ প্রযোজ্য।

৩. প্রচুর শুক্র ক্ষয় হওয়ার ফলে চিন্তা ও কর্মশক্তিহীন ব্যক্তিদের জন্য– Acid Pic.

☆৪. বহুদিন ধরে মদ পান করে শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, মদ পান না করলে কোন কাজ করতে পারে না, এমনকি কোন খাবার বা পানীয় উদরস্থ করতে পারে না– Acid Sulph সেবনে যাবতীয় উপসর্গসহ মদ পানের আকাঙ্ক্ষাও দূর হয়।

৫. হাম-বসন্ত বা কোন উদ্ভিদে পীড়ায় লাট খেয়ে বিকারগ্রস্ত জ্বরে– Aurum Tryphilinum.

৬. শরীরস্থ তরল পদার্থের (রস, রক্ত, রজঃ, শুক্র ইত্যাদি) অপচয় হেতু বিবিধ পীড়াগ্রস্ত হলে– N. Mur.

৭. বেশিক্ষণ সাঁতার কেটে যে কোন রোগ সৃষ্টিতে– Antim Crude/ Rhus.


www.pathagar.com

৮. প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মনের ভাব প্রকাশ না করে সৃষ্ট রোগে– Ignatia.
৯. প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হলে– Staphy.
১০. দীর্ঘদিন যাবৎ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে শোকতাপ চলতে থাকলে– Acid Phos.
১১. বারবার মানসিক আঘাত পেয়ে কোন রোগ সৃষ্ট হলে– N. Mur.
১২. প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মানসিক লক্ষণের সাথে হিংসা থাকলে– Hyo.
১৩. অর্থহানির শোকে কোন রোগ সৃষ্ট হলে– Cal. Fluor/Arnica.
১৪. ভয় হতে কোন রোগ সৃষ্টি হলে– Aco/ Opium.
১৫. অতিরিক্ত আনন্দ হতে কোন রোগ সৃষ্টি হলে– Coffea Cruda.
১৬. রোদ লেগে কোন রোগ হলে– A. Crude/ N. Mur/ Glonion.
১৭. শুষ্ক ঠাণ্ডা লেগে রোগ সৃষ্টি হলে– Aco/ Causticum.
১৮. আর্দ্র ঠাণ্ডা লাগার কারণে কোন রোগ হলে– Dulcamra.
১৯. অধিক মিষ্টি খেয়ে সৃষ্ট রোগে– Z. Met.
২০ ক. মাংসে আঘাতের কারণে কোন রোগ হলে– Arnica Mont.
খ. মাথায় আঘাতের কারণে কোন রোগ হলে– N. Sulph.
গ. হাড়ে আঘাতের কারণে কোন রোগ হলে– Symphytum.
ঘ. হাড়ে আঘাত পেয়ে ভেঙ্গে গেলে– Cal. Phos.
ঙ. হাড়ের উপরের পর্দায় আঘাত পেলে– Ruta.
ট. হাড়বিহীন স্থানে আঘাতের ফলে কোন রোগ হলে– Belis Pere Q.
ঠ. চোখে আঘাত পেলে– Symphytum.
ড. চোখের ভিতর আঘাত পেলে– Artemisia V. Q.

## ঙ. বিভিন্ন দিক সম্বন্ধীয় ওষুধের কাজ

১. বাম দিক হতে শুরু করে ডান দিকে যায়, আবার বামে ফিরে আসে, এরূপ দিক পরিবর্তনে কোন ব্যথা হলে– Laccanium.
আর ডান দিক হতে শুরু হয়ে বামে যায় আবার ডানে ফিরে আসে, এরূপ দিক পরিবর্তনে কোন ব্যথা হলে– Sulphur সেব্য।
২. ডান দিকে শুরু হয়ে বাম দিকে গেলে– Lyco.


www.pathagar.com

৩. বাম দিকে শুরু হয়ে ডান দিকে গেলে– Lachesis.

৪. কোনাকুনি যেমন ডান হাত বাম পা, আবার বাম হাত ডান পা আক্রমণে– Agaricus.

## চ. কোন্ ওষুধের মাত্রা কিরূপ?

১. Coffca Cruda অগভীর ওষুধ, তাই বারবার প্রয়োগ প্রযোজ্য।

২. Amil Nit ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়।
এর গুণাগুণ সামান্য শীত বা গৃম্মে নষ্ট হয়ে যায় এবং এ ওষুধটি উবে যায়।

৩. Silicea এক মাত্রা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে পুনরায় Silicea প্রয়োগ না করে Acid Filuor প্রয়োগ করা উচিৎ।

## ছ. বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়ার পার্থক্য

১. চোখের চারদিকের অস্থিতে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলে– Merc Cor.
চোখের চারদিকের অস্থিতে অসহ্য যন্ত্রণায় স্পর্শসহিষ্ণু– Asafoetida.

২. ঠোঁটের কোন ফাটায় ব্যথা না থাকলে– Acid Nit.
ঠোঁটের কোন ফাটায় ব্যথা থাকলে– N. Mur/ Graphitis/ Condurango.

৩. রোগের উপসর্গ কেবল চাপ দেয়ার ফলে উপশম হয়– (নাড়ীর স্থানে)– Colocynth.
সমস্ত পেট ব্যথায় চাপ দেয়া অপেক্ষা তাপে উপশম বেশি হয়– Mag. Phos.

৪. স্নায়বিক অস্থিরতা বিছানায় বিশ্রামে বৃদ্ধি কিন্তু বিছানার গরমে উপশম Ars. Alb.
কিন্তু বিছানার গরমে বৃদ্ধি আর বিছানায় বিশ্রামে উপশম– Merc Sol.

৫. বমি হয়ে গেলে কিছু সময় বমি বমি ভাব থাকে না– Antim Tart.
বমির আগে-পরে সমানভাবে বমির ভাব থাকলে– Ipecac.


www.pathagar.com

৬. ফুসফুসের দোষে অবস্থা শিথিল ও চরমাবস্থা ধীরে ধীরে আসে– Antim Tart.

কিন্তু ফুসফুসের দোষে অবস্থা উত্তেজিত এবং চরমাবস্থা কয়েক দিনের মধ্যেই উপস্থিত হয়– Ipecac.

৭. হৃদরোগে ডান পাশে শয়নে উপশম হয়– Phos.

হৃদরোগে বাম পাশে শয়নে উপশম– Argent Nit অদ্বিতীয়।

৮. পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ হলে– Phos.

পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ হলে– Argent Nit.

৯. আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যে তৃপ্তি আসে– Puls.

আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যে অতৃপ্ত হয়– Argent Nit.

আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যে বৃদ্ধি পায়– Tuberculinum Bov.

১০. কোন রোগের সাথে চর্মরোগের প্রবণতা থাকলে– Bryonia.

কোন রোগের সাথে চর্মরোগের প্রবণতা না থাকলে– Puls.

১১. বেলা ৯/১০টার সময় ক্ষুধার্ত, পেট খালি বোধ, তা আহারে উপশম হয়– Natrum Carb.

আহারের পরও পেট খালি বোধ থেকেই যায়– Sepea.

১২. প্রথম হতেই শাঁইশাঁই ও ঘড়ঘড়ে শব্দ শোনা যায় এবং কাশ তুলতে পারে– Ipecac.

অনেকদিন পর মোটা ঘড়ঘড়ে শব্দ শোনা যায় এবং কাশ তুলতে পারে না– Antim Tart.

১৩. দুর্বলতাসহ বৃদ্ধদের গায়ে সাদা রঙের ক্ষত থাকলে– Antim Tart.

বৃদ্ধদের গায়ে হলদে ও পুঁজমিশ্রিত ক্ষত থাকলে– Ammon. Gumi.

১৪. শিশু কী চায় বুঝা যায় না, কিছু দিলেও ফেলে দেয়, কেবল কোলে নিয়ে দোল দিলে একটু শান্ত হয়, কিন্তু এক কোলে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না, ঠাণ্ডা ও টক-পানীয় পছন্দ– Chamo.

রাক্ষুসে ক্ষুধা, খাবার না পেলে প্যানপ্যান করে, চব্বিশ ঘণ্টাই খাবার চায়, খাবার পেলেই শান্ত– Cina.


www.pathagar.com

১৫. ভাবে, 'যদি' কোন অঘটন ঘটে যায় তাই ভয় ও উৎকণ্ঠায় থাকে– Argent Nit.
বিষণ্নতাসহ দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে ভাব থাকে– Causticum.

১৬. 'জরায়ু বের হয়ে যাবে' এরূপ ভাবসহ কামোন্মত্ততা থাকলে– Murex/ Lilium Tig.
আর কর্মহীন হলে– Sepea.

১৭. মোটাসোটা শীতকাতর কিন্তু মুক্ত বায়ুর অভিলাসী– Cal. Carb.
মোটাসোটা শীতকাতর কিন্তু মুক্ত বায়ু অসহ্য– Cyclamen.

১৮. রক্ত সঞ্চালন যত বৃদ্ধি উত্তেজনা তত বৃদ্ধি– Belledona.

১৯. অতি শীতকাতরতাসহ নিদ্রালু স্বভাব কিন্তু ঘুমালে বৃদ্ধি পায়– Ammon Carb.
গরমকাতরতাসহ তন্দ্রালু ভাব– Apis Mel.
অতিরিক্ত গরমকাতরতাসহ ঘুমের আগমনে ও ঘুম ভাঙলে বৃদ্ধি, দূর হতে বাতাস পেতে চায় কারণ চোখে মুখে বাতাস লাগলে দম বন্ধ হয়ে আসে– Lachesis.

২০. ঘাম ও মল অম্ল-পচা গন্ধসহ সারা মাথায় ঘাম, রোগী শীর্ণ– Silicea.
ঘাম তৈলাক্ত ও চটচটে– Merc Sol.

২১. দন্তমূল ঠিক থাকে কিন্তু মুকুট ক্ষয়ে যায়– Merc Sol.
দন্তমূল ক্ষয় হয় কিন্তু মুকুট ঠিক থাকে– Mezerium.

২২. কান্নায় দুঃখ প্রকাশ পায়– Puls.
কান্নায় ক্রোধ প্রকাশ পায়- Silicea.

২৩. রোগের কথা ভাবলেই রোগ বৃদ্ধি– Medo/ Cal. Phos.
ব্যথার কথা ভাবলেই ব্যথা চলে যায়– Camphor.
জ্বর বিকাল ৪-৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়– Heleborus.

২৪. রোগ বিকাল ৪-৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়– Lyco.
বিকাল ৪-৬ পর্যন্ত রোগী অস্থির ও উদ্বিগ্ন থাকে– Carbo Veg.
বিকাল ৪-৮টা সর্দি বৃদ্ধি পায়– Asafoetida.

২৫. স্বপ্নে কাল বিড়াল দেখে– Dafina Indica.
স্বপ্নে ইঁদুর দেখে– Colchicum.


www.pathagar.com

২৬. দেহ বা কোন অঙ্গ বড় হয়েছে বলে মনে হয়– Argent Nit.
মাথা বড় হয়েছে বোধ হলে– Bovista/ Ars. Met.
মাথাটি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বোধ হলে– Daina Inadica.

২৭. স্কুলগামীদের মাথা ব্যথা সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হলে– N. Mur.
স্কুলগামীদের মাথা ব্যথা সূর্যের সাথে সম্পর্কিত নয়– Cal. Phos.

২৮. জ্বালায় গরম চায় অর্থাৎ উত্তাপে উপশম হয়– Ars. Alb.
জ্বালায় ঠাণ্ডা চায় অর্থাৎ ঠাণ্ডায় উপশম হয়– Ars Sulph Ruba.

২৯. বকা বা ধমক দিলে কেঁদে ফেলে– Puls.
বকা বা ধমক দিলে হেসে দেয়– Graphitis.
বকা বা ধমক দিলে রেগে যায়– Silicea/ Apis Mel.

৩০. খিঁচে ধরা ব্যথা উত্তাপে উপশম হয়– Mag. Phos.
জ্বালা-যন্ত্রণা গরমে উপশম– Ars Alb.

৩১. সকল স্রাব সাদা হলে– Kali Mur.
সকল স্রাব কাল হলে– Elaps.
সকল স্রাব হলদে হলে– Alumen.
সকল স্রাব মাংসপচা দুর্গন্ধযুক্ত হলে– Psorinum.

৩২. জোরে পাখার বাতাস খেতে চায়– Carbo Veg.
দূর হতে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস পেতে চায়– Lachesis.

৩৩. চোখের মণি নীল বর্ণের হলে– Bromium.
চোখের মনি কাল বর্ণের হলে– Iodium.

৩৪. ত্বক ও মাংসপেশী কঠিন হলে– Acid Nit.
ত্বক ও মাংসপেশী শিথিল হলে– Merc Sol.

৩৫. প্রস্রাব কম, পিপাসাও থাকে না, আচ্ছাদন লাথি মেরে ফেলে দেয়– Apis Mel.
প্রস্রাব কম কিন্তু আগ্রহের সাথে পানি পান করে– Heleborus.

৩৬. পায়ের তলায় কিছু ফুটে গেলে ঐ স্থান গরমে উপশম হয়– Hypericum এবং পায়ের তলায় কিছু ফুটে গেলে ঐ স্থান ঠাণ্ডায় উপশম হয়– Leadum Pal.


www.pathagar.com

৩৭. হঠাৎ রোগের প্রচণ্ডতা– Belledona.
হঠাৎ রোগের আবির্ভাব– Aconite Nap.

৩৮. শারীরিক অস্থিরতায়– Rhus Tox.
মানসিক অস্থিরতায়– Ars. Alb.

৩৯. প্রান্তদেশসমূহ বরফের মত ঠাণ্ডা– Carbo Veg.
প্রান্তদেশসমূহ গরম– Sulphur.

৪০. গরমকাতর কিন্তু গোসল অপছন্দনীয়– Sulphur.
শীতকাতর কিন্তু গোসল পছন্দনীয়– Psorinum.

## জ. শত্রু ওষুধ ও বন্ধু ওষুধ

১. Apis Mel ও Rhus Tox, Cal. Carb ও Bryonia ইত্যাদি একটি অপরটির আগে-পিছে প্রয়োগে শত্রুর মত কাজ করে অর্থাৎ ক্ষতি করে বিধায় এগুলো একটি অপরটির শত্রু ওষুধ।

২. Rhus ও Arnica, Arnica Hypericum, Medo ও Thuja, China ও Acid Phos ইত্যাদি একটি অপরটির বন্ধুভাবাপন্ন অর্থাৎ ক্রিয়ার সহায়ক বিধায় এগুলো একটি অপরটির বন্ধু ওষুধ।

## ঝ. ওষুধের ক্রিয়া বৃদ্ধিকারী বা নষ্টকারী খাদ্য বা ওষুধ

১. Podophylum-এর ক্রিয়া মিষ্টিতে বৃদ্ধি করে আর লবণ অপথ্য হিসাবে কাজ করে।

২. মদ Graphitis-এর ক্রিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়।

৩. Camphor অনেক ওষুধের ক্রিয়া ধ্বংস করে।

## ঞ. হোমিও ওষুধের শক্তি বিভিন্নতার প্রয়োজনীয়তা

**স্মরণযোগ্য :**

১. হোমিও চিকিৎসা লক্ষণসমষ্টির উপর নির্ভরশীল। হোমিওপ্যাথিতে Pathological পরীক্ষার মূল্য গৌণ।

২. তাছাড়া ওষুধের শক্তির প্রকারভেদে অনুসরণও আবশ্যক। বিভিন্ন লক্ষণে বিভিন্ন শক্তির ওষুধ প্রয়োজন। যেমন পেট ব্যথায় Lyco 6 ও জ্বরে Aco 200 উত্তম ফল দেয়।


www.pathagar.com

৩. Glonion 1x এক ফোঁটা জিহ্বায় দিলেই সহসা জ্ঞানহারা হয়ে যায়।

৪. Nosodes ওষুধ সঠিক প্রয়োগে মন্ত্রের মত কাজ হয়। কিন্তু নির্বাচন সঠিক না হলে অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। হৃদরোগে Crategus Q উত্তম কাজ করে।

## ট. শক্তির প্রকার ভেদের প্রয়োজনীয়তা

১ ক. Hydrophobinum/ Acid Nit/ Ars. Alb 1m শক্তি ভাল কাজ করে।

খ. টিউমারে Medo ও Thuja CM শক্তি অমোঘ।

২. X-Ray 12 শক্তি প্রয়োগে গনোরিয়ার লুপ্ত স্রাব প্রকাশ পায়।

৩. বংশানুক্রমে প্রাপ্ত রোগে মাসান্তর উচ্চশক্তি থেকে উচ্চতর শক্তির ওষুধ কমপক্ষে তিন মাস প্রয়োগ প্রযোজ্য।

৪. হৃদরোগে Veratrum Viridi নিম্নশক্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং উচ্চশক্তি তিন মাত্রার অধিক প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

৫. Diptherinium 30 শক্তির নিচে এবং এক মাত্রার বেশি প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

৬. Carbo Veg. 30 শক্তির নিচে ব্যবহার অনুপযোগী।

৭. Bacilinum-এর উচ্চশক্তির ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পায়।

৮. Psorinum-এর ক্রিয়া সাত দিনের কম সময়ে প্রকাশ পায় না।

৯. Bufo Rana M শক্তির নীচে ভাল কাজ করে না।

**স্মরণযোগ্য : রমণী ও শিশুর ওষুধের শক্তি আলোচনা**

১ ক. পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, Bell 6 প্রয়োগে মাথা ব্যথা বৃদ্ধি পায়, তাই মাথা ব্যথায় Bell 6 প্রযোজ্য।

খ. জ্বরের জন্য Bell-200.

২ ক. পাকস্থলীর জন্য Lyco-6.

খ. যৌন অক্ষমতার জন্য Lyco M.

৩. অন্ত্রের অসুস্থতার জন্য Ars. Alb. 3.


www.pathagar.com

৪ ক. রোগের বৃদ্ধি এড়াতে এবং দ্রুত আরোগ্যের জন্য 50M পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

খ. 50M পদ্ধতিতে নতুন রোগে নিম্নশক্তি যেমন, M/1-5 শক্তি এবং পুরাতন রোগে M/10-30 শক্তি ব্যবহারযোগ্য।

গ. গভীর ও দীর্ঘক্রিয়াসম্পন্ন ওষুধ উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ ভাল।

৫. সঠিক নির্বাচিত ওষুধে কাজ না হলে এর উচ্চশক্তি প্রযোজ্য।

৬ ক. Pathological পরিবর্তন ঘটলে নিম্নশক্তি M/1—M/5.

খ. Functional disorder হলে মধ্যমশক্তি M/10—M/20 প্রযোজ্য।

গ. মানসিক রোগ লক্ষণে 200—CM, M/30—M/50 প্রযোজ্য।

ঘ. দেহের মূল্যবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হলে নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

৭ ক. রোগের লক্ষণ ওষুধের লক্ষণ পূর্ণভাবে মিল হলে উচ্চতম শক্তি (CM) প্রযোজ্য।

খ. অগভীর ওষুধ নিম্নশক্তিতে ব্যবহৃত বাঞ্ছনীয়।

৮. **কোন ওষুধ প্রয়োগে রোগের উন্নতি হয়ে পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে উচ্চশক্তি দেয়।**

৯ ক. পুরাতন রোগে সংবেদনশীল রোগী, যেমন স্ত্রীলোক ও শিশুদের ক্ষেত্রে 200-10M দেয়া যেতে পারে।

খ. পুরাতন রোগে সংবেদনশীল নয় এমন ব্যক্তির জন্য 10M—CM প্রযোজ্য।

১০ ক. অগভীর স্তরে কাজ করে এমন প্রকৃতির ওষুধ নিম্নশক্তিতে ভাল কাজ করে কিন্তু গভীর ওষুধ উচ্চশক্তি দেয়া যেতে পারে।

খ. নতুন রোগে M—10M অত্যন্ত জরুরি (অল্প ক্রিয়াশীল ওষুধের ক্ষেত্রে), কিন্তু গভীর ওষুধ হলে উচ্চশক্তি ব্যবহার বিপদজনক।

১১. সংবেদনশীল রোগীদের পুরাতন রোগে 30 ও 200 শক্তি প্রয়োগে কিছুটা সুস্থ করে নিয়ে পরবর্তীতে উচ্চশক্তি (M—CM) ব্যবহার যোগ্য।

১২. কোন Chronic রোগের বৃদ্ধি ঘটানোর আশংকা থাকলে নিম্ন বা মধ্যম শক্তি দেয়া যেতে পারে।


www.pathagar.com

১৩ ক. পুরাতন রোগে 1M শক্তি হতে শুরু করা ভাল।

খ. Acute disease-এ 200 শক্তি হতে শুরু করতে হয়।

১৪. নির্বাচিত ওষুধের সর্বশেষ শক্তি ব্যবহারের পরও যদি একই ওষুধ নির্দেশিত হয় তবে পুনরায় 200 শক্তি থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তি ব্যবহার করতে হবে।

১৫ ক. পুরাতন রোগে উচ্চশক্তি ব্যবহারে হৃতবল ফিরে পায়।

খ. পুরাতন রোগে উচ্চশক্তি ব্যবহারে কখনও Posra-এর প্রকাশ ঘটে।

১৬. **কোন উচ্চশক্তি প্রয়োগের পর কোন নতুন রোগ দেখা দিলে নিম্নশক্তি ব্যবহৃত ওষুধে উচ্চশক্তির ব্যবহৃত ওষুধের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে না।**

১৭. **অলস ব্যক্তিদের নিম্নশক্তি হোক বা উচ্চশক্তি হোক, তা ঘন ঘন ব্যবহার প্রযোজ্য। কিন্তু দুর্বল হলে উচ্চশক্তি সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রযোজ্য।**

১৮. **যারা অভ্যাসগতভাবে স্থূল মাত্রায় বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করে তাদের বেলায় উচ্চশক্তি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু Antidote কম শক্তি প্রয়োগ প্রযোজ্য।**

১৯. পুরাতন রোগে নিম্নে লিখিত ওষুধগুলো 30 শক্তি ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটে না। যেমন Kali Carb, Lachesis.

২০. যেসব ব্যক্তি আমোদ-প্রমোদ বা দীর্ঘ ঘুমের মাধ্যমে অলস জীবন যাপন করে বা মেয়েলী জীবন যাপনে অভ্যস্ত তাদের বেলায় উচ্চশক্তি প্রযোজ্য।

২১. পুরাতন রোগে যখন চারিত্রিক লক্ষণ পাওয়া যায় না কেবল Pathological লক্ষণ দেখা যায় সেক্ষেত্রে নিম্নশক্তি, যেমন 30 হতে শুরু করে উচ্চশক্তিতে যেতে হয়।

২২. পরিপূর্ণ বা পুরাতন রোগে Characteristics বা Keynote লক্ষণে একটিমাত্র ওষুধ নির্বাচিত হয় তখন 200 বা M হতে শুরু করতে হয়।

সিফিলিস ও সাইকোসিস Miasm রোগী চিকিৎসার প্রারম্ভে এক মাত্রা উচ্চশক্তির Sulphur দেয়া আবশ্যক।


www.pathagar.com

২৩. হুপিং কাশিতে Drosera 30 দ্বিতীয় মাত্রা নির্দিষ্ট। তাই এর 1X শক্তি বারবার দেয়া যেতে পারে।

## ঠ. পীড়া আক্রমণের কাল

১. গ্রীষ্মকালে কোন পীড়ার উৎপত্তি হলে– Kali Bi.
২. শীতকালে কোন পীড়ার উৎপত্তি হলে– Petrolium.
৩. প্রতি বছর শীতকালে পাঁচড়া হলে– Aloe.
৪. প্রতি বছর একই সময়ে প্রত্যাবর্তনকারী রোগ হলে– Ars. Alb.
৫. নিয়মিত সময় অন্তর, যেমন সপ্তাহ, পক্ষ বা মাসান্তরে রোগাক্রমণ দেখা দিলে– Ars. Iod.
৬. গ্রীষ্মকালে ফুসফুসের রোগ বৃদ্ধি পেলে– Tuberculinum Bov.

## ড. পীড়া আক্রমণের পরিবেশ

১. ঝড়-বৃষ্টি ও মেঘমালা সৃষ্টির ২/১ দিন পূর্ব হতে রোগের আক্রমণ শুরু হলে– Psorinum.
২. পড়াশোনাকালে যে কোন রোগের বৃদ্ধি হলে– Natrum Mur.
৩. স্যাঁতস্যাঁতে স্থান বা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় সৃষ্ট রোগে– Natrum Sulph.
৪. ফুসফুসের রোগ আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেলে– Bacilinum.
৫. পাহাড়ী বা পার্বত্য অঞ্চলে রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পায় কিন্তু সমুদ্রে বা সমুদ্র উপকূলে রোগের উপশম হলে– Medo.
৬. সমুদ্র উপকূলে উপসর্গ বৃদ্ধি হলে– Natrum Mur.

## ঢ. ওষুধের সেবন বিধি-পদ্ধতি

১. Guicum Q পানির সাথে ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাই Sugar of milk -এর সাথে সেব্য।
২. Acid Nit/ Ars Iod-এর শক্তিকৃত ওষুধ পানিসহ সেবন নিষিদ্ধ।
৩. Veratrum Viridi নিম্নশক্তি অধিক মাত্রা ব্যবহারে হৃদ পিণ্ডের ক্রিয়া নাশ হয়। তাই যে কোন শক্তির তিন মাত্রার বেশি সেবন নিষিদ্ধ।


www.pathagar.com

৪. Zincum Met প্রয়োগের ২৪/৩৬/৪৮ ঘণ্টা পর আক্ষেপসহ প্রচণ্ড ঘাম, ভীতিজনক প্রচুর ভেদ বা বমির প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে যে কোন ওষুধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কারণ এটা উক্ত ওষুধের বৃদ্ধি যা আপনা-আপনি উপশম হয়ে রোগটি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়; কিন্তু অন্য কোন ওষুধ বা উক্ত ওষুধের পুনঃপ্রয়োগ বা ক্রিয়া ধ্বংসকারী ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগীর ধ্বংস অনিবার্য।

৫. Bromium শীঘ্র নষ্ট হয়, তাই সদ্য প্রস্তুত করে সেবন করা উচিৎ।

## ণ. পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত ওষুধাদি

১. স্মরণযোগ্য ঃ তরুণ রোগে পরস্পর অনুপূরক দুটি ওষুধ পর্যায়ক্রমে দেয়া যেতে পারে। যেমন মলমূত্রের সঙ্গে মণি নির্গমনে Acid phos ও China 30/200 শক্তি পর্যায়ক্রমে অনুপূর্বক হিসেবে প্রযোজ্য, আবার (খ) কলেরায় Cuprum Met ও Veratrum Viridi পর্যায়ক্রমে দেয়া যেতে পারে।

২. যেসব ক্ষেত্রে যেসব ওষুধ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে–

ক. কোষ্ঠবদ্ধতা ও ডাইরিয়ায়– N. Vom/ Manganum.

খ. মাথা ব্যথা ও ডাইরিয়ায়– Podo.

গ. মাথা ব্যথা ও যকৃত দোষ হলে- Podo.

ঘ. মাথা ব্যথা ও কোমরে ব্যথা হলে- Aloe

ঙ. শোথ ও ডাইরিয়া হলে- Apocynum.

চ. বাত ও রক্তামাশা হলে- Kali Bi.

ছ. কাশি ও মাথা ব্যথা- Aloe.

জ. বাত ও সর্দি- Kali Bi.

ঝ. বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে- কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ায়– Antim Crude.

ঞ. যে নিজেকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ভাবে তার মেরুদণ্ড ব্যথায়– Platina.

চ. মাথা ব্যথা ও গেঁটে বাতে– Arsenic Album.

## ত. চেহারা পরীক্ষায় রোগ নির্ণয়

১. মুখমণ্ডল লালচে হয়ে যাওয়া– জ্বরের লক্ষণ।

২. মুখমণ্ডল বিবর্ণ বা সাদা হয়ে যাওয়া– রক্তহীনতার লক্ষণ।

৩. মুখমণ্ডল স্ফীত দেখালে– মূত্ররোগের নির্দেশ করে।


www.pathagar.com

৪. মুখমণ্ডল নীল বর্ণ হলে– হৃদরোগ নির্দেশ করে।
৫. মুখমণ্ডল হলুদ বর্ণ হলে– জন্ডিস রোগ নির্দেশ করে।
৬. মুখমণ্ডল উদ্বিগ্ন দেখালে– হৃদরোগ বা উদর সংক্রান্ত রোগ নির্দেশ করে।

## থ. অবয়ব পরীক্ষায় ওষুধ নির্বাচন

১. মোটা থলথলে চেহারার লোক ডিম সিদ্ধ খেতে পছন্দ করলে– Cal. Carb.
২. লম্বা পাতলা পটলচেরা চোখ, কাল লম্বা চুলবিশিষ্ট সুন্দরী রমণীর জন্য– Phosphorous.
৩. লম্বা পাতলা রমণীর নিতম্ব সরু হলে– Sepea.
৪. মোটা স্বাস্থ্য ভাল ও মাংসপেশী শক্ত হলে– Graphitis.
৫. শীর্ণকায় শিশুর জন্য– Cal. Phos/ Silicea.
৬. শিশুর পেট উঁচু ও মাথা মোটা হলে– Silicea.
৭. রোগা, পাতলা, একহারা হলে– Kreosote.
৮. যুবক-যুবতীকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মত দেখালে– Acid Fluor.
৯. শিশুদের বুড়োর মত দেখালে– Argent Nit.
১০. পাতলা ও বুক সরু দেখালে– Tuberculinum.

## দ. একই ওষুধের বিপরীতমুখী ক্রিয়া

১. Sepea-এর বিভিন্ন বিপরীতমুখী লক্ষণসমূহ :
ক. যখন হাতের তালু গরম থাকে তখন পায়ের তালু ঠাণ্ডা, আবার যখন হাতের তালু ঠাণ্ডা থাকে তখন পায়ের তালু গরম।
খ. গোসলে আগ্রহ কিন্তু গোসল করলে সহ্য হয় না।
গ. সর্দি অথচ স্রাবের অভাব।
ঘ. মলবেগ হয় কিন্তু মল নিঃসরণ হয় না।
ঙ. রমণী সন্তান সম্ভাবনা কিন্তু প্রসবকালে সন্তানের পরিবর্তে কেবল রক্ত নিঃসরণ হয়।
চ. কখনও সঙ্গ চায়, কখন নিঃসঙ্গ থাকতে চায়।
ছ. সন্তান চায় কিন্তু কামহীনতা।


www.pathagar.com

২. Secale Cor/Medo : শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু অভ্যন্তরে গরম বোধ।
৩. দেহ জ্বর থাকার ন্যায় গরম কিন্তু তা জ্বর নয়।

## ধ. জিহ্বার বর্ণ কী নির্দেশ করে

১. জিহ্বা নীল রঙের হলে রক্ত চলাচল ব্যাহত বুঝায়।
২. জিহ্বা কাল রঙের হলে জন্ডিস রোগ নির্দেশ করে।
৩. জিহ্বা লাল রঙের হলে পাকস্থলীর গোলমাল নির্দেশ করে।
৪. জিহ্বা হলদে হলে পিত্তদোষ নির্দেশ করে।
৫. জিহ্বার কিনারা কালচে, মধ্যভাগ ময়লাযুক্ত হলে টাইফয়েড নির্দেশ করে।
৬. জিহ্বা একদিকে কাত হয়ে পড়ে থাকলে স্নায়বিক সমস্যা বোঝায়।
৭. জিহ্বা শুকনো থাকলে জ্বরের লক্ষণ।
৮. জিহ্বা অগ্রভাগ শুকনো থাকে পিত্তজ্বরে।
৯. জিহ্বা সাদা লেপাবৃত— কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ।
১০. বসন্ত ও আমাশয় রোগে জিহ্বা কাল— মৃত্যু আসন্ন নির্দেশ করে।
১১. জিহ্বায় ঘা ভিটামিনের অভাব নির্দেশ করে।
১২. জিহ্বার রং ফ্যাকাসে— রক্তহীনতা নির্দেশ করে।

## ন. জিহ্বার বিভিন্নতায় ওষুধ নির্দেশক

১. জিহ্বা, সাদা পুরু প্রলেপ জমলে– Antim Crude.
২. জিহ্বার কিনারা লাল ও মধ্যভাগ সাদা প্রলেপযুক্ত হলে– Antim Tart.
৩. জিহ্বার অগ্রভাগ ও ডগা লাল আর মধ্যভাগ সাদা ময়লাযুক্ত হলে– Sulphur.
৪. জিহ্বার অগ্রভাগ লাল ত্রিভুজাকৃতির হলে– Rhus Tox.
৫. জিহ্বার কিনারা লাল ও ফাটাফাটা হলে– Lachesis.
৬. জিহ্বার পিছন দিক এক-চতুর্থাংশ ময়লাযুক্ত, বাকি অংশ পরিষ্কার হলে– Kali Mur.
৭. জিহ্বার ডগা ও কিনারা লালচে কিন্তু গোড়ায় পুরু হলদে কোটিং থাকলে– M.Sol.


www.pathagar.com

৮. জিহ্বা পরিষ্কার বা প্রায়ই পরিষ্কার থাকলে– Ipecac.
৯. জিহ্বা বুদবুদে আবৃত বা মানচিত্রের মত হলে– Natrum Mur.
১০. জিহ্বার ঠিক মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে একটি সরু লাল দাগ থাকলে– Veratrum.Viridi
১১. জিহ্বার অগ্রভাগ ও কিনারা লাল, বাকী অংশ ময়লাযুক্ত থাকলে– Ocimum Sanctum.
১২. জিহ্বার ডগা সামান্য লাল আর বাকি অংশ সাদা ময়লাযুক্ত থাকলে– Kalmegh.
১৩. জিহ্বার ডগা লাল ও বাকি অংশ কণ্টকাকীর্ণ ও ব্যথাযুক্ত হলে– Acid Nit.
১৪. জিহ্বার প্রথম অংশ পরিষ্কার আর পিছনের অংশ কণ্টকাকীর্ণ হলে– Nux Vom.
১৫. জিহ্বার কিনারা লাল ও মধ্যভাগ হলদে প্রলেপযুক্ত হলে– Heleborons.
১৬. জিহ্বা বার্নিশ করার ন্যায় লাল হলে– Pyrogen.
১৭. জিহ্বা রক্তবর্ণ হলে– Phosphorous.
১৮. জিহ্বা চকচকে লাল যেন একটি প্যাপিলিও নেই– Teribinthina.
১৯. জিহ্বা শুকনো ও পিপাসার্ত মনে হলে– Bryo.
২০. জিহ্বা শুকনো কিন্তু পিপাসাহীনতার ভাব হলে– Puls.
২১. জিহ্বা সরস কিন্তু খুব পিপাসা লাগলে– M.Sol.
২২. জিহ্বা শীতল ও ব্যথাযুক্ত তাই, নড়াতে পারে না– Acid Hydro.
২৩. জিহ্বা কম্পমান– Apis Mel.
২৪. জিহ্বা থলথলে দাঁতের ছাপযুক্ত ও ভিজা কিন্তু পিপাসার্ত– M.Sol.
২৫. ঘুমন্ত অবস্থায় জিহ্বার ডগা কামড়িয়ে ফেললে– Theridion.
২৬. মনে হয় জিহ্বায় যেন চুল জড়িয়ে আছে– N. Mur/Thuja.
২৭. প্রশস্ত শিথিল জিহ্বা– Cascara Sag.
২৮. জিহ্বা বেরিয়ে আসলে তার ভিতরে ঢোকে না– Lyco.
২৯. জিহ্বার ডগায় চুল ছড়িয়ে থাকার অনুভূতি হলে– Silicea.
৩০. জিহ্বা ফাটাফাটা ও শক্ত হলে– Cal. Fluor.
৩১. জিহ্বা বিস্বাদ ও জিহ্বা সাদা লোমাবৃত মনে হলে– Myrica.


www.pathagar.com

### প. জিহ্বার বিভিন্ন স্বাদে নির্দেশিত ওষুধ

১. জিহ্বায় মিষ্ট স্বাদ– Merc Bhai/M.Sol.
২. জিহ্বার স্বাদ তিতা– Colocynth/Aco.
৩. জিহ্বার স্বাদ লবণাক্ত– China/Stannum.
৪. জিহ্বার স্বাদ টক– Robinia/Cal. Carb/Puls.
৫. জিহ্বায় পানি ঝাল ঝাল লাগে– Borax.
৬. জিহ্বার স্বাদ পুঁজের ন্যায়– Pyrogen.
৭. খাদ্যবস্তুর স্বাদ লবণপোড়া মনে হয়– China.
৮. মাটী সাদাসহ স্বাদ পাংশে– Staphy.

## জিহ্বায় ক্ষত

১. জিহ্বার আগায় ও তলায় ফোস্কা– Graphitis.
২. জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কা– Lyco.
৩. জিহ্বায় সাদা বা হলদে ক্ষত– Carbo Veg.
৪. জিহ্বা বার মাস ক্ষতযুক্ত– Cal. Phos. 6x.
৫. জিহ্বার ব্যথা ও ঠোঁটে ক্ষত– Kali Bi.
৬. ঠোঁটের দুই কোণে ব্যথাহীন সাদাটে ক্ষত– Acid Nit.
৭. নীচের ঠোঁটের মাঝে ব্যথাহীন ফাটা– Natrum. Mur.

## মানসিক লক্ষণ

### ক. মানসিক অবস্থা

১. যে কোন রোগ ব্যথাহীন, যাতনাহীন, রোগী বলে— আমি ভাল আছি– Opium.
২. রোগ যত কঠিনই হোক, রোগীর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না অর্থাৎ রোগ কঠিন হলেও রোগী বিব্রত বোধ করে না– Acid Phos.
৩. রোগী মনে করে তার মৃত্যু হয়েছে এবং দাফন করার প্রস্তুতি চলছে– Lachesis.


www.pathagar.com

৪. রোগী একেবারেই স্থির থাকতে পারে না– Tarentula Cubens/ Apis Mel.
৫. মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছাসহ মেধা কমে যায়, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়, সব বিষয়ে গোলমাল হয়ে ভুল হয়, পড়াশোনার সময় লক্ষণ বৃদ্ধি– Natrum Mur.
৬. অসুস্থ না হয়েও অসুস্থতার ভান করে– Tarentula Hispania.
৭. ধারাল অস্ত্র বা রক্ত দেখে ভয় পায় বা আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে– Alumina.

## খ. হিংসাপরায়ণ

১. কারো ভাল সহ্য করতে পারে না– তাই কারো সর্বনাশ সাধনে নিজের সর্বস্ব হারাতেও কুণ্ঠিত হয় না– Lachesis.
২. নিজেকে শ্রেষ্ঠ আর অপরকে হীন মনে করে– Platina.
৩. চায় অপর শত্রু দ্বারা তার প্রতিপক্ষের শাস্তি হোক– Staphy.
৪. প্রতিশোধের ভীষণ বাসনা থাকলেও দুর্বলতার জন্য পারে না, তাই চায় অপর পক্ষ কর্তৃক শাস্তি পাক– Acid Nit.
৫. হিংসায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে কিন্তু ক্ষতির ইচ্ছা থাকে না– Psorinum.

## গ. কল্পনা

১. যে কোন দাগসমূহকে ছবির কল্পনা করে– Medo.
২. কাল্পনিক প্রাণির ছবি দেখে– Arsenic Album.
৩. একা কাজবিহীন অবস্থায় কাল্পনিক চিন্তায় মগ্ন থাকে– Laccan.
৪. কাল্পনিক সাপের ভয় বা কাল্পনিক সর্প দংশন– Laccan.
৫. কল্পিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ– Cyclamen European.
৬. অসঙ্গত অভিপ্রায় মনে লুক্কায়িত থাকে– Argent Nit.

## ঘ. সন্দেহপ্রবণ

১. কেউ চুপি চুপি কথা বললে ভাবে, তার সম্বন্ধে কিছু বলছে– Lachesis.
২. দূরে দুজন কথা বললে ভাবে, তার নিন্দা করছে– Hyo.


www.pathagar.com

৩. সবাইকে সন্দেহ করে– Hyo.
৪. পরিজনেরা দূরে কোন আলাপ করলেও ভাবে, তার সম্বন্ধে কিছু বলছে– Lachesis.
৫. স্বামীর নৈতিক চরিত্রে স্ত্রীর অতিরিক্ত সন্দেহ থাকে– Hyo.
৬. খাবার খেতে গিয়ে সন্দেহ হয় যে, তাতে সাপে মুখ দিয়েছে– Sepea.
৭. সব সময় সন্দেহ করে যে, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে– Argent Nit.
৮. সন্দেহ পোষণ করে যে, তার দুর্ঘটনা ঘটবেই– Causticum.
৯. অহেতুক অমঙ্গলের আশঙ্কা– Graphitis.
১০. অধিক লাভ হলেও দরিদ্র হওয়ার ভয় করে– Psorinum.
১১. বাড়ি হতে অন্যত্র যেতে খুব ভয় পায়– Silicea.
১২. নিজের মন্দ দিক ভাবে– Causticum.

## ঙ. মন খারাপ

১. সার্বক্ষণিক চেহারায় বিরক্তির ছাপ প্রস্ফুটিত– Tuberculinum Bov.
২. ঝড়-বৃষ্টির সময় উদ্বেগ প্রকাশ করে– Phosphorus.
৩. দৈহিক অসুস্থতার জন্য মন খারাপ– Causticum.
৪. মনের দুঃখ প্রকাশ করে না– Ignatia.

## চ. খারাপ ব্যবহার

১. মালিকের ব্যবহারে মেয়েদের বাড়িতে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে– Lachesis.
২. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিশতে চায় না– Sabina.
৩. ডাক্তারকে বলে, আপনি যেতে পারেন, আমার কিছুই হয়নি– Arnica Mont.
৪. প্রসূতি অবস্থায় ডাক্তার বা নার্সদেরও গালি দেয়– Chamo.
৫. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অপছন্দনীয়– Sepea.
৬. কথায় কথায় মুখভার, কোন কারণ ছাড়াই মন খারাপ থেকেই যায়– Natrum Mur.
৭. প্রতারণা করার প্রবল ইচ্ছা, সেই সাথে শীতকাতর– Plumbum Met.


www.pathagar.com

৮. সামান্য কারণে পরিবারের লোকজনকে গালি গালাজ করে, পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করে– Kali Iodatum.
৯. নিজেকে শ্রেষ্ঠ আর অপরকে হীন মনে করে– Platina.

## ছ. মন্দ কাজে আসক্তি

১. ঘুষ নেয়ার প্রবণতা– Lyco/ Arsenic Album.
২. খুব অর্থলোভী– Lyco/Ars. Alb.
৩. কখনও সত্য কথা বলে না, সব সময় মিথ্যা কথা বলে– Opium.
৪. সব সময় পরের দোষ খুঁজে বেড়ায়– Veratrum Album/ Cyclamen/ Helonius.
৫. একরোখা– Veratrum Album/ Cyclamen.
৬. সকলকে চুম্বন করতে চায়– Ignatia.
৭. ঝগড়া করার প্রবৃত্তি– Naturm Sulph.
৮. স্বার্থপর– Puls/ Sulph.
৯. নারী অশালীন পোশাক পরে– Phytolacca.
১০. শ্রমকাতর অর্থাৎ কাজে ফাঁকি দেয়া স্বভাব এবং নিজের পক্ষে জোরাল যুক্তি দেখায়– Phytolacca.
১১. সব সময় মেয়েদের সঙ্গ চায়– Staphy.
১২. লম্পট, মনে সব সময় মেয়েদের চিন্তা, সম্পর্কের ভেদাভেদ ছাড়াই মন আকৃষ্ট হয়, কারো প্রতি আকর্ষণ চেপে রাখে কিন্তু অন্তর জ্বলে, খুব গোপনে যৌন সম্ভোগ করতে চায়– কারণ মান-ইজ্জত হারানোর ভয় করে– Staphy.
১৩. খুব মিতব্যয়ী বা কৃপণ– Acid Fluor/ Lyco.

## জ. ক্রোধ বা রাগ

১. এত রাগী যে, নিজের বা অপরের সামান্য ত্রুটিও সহ্য হয় না, কোথাও পরনের কিছু বেঁধে গেলে তা না ছাড়িয়ে জোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে বা কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পাদিত না হলে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়– Staphysagria.
২. অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেও ক্ষতির বাসনা থাকে না– Psorinum.
৩. সবচেয়ে রাগী কিন্তু নিজে প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম– Acid Nit.


www.pathagar.com

৪. রাগী ব্যক্তি চায়, প্রতিপক্ষ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা শাস্তি পাক– Staphysagria.
৫. রাগ হলে কথাই বলতে পারে না– Kali Phos.
৬. এত রাগী যে, নিজ সন্তানকেও খুন করতে ছাড়ে না– N.Vom.
৭. তুচ্ছ কারণে রাগ হয়– Natrum Phos.
৮. সব সময় বিরক্তি বোধ করে, তুচ্ছ ব্যাপারে ভয়ানক রাগান্বিত হয়– Aurum Met.
৯. রাগী, কলহপ্রিয় ও পরদোষ অন্বেষণকারী– Helonius.
১০. কোন কাজে বাধা পেলে রাগ বেড়ে পায়– N. Vom.
১১. অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবাজনিত স্নায়ুদৌর্বল্যে, খুব রাগ হয়– N. Phos.
১২. রাগে কাঁপতে থাকে– Acid Nit.
১৩. হঠাৎ রাগ হয়, তবে পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়– Heper Sulph.
১৪. রোগে ভুগে বা সাংসারিক অশান্তিতে রাগ হয়– Kali Phos.
১৫. কেউ প্রতিবাদ করলে রাগে আগুন হয়ে ওঠে– Arsenic Iodetum.
১৬. প্রশ্ন করলে রাগে আগুন হয়ে ওঠে– Colocynth.
১৭. রাতদিন রেগে থাকে– Chamo.
১৮. কেবল দিনে রাগ থাকে– Lyco.
১৯. কেবল রাতে রাগ থাকে– Jalapa.
২০. সব সময় মনে হত্যার ইচ্ছা জাগে– Hyociamus/ Stramonium.
২১. সামান্য কারণে বিরক্তি বোধ করে– Kali Phos.

## ঝ. মেজাজ

১. শিশু বদ মেজাজী, সকালের দিকে খুব বেশি, এটা সেটা চায়। তা দিলে বিরক্তি সহকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়– Staphysagira.
২. বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে সব সময় তা মনে করে রাখে। তাই যে বিরুদ্ধে কথা বলে তাকে সহ্য করতে পারে না– Natrum Mur.
৩. শব্দ, আলো, গন্ধ কিছুই সহ্য করতে পারে না, সামান্য কারণে রাগ হয়, অতিশয় খিটখিটে, চায় না কেউ তার সাথে কথা বলুক– Aurum Met.


www.pathagar.com

৪. বদমেজাজী, দুর্ব্যবহার করা স্বভাব, আত্মীয়-স্বজনকে গালি-গালাজ করে– Kali Carb.
৫. সামান্য কারণেই মেজাজ দেখায়– Tuberculinum Bov.
৬. চরম একগুঁয়ে– Silicea 30x/ N. Mur 30x.
৭. গোঁয়ার, লেখাপড়া করতে পারে না, পড়তে গেলেই অবসন্ন হয়ে পড়ে– Silicea 6x.
৮. সকালে মেজাজ খিটখিটে থাকে, গান শুনলে দুঃখ পায়, মলত্যাগের পর প্রফুল্লতা অনুভব করে, ভবিষ্যত নিয়ে খুব ভাবে– Natrum Sulph.
৯. মতের বিরুদ্ধে কথা বললে স্ত্রীকেও হত্যা করতে চায়– Merc Sol.
১০. সামান্য দোষের জন্য হত্যার ইচ্ছা জাগে– Heper Sulph/ Nux Vom.
১১. শিশু প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান করে বাড়িশুদ্ধ লোককে বিরক্ত করে এবং নিজে সামান্য কারণে বিরক্ত হয়– Kali Phos.
১২. একরোখা, শিশু মাথা খারাপের ন্যায় কাঁদে। কারো ভাল কথায় শান্ত হয় না– Silicea.
১৩. পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার শিশু এত একরোখা হয় যে, শাসন করাই যায় না– Sanicula.

## ঞ. স্মৃতিশক্তি কম

১. লোকের নাম ভুল হয়ে যায়, লেখার সময় বানান ভুল হয়ে যায়, কাজ করতে গেলেও ভুল হয়ে যায়– Kali Phos.
২. কোন কাজে মনোসংযোগ করতে পারে না– Aethuja.
৩. বুঝতে পারে না যে, সে কোথায় আছে– Nux Moschatta.
৪. সব সময় বুঝে উঠতে দেরি হয়– Ambra Grisea/ Graphitis.
৫. প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি করে– Merc Sol.
৬. চিত্ত বৈকল্যসহ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা না করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে– Aurum Met.
৭. বার্ধক্যজনিত চিত্ত বৈকল্যে শিশুর ন্যায় আচরণ করে, অপরিচিত ব্যক্তির উপস্থিতি অসহ্য লাগে, খেয়েই বলে, খায়নি, কিন্তু বহু দিনের কথা স্মরণ থাকে– Baryta Carb.


www.pathagar.com

৮. ব্যবসার হিসাব-নিকাশ করতেই পারে না– Acid Pic.
৯. কাগজ ছেঁড়ার শব্দও সহ্য করতে পারে না– Assarum.
১০. মানসিক পরিশ্রম আদৌ করতে পারে না– Silicea 6x.
১১. পরিচিত লোক চিনতে পারে না– Nux Moschatta.
১২. স্মৃতিশক্তি কমে যায়। তাই পড়াশোনায় মন বসে না– Aurum Met.
১৩. পত্র লিখতে সময় লাগে– Graphitis.
১৪. নার্ভাস, লেখাপড়া বা চিন্তা করার ক্ষমতালোপ পায়, দিনে ঘুমায়, রাতে জেগে থাকে– Abis Nigra.
১৫. প্রশ্ন করলে তা পুনরুক্তি করে, একদৃষ্টে প্রশ্নকারীর দিকে বা শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্নটি বুঝার চেষ্টা করে উত্তর দেয়– Zincum Met.
১৬. কোন কিছু বুঝে উঠতে দেরি হয়– Graphitis.

## ট. শুচিবাই

১. বারবার হাত-পা, জিনিসপত্র, কাপড় পরিষ্কার করতে চায়, বারবার ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিতে চায়, গোসল শেষে কারো ছায়া পদদলিত হলে বা স্পর্শ লাগলে আবার গোসল করে– Thuja.
২. সিফিলিস রোগী প্রান্তদেশগুলো যেমন মুখ ও হাত-পা বারবার ধুতে চায়– Syphilinum.
৩. খুঁতখুঁতে মন– ঘরের দেয়ালে দেয়াল-ঘড়ি বা দেয়াল-পঞ্জিকা একটু বাঁকা দেখলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না, বারবার মাথা আঁচড়ায় এবং সর্বক্ষণ ফিটফাট বা পরিপাটি থাকতে চায়– Ars. Alb.
৪. মুখে যেন ধুলাবালি না প্রবেশ করে তার জন্য মুখে পট্টি বাঁধে– Syphilinum.
৫. এক কাজ বারবার করে– Chinopodium.
৬. সকল বিষয়েই একটা অভিযোগ থাকা চাই– Tuberculinum.
৭. রোগ অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা– Plumbum.
৮. রোগ রোগ বাতিক– Staphy.
৯. হৃদরোগ হৃদরোগ বাতিক– Naza/ Staphy.


www.pathagar.com

১০. নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুঁতখুঁতে ভাব– Sabina.
১১. সামান্য বিষয়কে বড় মনে করে অস্থির হয়ে পড়ে– Silicea.
১২. আলপিন দেখলেই তা কুড়িয়ে নেয়, গণনা করে, মুখে মাছের কাঁটা ফোটার ভয়ে মাছ খেতে ভয় পায়– Silicea.
১৩. সামান্য প্রতিবাদে বা সামান্য রাগে কেঁদে ফেলে– Apis/ K.P.6x.
১৪. আগুন পোহানোর প্রবণতা– Ceanothus Ameri Q.
১৫. স্লেট, খড়িমাটি, পোড়া মাটি খেতে চায়– Acid Nit.
১৬. গর্ভবতী নারী চাল ভাজা, চুলার পোড়া মাটি খেতে চায়– Alumina 200.
১৭. গাড়িতে, বাড়িতে, বসে, শুয়ে যে কোন অবস্থায় পা নাচায়– Z. Met.
১৮. কাজে নিযুক্ত থাকলেও হাত-পা নাচায়– Graphitis.

## ঠ. প্রবৃত্তি

১. সব সময় একটা না একটা কিছু করেই– Hyo/ Aurum Met/ Heleborus.
২. হঠাৎ বিছানা হতে লাফিয়ে ওঠে– Hyo.
৩. হঠাৎ একটা কথার উত্তর দেয়– Hyo.
৪. অধিক ওষুধ সেবন করার প্রবৃত্তি– Nux Vom.
৫. সান্ত্বনায় উপশম হয়– Puls.
৬. সান্ত্বনায় বিরক্ত হয়– Natrum Mur.
৭. স্ত্রী জাতিকে ঘৃণা, তাই বিয়ে করতে চায় না– Puls.
৮. পুরুষের সঙ্গে বসবাস অসম্ভব মনে করে। তাই বিয়ে করতে চায় না– Puls.
৯. বালিশে মাথা ঘষে– Belledona/ Tarentula His.
১০. সামান্য আনন্দেও কেঁদে ফেলে– Lyco/ Kali Phos.
১১. কথা বলার সময় ঠোঁটের দুই কোণে বুদবুদ আকারে থুথু জমে– Sabina.
১২. গোপন কথা বা নিজের পাপের কথাও প্রকাশ করে– Lachesis.


www.pathagar.com

১৩. দোকানদারী করার সময় জিনিসের কেনা দাম বলে ফেলে– Lachesis.
১৪. বিষয় হতে বিষয়ান্তরে বকতে থাকে– Lachesis.
১৫ ক. রোগী না কেঁদে ডাক্তারকে রোগ বর্ণনা করতে পারে না– Medo.
খ. রোগের কথা জিজ্ঞাসা করলে কাঁদে– Sepea.
১৬. রোগের কথা বলতে বলতে কাঁদে– Puls.
১৭. সব সময় মেয়েলোকের সঙ্গ চায়– Staphy.
১৮. বকবক করে বকে। নিষেধ করলেও শোনে না– Pyrogen.
১৯. স্থির হয়ে থাকতে পারে না, হাত-পায়ের আঙ্গুল নাড়তে থাকে– Kali Bromatum.
২০. সামান্যতেই রেগে উঠে কেঁদে ফেলে– Apis Mel.
২১. সজ্ঞানে পাগলের মত অঙ্গভঙ্গি করে আনন্দ-উল্লাস করে, তাতে লজ্জা পায় না– Tarentula His.
২২. বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা– Thuja/ Euptoria Perf.
২৩. খুব অভিমানী– Staphy.
২৪. প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে চায় না– Syphilinum/ Sulph.
২৫. প্রশ্ন করলে উত্তর না দিয়ে মুখ পানে চেয়ে থাকে– Merc Sol.
২৬. প্রশ্নের উত্তর ক্ষণকাল চিন্তা করে দেয়– Plumbum Met.
২৭. বৃদ্ধ বয়সে প্রশ্নের উত্তর না পেতেই আবার প্রশ্ন করে– Ambra Grisea.
২৮. কারো উপস্থিতিতে কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে– Ambra Grisea.
২৯. কারো উপস্থিতিতে পায়খানায় যেতে লজ্জা পায়– Ambra Grisea.
৩০. কারো উপস্থিতিতে প্রস্রাব করতে লজ্জা পায়– N. Mur.
৩১. অবিরত শপথ বা অভিসম্পাত করার ইচ্ছা– Anacarduim.
৩২. গম্ভীর বিষয়ে হাসে আর হাসির বিষয়ে গম্ভীর হয়– Anacarduim.
৩৩. গলায় মাছের কাঁটা ফোটা, হাতে-পায়ে পিন, সুঁচ ফোটার বিষয়ে খুব সতর্ক– Silicea.
৩৪. পীড়া না থাকলেও পীড়ার ভান করে– Tarentula His.
৩৫. সামান্য কথায় বিকটভাবে হাসে– Canabis Indica.


www.pathagar.com

৩৬. কথায় কথায় হাসে– Canabis Indica.
৩৭. সাংঘাতিক কথায়ও হাসে– Canabis Indica.
৩৮. চায় সবাই তাকে সম্মান করুক এবং উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করুক– Lachesis.
৩৯. চায় সবাই তাকে সম্মান করুক– Hamamalis.
৪০. নিষ্ঠুর কাজের প্রবৃত্তি– Abrotenum.
৪১. কারো কষ্ট দেখলে হাসে– Abisinthinium.
৪২. অনবরত অনর্থক ঘুরে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষা– Acid Fluor.
৪৩. এ গ্রাম-সে গ্রাম, এদেশ-সেদেশ বেড়াতে চায়– Tuberculinum Bov.
৪৪. জীবনে বিতৃষ্ণা। তাই পানিতে ডুবে মরতে চায়– Rhus Tox.
৪৫. অধিক কথা বলতে বলতে বাক্যের শেষ কথাগুলো বাদ দেয়; কারণ তার বিশ্বাস বাকি অংশটুকু শ্রোতারা বুঝেছে, তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়– Lachesis.
৪৬. স্বপ্নে বা মনে মনে ভাবে, কে যেন তাকে অসৎ কাজ করার আদেশ দেয় এবং তা করতে বাধ্য হয়– Lachesis.
৪৭. নানা ভঙ্গিতে নাচে– Tarentula His.
৪৮. দুঃখের কথা চেপে রাখে– Acid Phos.
৪৯. ব্যর্থ প্রেম মনে চেপে রেখে রোগাক্রান্ত হয় বা বুক ফেটে যায়, তবু মুখ ফোটে না– Ignatia.
৫০. নিজের দুঃখের বা রোগের কথা বলে কান ঝালাপালা করে দেয়– Causticum.
৫১. নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে কে কী বলে তাই নিয়ে মাথা ঘামায়– Staphy.
৫২. নিজের দেহে ঘর্ষণ-মর্দন পছন্দ করে– Phos.
৫৩. চলনে বলনে কৌতুক অঙ্গিভঙ্গি– Cicuta.
৫৪. ধর্মের জন্য পাগলপ্রায়– Psorinum.
৫৫. তাড়াতাড়ি কথার উত্তর দেয়– Rhus Tox.
৫৬. সব কিছুতেই তাড়াহুড়া– Medo.
৫৭. সহজেই নার্ভাস হয়ে যায়– Nux Vom./ Ignatia.
৫৮. রোগ রোগ বাতিক– Staphy.


www.pathagar.com

৫৯. ফুর্তিবাজ লোকদের ধাতু দুর্বলতা– Canabis Indica.
৬০. কথায় কথায় চোখে জল আসে– Sepea.
৬১. যন্ত্রণাদায়ক রোগ হলেও বলে, আমি ভাল আছি– Opium.
৬২. রোগ কঠিন হলেও মনে করে কিছুই হয়নি– Acid Phos.
৬৩. দোল খাওয়ার অদম্য ইচ্ছা– Elaps.
৬৪. তুচ্ছ বিষয়ের জন্যও ভীষণ দুঃখ প্রকাশ– Baryta Carb.
৬৫. ঘরকুনো, খেলাপাগল ও ক্ষিপ্তমনা– Kali Carb.
৬৬. সহজে কেঁদে ফেলে এবং সান্ত্বনায় ভাল বোধ করে– Puls.
৬৭. গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখতে পছন্দ করে– Baryta Carb.
৬৮. পানাহার তাড়াতাড়ি করে– Coffea Cruda.
৬৯. কপালে হাত রেখে শোয়ার অভ্যাস ও তাতে আরামবোধ– Medo.
৭০. গান শুনলে কান্না আসে– Graphitis.
৭১. গান শুনলে যন্ত্রণার উপশম হয়– Tarentula His.
৭২. গান শুনলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে– Ambra Gresia.
৭৩. গান শুনলে বিরক্ত হয়– Natrum Mur.
৭৪. নিজের সংসার পরিচালনায় কৃপণতা করে কিন্তু অপরের জন্য খরচ করে– Lyco.
৭৫. একেবারেই স্থির থাকতে পারে না– Apis Mel/ Tarentula His.
৭৬. চোর নয় কিন্তু চুরি করার প্রবণতা– Tarentula Cuben.
৭৭. নির্ভীক ও অতি সাহসী– Opium/ Agaricus.
৭৮. অস্থির, ব্যাকুল ও ব্যস্ত– Merc Sol.
৭৯. সামান্য দুঃসংবাদে মুষড়িয়ে পড়ে এবং কাঁপে– Alumen.
৮০. বিকট চিৎকার করে– Stramo.
৮১. উন্মাদ ভাব, গান গায় আর হাসে– Stramo.
৮২. উন্মাদ হওয়ার পর কামড়াতে চায়– Stramo.
৮৩. উন্মাদ হওয়ার পর উলঙ্গ থাকতে চায়– Stramo.
৮৪. হাসতে হাসতে কান্না আর কাঁদতে কাঁদতে হাসা– Nux Moschatta.
৮৫. এই হাসি, এই কান্না– Platina.
৮৬. ছুরি ও রক্ত দেখে আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়– Alumina.
৮৭. রক্ত ও ছুরি দেখতে পারে না– Aloe.


www.pathagar.com

৮৮. গোসল আর ধৌত কাজ করতে চায় না– Heper Sulph.
৮৯. মানসিক ব্যস্ততার কারণে সামান্যতেই বিরক্ত হয়– Silicea.
৯০. খুব ভীরু– Silicea.
৯১. অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে– Silicea.
৯২. কোন কাজে রীতিমত প্রস্তুতি নিয়েও উদ্বেগ যায় না– Silicea.
৯৩. শিশুকে সব সময় কোলে রেখে পরিচর্যা করতে পছন্দ করে, শোয়াতে চায় না– Acid Benjoic.
৯৪. কোথাও রওয়ানার সময় মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে– Arg. Nit.
৯৫. শিশু দুষ্প্রাপ্য জিনিসের বায়না ধরে, দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করে আর চুপচাপ কোলে বসে থাকে– Bryonia Alb.
৯৬. সব সময় আনন্দমনা ব্যক্তি, কথা বলতে গিয়ে ভুলে যায়। তাই কথা অসমাপ্ত থেকে যায়– Canabis Indica.

## ড. যা তা মনে হয়

১. সকালকে বিকাল আর বিকালকে সকাল মনে হয়– Lachesis.
২. দ্রুত চলতে গেলে মনে হয়, কেউ যেন তার পিছে আসছে– Staphy.
৩. নিজেকে বালক মনে করে, তাই বালকের মত আচরণ করে– Cicuta.
৪. রমণীর পেটে বায়ু জমে স্ফীত হয়ে থাকে, কিন্তু মনে করে তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে– Veratrum Album.
৫. নিজের নাককে অন্যের নাক মনে করে, নিজের দ্রব্য ও কথা অন্যের মনে করে– Laccan.
৬. নিজে কথা বললে মনে করে অন্যে কথা বলছে– Alumina.
৭. হাঁটার সময় মনে করে সে শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে– Laccan.
৮. শয়নে তার শরীর যেন বিছানায় স্পর্শ করে না– Asarum.
৯ ক. সময় ও দূরত্বকে দীর্ঘ মনে করে– Canabis Indica.
খ. সময় দ্রুত চলে যায় বলে মনে হয়– Theridion.
গ. সময় ধীরে যায় বলে মনে হয়– Argent Nit/ Canabis Indica.
১০. রোগী মনে করে সে বাড়িতে নেই– Opium.


www.pathagar.com

১১. চেয়ারে বসা অবস্থায় মনে হয় যেন চেয়ারের নীচে ইঁদুর দৌড়ে বেড়াচ্ছে– Cimicifuga.

১২. গান-বাজনা অসহ্য লাগে। কখনো কখনো মনে হয় গান শরীরের রক্ত-মাংস ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করছে– Sabina.

১৩. নিজেকে ঈশ্বর মনে করে– Veratrum Album.

১৪. শরীর এত হালকা মনে হয় যে, মনে করে তার শরীরটা টলমল করছে ও ভাসছে– Valeriana.

১৫. সে যেন অজানা স্থানে আছে এবং তার ঘরের বস্তুগুলোও যেন অজানা– Bacilinum.

১৬. মনে হয় সে যেন একটি আসনে উপবিষ্ট এবং তার আনসটি উপরে উঠছে– Phosphorous.

১৭. মনে করে তার মৃত্যু হয়েছে এবং দাফনের প্রস্তুতি চলছে– Lachesis.

১৮. মনে হয় তার কপালে ফিতা বাঁধা আছে– Coca.

১৯. মনে করে তাকে কেউ যেন উঁচুতে ওঠাচ্ছে– Hypericum.

২০. মনে করে দেহাভ্যন্তরে ভ্রূণ নড়ছে– Crocus Sativa.

২১. পরের দুঃখে কাতর ব্যক্তি মনে করে যেন তার অমুক দুর্ঘটনা ঘটবেই– Caustium.

২২. মনে হয় ঘাড়ে বসে কেউ এক কাজ শেষ না হতেই অন্য কাজ করার নির্দেশ দেয়– Anacardium.

২৩. মনে করে সে পাগল হবে– Lilium Tig.

২৪ ক. রোগী ডাক্তারকে বলে, ডাক্তার সাহেব, আমার এত সম্পদ থাকতেও আমাকে অনাহারে মরতে হবে কেন– K. Phos.

খ. কেউ মনে করে যে, সে অনাহারে মরবে– K. Mur.

২৫. রুটিকে পাথর ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়– Belledona.

২৬. নিজেকে দুনিয়ার অযোগ্য মনে করে– Aurum Met.

২৭. নিজেকে দুজন মনে করে– Petrolium.

২৮. মনে করে মৃত্যু নিকটবর্তী। তাই বিভিন্ন বিষয় ও কাজকর্ম সম্পাদন করতে তাড়াহুড়া করে– Petrolium.

২৯. নিজেকে ধনী মনে করে– Pyrogen.


www.pathagar.com

৩০. ছেঁড়া কাঁথায় বসে নিজেকে বড় মনে করে– Sulph.
৩১. সঙ্গমে অনিচ্ছা, অল্প কিছুদিন সঙ্গম করলে মনে করে অনেক দিন সঙ্গম করেছে। তাই একটি সন্তান হওয়ার পর তা হতে বিরত থাকে– Sepea.
৩২. স্ত্রী-সঙ্গম করা খারাপ কাজ মনে করে। তাই তা হতে দূরে থাকে– Puls.
৩৩. বালক বা যুবকের মুখের চেহারা বৃদ্ধের মত দেখায়– Arg. Nit.
৩৪. **অধিক বয়সের লোককে কম বয়স বলে মনে হয়– Syphilium.**
৩৫. যে কোন চিত্রকে মূর্তি কল্পনা করে– Medo.
৩৬. ব্যথার কথা ভাবলে ব্যথা চলে যায়– Camphor.
৩৭. জীবনকে মধুময় ও নিজেকে বড় মনে করে– Carbo Hydro.
৩৮. অধিক দূরত্বকে সামান্য দূর মনে হয়– Canabis Indica.
৩৯. অল্প সময়কে বহু বছর মনে হয়– Canabis Indica.
৪০. দ্রব্যের পরিমাণ ভুল করে– Canabis Indica.
৪১. মনে হয় মৃত্যু সন্নিকটে– Canabis Indica.
৪২. মনে হয় পাগল হয়ে যাবে– Canabis Indica.

## ঘাম

### ক. ঘামের সময় ও বেশি ঘাম হলে

১ ক. মোটাসোটা থলথলে দেহ কিন্তু শরীরে শক্তি নেই এমন ব্যক্তির সামান্য শ্রমেই ঘাম, বিশ্রামকালেও ঘাম, ঘুমন্ত অবস্থাতেও ঘাম, মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়– Cal. Carb.
খ. মনে হয় পায়ে ভিজা মোজা পরা আছে– Cal. Carb.
২. ঘুমন্ত অবস্থায় মাথা ও ঘাড়ের ঘামে বালিশ ভিজে যায়। সাথে সাথে হাত-পায়ের তলা ঘামে আর তা দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাই আঙ্গুল ও পায়ের ফাঁকে ঘা হয়– Sanicula.
৩. শয্যাতাপে ঘাম বৃদ্ধি— তাতে অশান্তি– Mere Sol.
৪. ঘাড় ও মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘাম ঝরে– Carbo Animalis.


www.pathagar.com

৫ ক. রাতে হাতের তালু ঘামে– Psorinum.
খ. কেবল রাতে ঘাম– Natrum Sulph.
গ. চোখ বুজলেই ঘাম– Coninum Macu/ Ruta.
ঘ. ঘুমের সময় ঘাম কিন্তু জাগলেই তা বন্ধ– Thuja.

৬. ঘুম থেকে জাগলেই ঘাম– Sambucus.

৭. সামান্য দৈহিক শ্রমে ঘাম কিন্তু ঘামে ক্লান্তি উপশম হয় না– Heper Sulph.

৮. পথ চলাকালে হাতের তালু ঘামে, বিশ্রামে তা উপশম– Agaricus.

৯. গরম খাদ্য আহার কালে মুখমণ্ডল ও মাথা ঘামে– Silicea.

১০ ক. অবিশ্রান্ত ঘাম– Sepea.
খ. সামান্যতেই ঘাম– Castorium 30.

১১ ক. এত ঘাম হয় যেন গোসল করেছে– Acid Cytric.
খ. অধিক ক্ষুধা-পিপাসাসহ তুচ্ছ শ্রমে ঘাম– Iodium.

১২ ক. খাবার সময় মুখে ঘাম হয়– Natrum Phos 12x/ Ignatia.
খ. আহারের সময় ঘামে– Natrum Mur.

১৩. পায়ের ঘামে মোজা ভিজে যায়– Sanicula.

১৪. পাংশু, দুর্বল, ঘামে কাপড়-চোপড় ভিজে যায়– Cal. Hypophos 1x প্রত্যহ ৫ ফোঁটা সেব্য।

১৫. দুর্বল অবস্থায় রাতে ঘাম হয়– Cal. Hypophos 1x প্রত্যহ ৫ ফোঁটা সেব্য।

১৬. ঘুমের সময় শিশুর মাথার পিছন দিক ও ঘাড়ের ঘামে বালিশের অনেক দূর পর্যন্ত ভিজে যায়– Sanicula.

১৭. শীর্ণ শিশুর মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়– Cal. Phos/ Silicea.

১৮. মোটাসোটা শিশুর মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়– Cal. Carb.

১৯. সব সময় যে কোন অবস্থায় অবিরত টক গন্ধযুক্ত বা গন্ধহীন ঘাম– Rume 30.

২০. পায়ের তলা জ্বলাসহ রাতে প্রচুর ঘাম– Silicea 30x.

২১. পায়খানার সময় কোঁথ দিলেই ঘাম– Aloe/ Kali Bi.

২২. যে কোন রোগের সাথে শারীরিক দুর্বলতা ও প্রচুর ঘাম– Castorium Q.


www.pathagar.com

## খ. ঘামের বর্ণ

১. দেহের সকল স্থান হতেই রক্তাক্ত ঘাম বের হয়– Crotelus.

২. ঘাম হলদে বা রক্ত বর্ণ– Lachesis.

## গ. বিবিধ

১. ঘামে রোগ বৃদ্ধি– Mere Sol.

২. ঘাম শুকিয়ে রোগ আক্রমণ– Dulcamura.

৩. ভয় পেয়ে হাতের তালু ও আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম নিঃসরণ– Tuberculinum.

৪. ঘামে উপসর্গ উপশম– Natrum Mur.

৫ ক. ঘাম হয় না– Nux Moschatta.

খ. ত্বক শুষ্ক ও ঘামহীন– Zincum Met.

৬. যে কোন রোগের সাথে প্রচুর ঘাম– Castorinum 30.

৭. মাথায় ঘাম কিন্তু দেহ শুকনো– Silecea.

৮. শরীর ঘর্মাক্ত কিন্তু মাথা শুকনো– Rhus Tox.

৯. গরম ঘরে ঘামতে থাকলেও শীতবোধ– Pulsatila.

১০. শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে থাকে– Acid Sulph.

১১. কেবল ডান পাশে ঘাম– Aurum Mur.

১২. ঘামে বস্ত্রে হলদে দাগ পড়ে– Ferrum Met 200 প্রত্যহ এক মাত্রা।

১৩. পদতলে এত ঘাম যেন পা পানিতে ডোবানো আছে– Sanicula.

১৪. কপালের ঘামে পোশাকে হলদে দাগ পড়ে– Carbo Animalis.

১৫. বৃদ্ধাবস্থায় প্রচুর ঘামসহ মাথায় আগুনের ঝলক ওঠে– Jaborandi Q.

১৬. গরম কাপড়ে আবৃত থাকলেও ঘাম হয় না, শরীর শুকনো– Alumina.

১৭. অনাবৃত স্থানে কেবল ঘাম– Thuja.

১৮. মাথার ঘামে সমস্ত চুল ভিজে যায় (ঘাম গরম)– Chamo.

১৯. ঘুম ছাড়া সারা দেহে ঘাম– Sccale Cor/ Rhus Tox.

২০. ঘামে মাছি আকৃষ্ট হয়– Thuja/ Caladium.

২১. ঘামে বিছানা ভিজে যায়– Kali Carb.


www.pathagar.com

## ঘ. ঘামের স্থান

১. কপালে ও মুখমণ্ডলে সারি সারি উত্তপ্ত ঘাম– Belledona.

২. কপালে ঘাম বেশি– Carbo Animalis.

৩. যে পাশে শয়ন করে সে পাশে ঘাম বেশি– Belledona/ Sanicula.

৪ ক. অনাবৃত স্থানে ঘাম– Belledona.

খ. আবৃত স্থানে ঘাম– Thuja.

গ. মাথার এক পাশে ঘাম– Cal. Phos/ Silicea.

৬. সব সময় পায়ের তলায় ঘাম, পা ঠাণ্ডা থাকে, পায়ে যন্ত্রণাদায়ক কড়া– Baryta Carb.

৭ ক. নাকের ডগায় ঠাণ্ডা ঘাম, হাত-পা ঠাণ্ডা কিন্তু মাথার তালু গরম– Carbo Veg.

খ. নাক ঘামে– Cina.

৮ ক. হাত-পায়ের তালুতে গন্ধযুক্ত ঘাম– Cal. Iod.

খ. হাত-পায়ের তালুতে গন্ধহীন ঘাম– Naza.

৯. মাথা ও পেট বড় এমন লোকের মাথা ও পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘাম– Silicca.

১০. হাতের তালু অতিরিক্ত ঘামে– Acid Nit/ Heper Sulph.

১১. চর্মরোগের পর সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম, গোসলেও দূর হয় না– Psorinum.

১২. বগলের নীচের ঘামে রসুন/পিঁয়াজের গন্ধ– Bovista 200.

১৩. সর্বাঙ্গে অস্বাভাবিক ঘাম– Jaborondi 3x/ 6.

১৪. মাথার পিছন ও ঘাড়ে প্রচুর ঘাম— Sanicula-এর ধাতুগত লক্ষণ।

১৫ ক. মাথায় প্রচুর ঘাম– Tuberculinum/ Silicca.

খ. মাথা ছাড়া সর্বত্রই ঘাম– Thuja.

১৬. পায়ের তলায় ক্ষতসহ দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম– Psorinum.

১৭. মাথা ও কপালে ঘাম– Lyco.

১৮. শীতকালে পায়ের তলায় ঘাম– Petrolium/ Silicca.

১৯. গলায় প্রচুর ঘাম– Medo.



www.pathagar.com

২০. পায়ের আঙ্গুল বেশি ঘামে এবং ক্ষত হয়– Sanicula.

২১ ক. মুখ ছাড়া সারা শরীরে ঘাম– Rhus/ Sccale Cor.

খ. মাথা ও মুখে প্রচুর গরম ঘাম– Sabadilla.

গ. ঘাম মাথা অপেক্ষা মুখমণ্ডলে বেশি– Thuja.

২২. মুখে গরম ঘাম– Opium.

২৩. কপালে শীতল ঘাম– Veratrum Album.

২৪. কপালে বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘামসহ তন্দ্রালুতা– Arnica.

২৫. ঘামে শিশুর মাথার চুল ভিজে থাকে– Rume.

২৬. মাথার ঘামে সমস্ত চুল ভিজে যায়– Chamo.

২৭. মস্তকের সম্মুখভাগ ঘামে– Sulphur.

## ঙ. ঘামের প্রকৃতি

১. তৈলাক্ত ও চটচটে– Mere Sol.

২. সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা আঠাল ঘাম– Teribiathina 1M সপ্তাহে এক মাত্রা।

৩. সমস্ত শরীরে শীতল ঘাম– Tabacum.

৪. আহার কালে কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হয়– Acid Sulph.

৫. তপ্ত ঘাম– Lachesis.

৬. কপালে ও মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু তপ্ত ঘাম জমলে– Belledona.

৭. সমস্ত দেহে ঠাণ্ডা ঘাম হলে– Euphobinum.

৮. ঘামে পোশাকে হলদে দাগ হলে– Carbo Animalis/ F. Met.

৯. কপালে শীতল ঘাম জমলে– Veratrum Album.

১০. মাথার গরম ঘামে সমস্ত চুল ভিজে গেলে– Chamo.

## চ. ঘামের গন্ধ

১. প্রস্রাবের মত গন্ধযুক্ত ঘাম হলে– Colocynth/ Cantharis/ Berberis.

২. ঘামে মাছের মতো আঁশটে গন্ধ হলে– Sanicula.


www.pathagar.com

৩. ঘাম মিষ্ট, তাই গায়ে মাছি বসে– Caladium.
৪. ঘুমের সময় ঘাম মধুর মত মিষ্ট ও ঝাঁঝালো– Thuja.
৫. ঘামে যদি মাছি আকৃষ্ট হয়– Thuja/ Caladium.
৬. ঘামে পচা দুর্গন্ধ হলে– Asafoetida/ Stannum.
৭. হাত ও পায়ের তলায় আঁশটে গন্ধযুক্ত শীতল ঘাম– Sanicula.
৮. ঘাম হয় সামান্য কিন্তু তা দুর্গন্ধযুক্ত– Graphitis.
৯ ক. ঘামে সামান্য মিষ্টি গন্ধ– Thuja.
খ. ঘামে বেশি মিষ্টি গন্ধ– Caladium.
১০. ঘামে রক্তের গন্ধ– Lyco.
১১ ক. ঘামে টক ও ভ্যাপসা দুর্গন্ধ– Mere Sol.
খ. ঘামে টক গন্ধ– Heper Sulph.
১২. ঘামে অম্ল ও প্রস্রাবের গন্ধ– Acid Nit.
১৩. ঘামে অত্যন্ত দুর্গন্ধ– Acid Nit.
১৪. ঘামে পোড়া মাটির গন্ধ– Belledona.
১৫. ঘামে রসুনের গন্ধ– Kali Phos/ Bovista.
১৬. ঘামে তিতা গন্ধ– Viratrum Album.
১৭. ঘামে গন্ধকের গন্ধ– Phos.
১৮. ঘাম ঘোড়ার চোনার মত গন্ধযুক্ত– Acid Nit.

## পিপাসার বিভিন্নতায় ওষুধ নির্বাচন

১. ঠোঁট শুকনো কিন্তু পিপাসা থাকে না– Cantharis.
২. মুখের ভিতর শুকনো কিন্তু পিপাসা থাকে না– Puls.
৩. রাতে মুখ শুকিয়ে প্রবল পিপাসা লাগে। তাই রাতে পানি পান না করে থাকতে পারে না– Rhus Tox.
৪. কেবল দিনে পিপাসা লাগে– Heper Sulph.
৫. ঠোঁট-মুখ শুকনো থাকে কিন্তু অধিক পান করার ইচ্ছা– Bryo.
৬. মুখ-জিহ্বা ভিজা ও রসাল, তবুও পিপাসার্ত ভাব– Mere Sol.


www.pathagar.com

৭. অত্যন্ত শীতকাতরতাসহ পিপাসাহীনতা– Sabadilla.

৮. গরমকাতরতাসহ ভয়ানক পিপাসা– Kali Brome.

৯. শীতকাতর কিন্তু ঠাণ্ডা পানি পান করতে চায়– Acid Nit.

১০. ঠাণ্ডা পানি দেখলে অত্যন্ত পিপাসা লাগে– Phos/ Theridion/ Mag Carb/ Natrum Carb.

১১. গরম পানির পিপাসা লাগে– Cascarila 30.

১২. ক্ষুধামান্দ্য ও পিপাসাহীনতা– Antim Tart.

১৩. ক্ষুধামান্দ্য কিন্তু অদম্য পিপাসা– Lac Diflo.

১৪. পিপাসার্ত কিন্তু পানি পানে অনীহা– Lachesis.

১৫. অত্যন্ত পিপাসাসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম– Veratrum Album.

১৬. ঠাণ্ডা পানির পিপাসা কিন্তু পানিতে বিতৃষ্ণা– Causticum.

১৭. ঠাণ্ডা পানির পিপাসা কিন্তু তা পানে পেট ব্যথা করে অথবা বমি হয়ে যায়– Apocynum.

১৮. সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা পানি পানের খুব স্পৃহা– N. Sulph.

১৯. দারুণ পিপাসা কিন্তু পানি পানে ভয়– Capsicum.

২০. ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক তা কিছুতেই নিবারণ হয় না– Sccale Cor.

☆২১. জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা– Cylamen European.

২২. পাকস্থলীতে গোলযোগসহ পিপাসাহীনতা– Artim Crude.

২৩. সহবাসের পর পিপাসা বৃদ্ধি পায়– Eugina Jam.

২৪. প্রস্রাব করার অনতিপর পিপাসা বৃদ্ধি পায়– Abroma Aususta.

২৫. পুরনো রোগের সাথে পিপাসাহীনতা ও পানিতে অরুচি– Ars. Alb.

২৬. কখনো পিপাসা আবার কখনো পিপাসাহীনতা– Berbaris Vul.

২৭. পিপাসা কম কিন্তু খুব ঠাণ্ডা পানি ভাল লাগে– Cal. Carb.

২৮. প্রস্রাব কম হয়, পিপাসাহীনতা ও আচ্ছাদন লাথি মেরে ফেলে দেয়– Apis Mel.

২৯. প্রস্রাব কম হয়, তবে পানি আগ্রহের সাথে পান করে এবং মাঝে মধ্যে কী যেন চিবোতে থাকে– Heleborus.

৩০. আমবাতসহ দুর্দমনীয় পিপাসা– N. Mur.


www.pathagar.com

৩১. কাশিতে দুর্দমনীয় পিপাসা– Cal. Phos/ Acid Nit.
৩২. দাঁতের ব্যথায় দুর্দমনীয় পিপাসা– Lachesis.
৩৩. বিবমিষাসহ দুর্দমনীয় পিপাসা– N. Mur/ Kali Iod.

## অভিজ্ঞতায় চিকিৎসা

১. এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার যে মহিলাকে কথায় কথায় টনিক সেবনের পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু উদ্দেশ্য সাধন হয়নি তাদের জন্য Puls সেব্য।
২. যারা অতিরিক্ত চা বা কফি বা মদ পান বা তামাক সেবন করে তাদের দেহে সিফিলিস দোষ থাকবেই; তবে সবল দেহে তা প্রকাশিত হয় না আর দুর্বল দেহে অস্পষ্টরূপে থাকে, তাদের জন্য মাঝে মধ্যে Syphilinum 1M এক মাত্রা সেবন করা উচিত।
☆৩. মাসিক শুরুর ১২তম দিন থেকে ১৬তম দিন পর্যন্ত মোট ৫ দিন স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকলে জন্ম রোধ হয়।
৪. মাথা ব্যথায় Bryo ও Rhus-এর মিলিত লক্ষণে Phytolacca এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় Bryo ও Rhus-এর মিলিত লক্ষণে Senega প্রযোজ্য।
৫. অতিরিক্ত Sulphur ব্যবহার করার পর তা শোধনে Puls সেব্য।
☆৬. Puls সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে Kali Sulph তা সম্পন্ন করে।
৭. Acid Fluor ব্যবহারে কাজ না হলে Cal Fluor দেয়া যেতে পারে।
৮. **রোগা ও শীর্ণ লোকের Aco ব্যবহার নিষিদ্ধ।**
৯. Aco-এর লক্ষণে বারবার আক্রমণ করলে– Sulphur সেব্য।
১০. বরফের মধ্যে কাজ করার ফলে যে রোগ হয় তার জন্য– Aco সেব্য।
১১. যে কোন রোগের সাথে কাল বর্ণের মল থাকলে– Leptendra.
১২. জটিল রোগে এক এক সময় এক এক রকম লক্ষণ দেখা দিলে– Tuberculinum Bovinum.
১৩. যে কোন ব্যথায় চিৎ হয়ে শুয়ে অর্ধ-চেতন চোখে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে ও মুখ নাড়তে থাকলে– Heleborus Niger.


www.pathagar.com

১৪. যে কোন রোগে হঠাৎ বিষণ্ন ও হঠাৎ প্রফুল্ল হলে– Crocus Sat.

১৫. যুবক বয়সে লম্বা, ক্ষীণ, অপ্রশস্ত বক্ষ ও দুর্বল হলে বংশে টিবি, দোষ থাকার লক্ষণ আছে বুঝতে হবে–Tuberculinum Bovinum.

১৬. শিশু শীর্ণ হলেই বুঝতে হবে পিতামাতার সিফিলিস দোষ ছিল– Syphilinum.

১৭. **শিশুর আঁচিল থাকলে বা লিঙ্গের মধ্য থেকে পুঁজ বের হলে বুঝতে হবে পিতামাতা গনোরিয়ায় আক্রান্ত ছিল– Medo.**

১৮. সিফিলিস আক্রান্ত নারীর সঙ্গে সহবাসে লিঙ্গের মাথায় ফুসকুড়ি হয়ে ক্ষত হলে Merc Sol. 30 প্রয়োগে তা আরোগ্য হয় কিন্তু এই চিকিৎসায় তা দেহে লুপ্ত থেকে গেলে– Syphilinum সেব্য।

১৯. মেয়েদের মাসিক বন্ধের সময় যে কোন রোগ হলে– Lachesis প্রযোজ্য।

২০. **এক রোগ অন্য রোগে রূপান্তর ঘটলে– Abrotenum.**

২১. উন্মাদ হয়ে যাবে বলে সব সময় ভীত থাকলে– Mansilana.

২২. Silicea প্রয়োগে কাজ বন্ধ হয়ে গেলে Sulph এক মাত্রা দিয়ে পুনরায় Silicea এক মাত্রা প্রযোজ্য।

২৩. **মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যন্ত্রণায় যখন ছটফট করে তখন Tarentula Cubens সেবনে বাকি সময় শান্তভাবে কাটে।**

২৪. টিউমার ও কৃমিদোষে টিউবার কুলার মায়াজম কাজ করে।

২৫. রোগ হঠাৎ উপস্থিত হয়ে হঠাৎ অন্তর্হিত হলে– Petrolium.

২৬. Silicea-এর আগে-পরে Acid Fluor প্রয়োগে পূর্ণ আরোগ্য হয়।

২৭. জ্বরে দেহের তুলনায় মাথা বেশি গরম থাকে– Arnica Mont.

২৮. শোনা, দেখা, ঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্যে– Coffea Cruda.

২৯. রক্ত দূষিত হয়ে যে কোন রোগে– Tarentula Cubens.

৩০. কোন ওষুধ প্রয়োগে কাজ না হলে– Aloe প্রযোজ্য।

৩১. Cancer রোগীর Cancer রোগের ইতিহাস থাকলে বা Cancer রোগে সুর্নিবাচিত ওষুধে কাজ না হলে Carcinocin দেয়া যেতে পারে।

৩২. Puls-এর অসম্পূর্ণ কাজ Argent Nit এবং Argent Nit-এর অসম্পূর্ণ কাজ Puls সম্পন্ন করে।


www.pathagar.com

৩৩. চলার সময় ও পাশ ফেরার সময় সন্ধিতে কটমট শব্দ হলে– Colo.

৩৪ ক. **বসন্ত বসে গিয়ে সৃষ্ট রোগে Ars Alb. 30 সেব্য।**

খ. বসন্তের পর সৃষ্ট যে কোন রোগে– Thuja.

৩৫. মুখমণ্ডল নীলাভ– Digitalis.

**স্মরণযোগ্য :** Digitalis প্রয়োগে বৃদ্ধি পেলে N.Vom 30 প্রয়োগে দূর হয়।

৩৬. **হিমাঙ্গ অবস্থায় ওষুধের ৩০ শক্তির নিম্নে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।**

৩৭. **শরীর শীতল তথাপি গাত্রাবরণ অসহ্য– Camphor.**

৩৮. **লবণপ্রিয় রোগীর N. Mur কাজ না করলে বুঝতে হবে টিকা দোষ আছে। Thuja দেয়া যেতে পারে।**

**স্মরণযোগ্য :** Ars.Alb/ Iodine/Lachesis-এর উচ্চশক্তি অপব্যবহারের কোন প্রতিকার নেই, তাই সাবধানে ব্যবস্থা দিতে হবে।

৩৯. বৃষ্টি হবে বলে ভয় পেলে– Elaps.

৪০. যে কোন রোগে রাতে জানালা-দরজা বন্ধ রাখতে চায় যেন বাতাস না ঢোকে– Heper Sulph.

৪১. **লিভারের দোষ থাকলে Tuberculinum প্রয়োগ নিষিদ্ধ।**

৪২. কম বয়সে ইন্দ্রিয় সেবা করে সৃষ্ট রোগে– Acid Pic.

৪৩. যে কোন অঙ্গের ব্যথা কানে এসে জড়ো হলে– Manganum.

৪৪. রোগ সম্বন্ধে নিরাশ, ডাক্তারের চেম্বারে প্রবেশ করেই বলে, 'আমার কিছুই হয়নি'– Medo.

৪৫. বার্ধক্যের গতি হ্রাস করে– Thiocinamin.

৪৬. থেকে থেকে মাঝে মধ্যে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে– Apis Mel.

৪৭. **সব সময় এক কাজ করতে বিরক্ত বোধ করে। তাই কাজ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়– Sanicula.**

৪৮. **একই বস্তু, এমনকি স্বামীকেও কয়েক দিনের বেশি পছন্দ হয় না– Puls.**

৪৯ ক. পানিতে বেশি সময় ধরে কাজ করার ফলে রোগ হলে– Sepea.

খ. কাদায় বসে বসে কাজ করে সৃষ্ট রোগে– Cal. Carb.

গ. কাদা পানিতে কাজ করে সৃষ্ট পীড়ায়– Mag. Phos.


www.pathagar.com

৫০. নিদ্রালু রোগীর নির্বাচিত ওষুধে কাজ না হলে– **Opium.**

৫১. হার্ট সম্বন্ধীয় রোগে নির্বাচিত ওষুধে কাজ না হলে– Lawrocerasus.

৫২. স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগে নির্বাচিত ওষুধে কাজ না হলে– Valeriana.

৫৩. অম্ল সম্বন্ধীয় যে কোন রোগে– N.Phos.

৫৪. পিত্তজনিত যে কোন রোগে– N.Sulph.

৫৫. কোন ওষুধের ক্রিয়ায় আরোগ্য মাঝ পথে বাধা পেলে– Causticum.

৫৬. যতবার মেঘ হয় ততবার চোখ আক্রান্ত হয়, মেঘ সরে গেলে চোখও সেরে যায়– Rhodo.

৫৭. **বেশি টক-ঝাল পছন্দ করলেই বুঝতে হবে যে, অতিরিক্ত পারদ ব্যবহার করেছে– Heper Sulph.**

৫৮. নতুন আঘাতে Arnica Mont, তা পুরান আকার ধারণ করলে– Spygelia.

৫৯. সকালে মুখে হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়-

৬০. চলনকালে কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি– Cicuta.

৬১. চিমটি কাটলে চামড়া কুঁচকিয়ে যায়– Veratrum Album.

৬২. Berberis Aquifolium Q ও গ্লিসারিন সমপরিমাণে মিশিয়ে গোসলের এক ঘণ্টা আগে দেহে ভালভাবে মাখিয়ে শুকানোর পর গোসল করলে এবং কিছু দিন এরূপ করলে কালো শিশু ফর্সা হয়ে যায়।

৬৩. সিংহের ন্যায় মুখাকৃতি– Sepea.

৬৪. দেহের এখানে সেখানে বিদ্যুৎ স্পর্শের ন্যায় আঘাত অনুভূত হয়– Cimicifuga.

৬৫. কাতুকুতু আরোগ্য করে– Tarentula His.

৬৬. মলত্যাগের পর মলদ্বারে ছোট কৃমির উৎপাত– Tarentula His.

৬৭. এক পাশের হাত বা পা বা হাত-পা উভয়টি শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে বিপরীত দিকের মস্তিষ্ক অকেজো হয়েছে।

৬৮. শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ে Acid Fluor প্রয়োগে।

৬৯. শক্তি বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ ওষুধ– Coca 30/Sterculia Q.

৭০. কম পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে– Coca.


www.pathagar.com

৭১. শিশু বা বয়স্ক লোক শুকিয়ে গেলে– Argent Nit.

৭২. উপুড় হয়ে শোয়ার প্রবণতা Psycosis-এর নির্দেশক- Medo.

৭৩. মুখে যেন তেল মাখানো– Rhus Tox.

৭৪. দেহের কোন স্থান স্ফীত হওয়ার অনুভূতি– Ars. Met.

৭৫. চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতায়– Thiocinamin.

৭৬. মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া– Medo.

৭৭. জীবনী শক্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন **Opium 200** এক মাত্রা।

৭৮. শৈশব হতেই ছোট কৃমির উৎপাত– Teucrium.

☆৭৯. বিভিন্ন Miasm আক্রান্ত দেহে কোন ওষুধ ক্রিয়া না করলে প্রথমে Syphilinum 10M এক মাত্রা প্রয়োগের ১৫ দিন পর Acid Nit 10M প্রয়োগ করে ১৫ দিন পর লক্ষণসমষ্টির নির্বাচনে ওষুধ প্রয়োগে দেহে ক্রিয়া শুরু হয়।

৮০. নতুন রোগে নির্বাচিত ওষুধে লক্ষণ উপশম হয় কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়ে লক্ষণ বারবার ফিরে আসলে উক্ত ওষুধের Chronic ওষুধ প্রয়োগে তা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। উল্লেখ্য, Belledona-এর Chronic Cal. Carb, Byonia-এর Chronic Alumina, Aco-এর Chronie Sulphur ইত্যাদি।

☆৮১. কড়া ওষুধ প্রয়োগের ৩ দিন পর অন্য কোন ওষুধ তা কড়া হোক বা নরমাল হোক, প্রয়োগ করলে পূর্বে প্রয়োগকৃত ওষুধের কোন ক্ষতি করবে না।

৮২. নির্বাচিত ওষুধে আরোগ্য হয়ে রোগ বারবার ফিরে আসলে অর্থাৎ নির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগ করে পুনরায় সেই রোগই দেখা দেয় আবার পূর্বে নির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগে আরোগ্য হয়। কিন্তু আবার উক্ত রোগেই আক্রান্ত হলে– Tuberculinum Bovinum.

৮৩. পুরাতন রোগ চিকিৎসায় Sulphur 1M বা 10M এক মাত্রা প্রয়োগের পর নির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগ করা উচিৎ।

৮৪. জিহ্বা শুকনো থাকলে মুখের ক্ষতে Merc Sol প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কারণ এর চরিত্রগত লক্ষণ হল জিহ্বা সরস ও পিপাসার্ত থাকা।

৮৫. বারবার M. Sol. প্রয়োগ নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় মাত্রার প্রয়োজনে অন্তর্বর্তী Heper Sulph প্রয়োগের পর দেওয়া যায়।


www.pathagar.com

৮৬. Aurum Met প্রয়োগের ৩দিন পূর্বে Syphilinum প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

☆৮৭. বংশানুক্রমে প্রাপ্ত রোগ কম পক্ষে তিন মাস যাবৎ উচ্চ হতে উচ্চতর শক্তি দেয়।

৮৮. শীতকাতর ও মাথায় ঘামপ্রবণ রোগীর বাঁকা হাড় সোজা করতে বা ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতে Cal Phos. অব্যর্থ।

৮৯. হঠাৎ হার্ট ফেল বা স্ট্রোক হয় টিকা লওয়া বা Alopathy চিকিৎসার কারণে, তথায় Thuja/Medo/Malendrinum দেয়।

☆৯০. জটিল রোগে ওষুধ নির্বাচন সম্ভবপর না হলে Kali Iod দেয়।

৯১. Rhus-এর পর Bryo এবং Bryo-এর পর Rhus-এর লক্ষণ প্রায়ই আসে; তাই Rhus বা Bryo নির্বাচিত হলে তথায় উক্ত দুটি ওষুধই পালাক্রমে প্রয়োগে উত্তম কাজ করে।

৯২. **সকল লক্ষণ পাওয়া গেলেও কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকলে Mag. Mur. প্রযোজ্য হবে না।**

৯৩. Diptheria রোগে Diptherinium 200/CM এক মাত্রা সেব্য।

৯৪. Gels-এর লক্ষণ পুরাতন হলে– Argent Nit প্রযোজ্য।

৯৫. রুক্ষ মেজাজ, কোষ্টবদ্ধতা ও অনিদ্রা একত্রে থাকলে N. Vom অব্যর্থ।

৯৬. শিশুর গরুর দুধ অসহ্য হলে এবং Tuberculer-Miasm দ্বারা আক্রান্ত হলে– Tuberculinum.

৯৭. শিশু কোলে কোলে বেড়াতে চায় এমন হলে (Tuberculer-Miasm)— Tuberculinum.

৯৮. জটিল রোগে কোন ওষুধ প্রয়োগে হঠাৎ আরোগ্য হলে বুঝতে হবে নির্বাচন সঠিক হয়নি। অতএব, ওষুধ পরির্বতন করতে হবে। আর যদি ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে যায় তাহলে ওষুধ নির্বাচন সঠিক হওয়ার লক্ষণ নির্দেশ করে।

৯৯. নতুন রোগে ওষুধ প্রয়োগে বৃদ্ধি হলে আরোগ্য হতে পারে। আবার বৃদ্ধি না হয়েও আরোগ্য হতে পারে।

১০০. রোগের পৌনঃপুনিকতা দূর করে– Kali Mur.

১০১. সব সময় যৌন চিন্তায় মগ্ন—

ক. গরমকাতর রোগীর জন্য– Bufo Rana CM এক মাত্রা।

খ. শীতকাতর রোগীর জন্য– Staphysagria 1M.


www.pathagar.com

১০২. বয়স কম মনে হয়– Syphilinum.
১০৩. যুবক বয়সে বৃদ্ধের মত দেখালে– Acid Fluor.
১০৪. শিশুদের চেহারা বৃদ্ধের ন্যায় দেখালে– Argent Nit.
১০৫. যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার মুহূর্তে পাতলা পায়খানা শুরু হয়– Gels.
১০৬. Sterculia Q ১০-২০ ফোঁটা মাত্রায় দৈনিক তিনবার সেবনে পরিশ্রমে ক্লান্তি আসে না।
১০৭. Sterculia Q সেবনে মদ পানের নেশা দূর হয়।
১০৮. Bromium গরমকাতর কিন্তু রোগ প্রকাশের পর শীতকাতর দৃষ্ট।
১০৯. পাহাড়ী লোকের দুর্বলতার প্রধান ওষুধ– Coca.
১১০. 'কোমর ব্যথা, শুলে বৃদ্ধি ও রাতে বৃদ্ধি' এই লক্ষণসহ যে কোন রোগে– F. Met. প্রয়োগ ভাল।
১১১. ত্বকে উদ্ভূত যে কোন উপসর্গের রং গোলাপী হলে– Apis Mel.
১১২. ত্বকের ক্ষত টকটকে লাল হলে– Cinaberis.
১১৩. ঠোঁট টকটকে লাল হলে– Sulphur.
১১৪. দেহ বা দেহের যে কোন অঙ্গ সটান করার ইচ্ছা হলে– Medo.
১১৫. হাঁটু পরস্পর ঠোকাঠুকির কারণে হাঁটতে কষ্ট হলে– Colchicum.
১১৬. সারা জীবন বছরের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে বা দিনে যে কোন রোগে আক্রমণ করে– Ars. Iod.
১১৭. যে কোন প্রদাহে ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হলে– Acid Fluor.
১১৮. ক্ষতের জ্বালা উত্তাপে উপশম হলে– Ars. Alb.
১১৯. যে কোন রোগ সন্ধ্যা হতে বৃদ্ধি পেতে পেতে রাত দুপুর পর্যন্ত যায়, তারপর কমতে থাকে– Kali Sulph.

## নেশা দূরীকরণে চিকিৎসা

১. ধূম পানের নেশা দূর করতে– Tabacum 1M/ Cal. Phos 5x সেব্য।
২. তামাক বা দোক্তা সেবনের নেশা দূর করে– Plantago.
৩. হুইসকি/তামাক সেবনের আকাঙ্ক্ষা দূর করতে– Acid Carbolic.


www.pathagar.com

৪. সিদ্ধি খাওয়ার নেশা দূর করে– Lexin Q.
Doses : আধা কাপ পানিতে ৫ ফোঁটা Lexin মিশিয়ে আধা ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

৫. আফিং, ভাং, গাঁজা সেবনের নেশা দূর করতে আধা কাপ পানিতে ৫ ফোঁটা Lexin Q মিশিয়ে আধা ঘণ্টা অন্তর এক চা চামচ মাত্রায় সেব্য। নেশা দূর না হওয়া পর্যন্ত এরূপ চিকিৎসা করতে হবে।

৬. মাটি খাওয়ার প্রবণতা দূর করতে– Alumina.

## কুফল নিবারণের চিকিৎসা

১. তামাক বা দোক্তা সেবনে চোখ আক্রান্ত হলে– Tabacum.

২. ধূম পানে চোখ আক্রান্ত হলে– Tabacum.

৩. তামাক সেবনে দৃষ্টিশক্তি দ্রুত লোপ পেলে– Tabacum.

৪. অতিরিক্ত চা পানের কুফলে চোখ আক্রান্ত হলে– China/Puls.

৫. অতিরিক্ত কফি পানে চোখ আক্রান্ত হলে– Nux Vom/Ignatia.

৬. অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে চোখ আক্রান্ত হলে– Natrum Mur.

৭. অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার কুফলে চোখ আক্রান্ত হলে– Arg. Nit/N.Phos.

৮. অতিরিক্ত দুধ পানে চোখ আক্রান্ত হলে– Arg. Nit/ N.phos.

৯. আফিং, ভাং, সিদ্ধি, গাঁজা খাওয়ার যে কোন কুফল দূর করতে আধ-কাপ পানিতে ৫ ফোঁটা Lexin Q মিশিয়ে এক চা চামচ করে আধা ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

## চিকিৎসাকালীন বিধি-নিষেধ

১. ওষুধ সেবনের আধ ঘণ্টা হতে এক ঘণ্টার মধ্যে পানাহার নিষিদ্ধ।

২. মহিলাদের মাসিকের সময় চারদিন পর্যন্ত Antipsoric ওষুধ সেবন নিষিদ্ধ।


www.pathagar.com

৩. চিকিৎসা চলাকালে :

ক. ত্রিফলার পানি, জোয়ান বা মৌরি ভেজান পানি ও কোন প্রকার জোলাপ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

খ. সুবাসিত পানীয় পান ও সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গ. টুথ পাউডার, টুথ পেস্ট ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ঘ. মসলা, মরিচ, পিঁয়াজ অতিমাত্রায় খাওয়া নিষিদ্ধ।

৪. স্নায়ুরোগীর জন্য টক জাতীয় ফল, অম্বল খাওয়া নিষিদ্ধ।

৫. মিষ্টি ফল অতিমাত্রায় খাওয়া নিষিদ্ধ।

৬. ধাতু দৌর্বল্য রোগীদের ডিম ও বাচ্চা মুরগির গোশ খাওয়া নিষিদ্ধ।

৭. পাকস্থলী দুর্বল রোগীদের জন্য ঝাল, আদা, তিতাজাতীয় সামগ্রী, এলাজ, দারুচিনি পরিত্যাজ্য।

৮. কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে পেটে বায়ু জমে এমন খাদ্য বা সবজি খাওয়া নিষিদ্ধ।

৯. শুঁটকি বা বেশি মসলা সহকারে রান্না করে গোশ খাওয়া দূষণীয়।

১০. পেটে বায়ু জমে এমন রোগীদের কেবল দুধ অপথ্য কিন্তু কোন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দুধ খেলে সহজে হজম হয়।

১১. ধূম পান ও নস্যি ব্যবহার নিষিদ্ধ; তবে ধূম পান অপেক্ষা নস্যি অধিকতর অনিষ্টকর। কারণ নস্যিতে ওষুধ গুণসম্পন্ন উপাদান থাকে।

১২. বয়স্কদের কফি পান একেবারেই নিষিদ্ধ; ত্রিশ বছরের অধিক বয়স্কদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে কফি পান বন্ধ করা উচিত, নচেৎ ক্ষতি হতে পারে। আর ত্রিশ বছরের নিচের বয়সের লোকের হঠাৎ কফি পান বন্ধ করলেও কোন ক্ষতি হয় না।

১৩. প্রতিদিন হালকা লিকারের এক কাপ চা পান করা যেতে পারে কিন্তু চা পান না করাই উত্তম।

১৪. মদ পানকারীরা মদের সাথে বেশি করে পানি মিশিয়ে পান করতে থাকলে তাদের জন্য মদ পানের অভ্যাস ত্যাগ করা সহজ হয়।

১৫. কর্পূর বা ফিটকিরি মেশানো কোন খাদ্য খাওয়া ঠিক নয়।

১৬. পুরাতন আমাশয়ের রোগীর ডাল ও আটা হতে প্রস্তুত কোন খাবার ও বেশি পরিমাণে তরকারি বা শাক খেলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১৭. আহারের এক ঘণ্টা আগে বা পরে পানি পান উত্তম, আহারের সময় পরিতুষ্ট হয়ে পানি পান নিষিদ্ধ।


www.pathagar.com

স্মরণযোগ্য :

i) সকালে খালি পেটে পানি পানে গ্যাস্ট্রিকসহ কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়।

ii) পানে জর্দা খাওয়া ও গালে চুন-তামাক বা গুল রাখা ক্ষতিকর।

iii) অচির রোগে আকাঙ্ক্ষিত খাদ্য প্রদান করা সঠিক এবং আকাঙ্ক্ষিত অন্য কিছু যেমন তাপ, বাতাস, ঠাণ্ডা, চা পান সঠিক।

iv) শোথে লবণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

v) দুধ-কলা একত্রে খাওয়া গুরুপাক।

vi) বাতে ডিম, গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ।

vii) বহুমূত্রে মিষ্টি জাতীয় খাবার, গোল আলু, ভাত নিষিদ্ধ। কিন্তু মিষ্টি আম খাওয়া যেতে পারে।

# Miasmatic রোগীর শ্রেণী বিভাগের তুলনা

## ক. Psoric

১. বাহ্যিক গঠন স্বাভাবিক থাকে,

২. খুব আমুদে কিন্তু খুব সজাগ ও তৎপর,

৩. উদ্ভূত চুলকানিতে সুখবোধ ও জ্বালা,

৪. অবান্তর ও আকাশ-কুসুম কল্পনা,

৫. অনলবর্ষী– যেন কথা ফুরায় না,

৬. খুব গরম খাদ্য পছন্দ,

৭. সামান্যেই ক্লান্ত, বারবার শোয়, কিন্তু সকল কাজ দ্রুত করে,

৮. বক ধার্মিক, তাই মুখে ধর্মেরই বুলি থাকে,

৯. যে কোন সময় রোগের বৃদ্ধি,

১০. মুখের স্বাদ কখনও টক, কখনও তিতা, কখনও মিষ্টি,

১১. ক্ষমা করতে দ্বিধা করে না,

১২. হিসাব সঠিক-বেঠিকের ধার ধারে না,

১৩. ভাজা, অর্ধসিদ্ধ, টক, মিষ্টি প্রিয়,

১৪. বয়স্কদের দুধ অসহ্য,

১৫. প্রবল ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা,



www.pathagar.com

১৬. মলমূত্র ত্যাগ, ভূত ও গান করার স্বপ্ন দেখে,
১৭. ন্যাস্ট্রিক- হাত পা না ধুয়েই খেতে বসে,
১৮. সহসা মাথা ঘামে না,
১৯. রোগ রোগ শুচিবাই ও ভয় তরাসে,
২০. মেজাজ রুক্ষ।

**রোগসমূহ :** অন্ধকার, ভূত ও অপরিচিত ব্যক্তির ভয়, কাল্পনিক ভয়, কোষ্ঠবদ্ধতা ও ডাইরিয়া, পেট ফাঁপা, স্তন প্রদাহ, কানে ভুসির মত পদার্থ জন্মায়, সামান্যে নাক বন্ধ, নাক হতে রক্ত স্রাব, মাসিক সংক্রান্ত বিপর্যয়, সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, জড্ডিস, হাঁটতে পা খট খট করে, এক স্থানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কোন কিছু অধিক প্রিয়তা বা অপ্রিয়তা, একাকী কথা বলে, রাগে শরীর কাঁপে, চুলকানিযুক্ত চর্ম পীড়ায় সুখকর চুলকানির পর জ্বালা, ঝড়-বৃষ্টির পূর্বে ঘন ঘন প্রস্রাব বেগ ও হাঁপানির উদ্ভব, কোন কিছুর নাম মনে থাকে না, পেট ব্যথা ও পেট ফাঁপা, সামান্য শ্রমে ক্লান্তি, হৃদ প্রদাহ, শোথ, গলগণ্ড, বদমেজাজী, প্রায়ই ফোঁড়া ও আঙ্গুল হাড়া হয়, আংশিক মাথা ব্যথা, অস্বাভাবিক কামোন্মত্ততা, দৃষ্টিভ্রম ও চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু ঘোরে, ব্রণ, ঘাড়ের গ্রন্থি ফোলে, শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাশি, মুখ শুষ্ক, মাথা ব্যথা— সূর্যলোকের সাথে সম্পর্কিত, চুলের শুষ্কতা ও চুল ওঠা ও অকালে চুল ওঠা, চুল না ভিজিয়ে আঁচড়ান যায় না ইত্যাদি।

## খ. Psychotic

১. আঙ্গিক বিকৃতি ঘটে,
২. মনুষ্যত্ব হারায় ও পাগলপ্রায়,
৩. দেহে আঁচিল দেখা দেয়,
৪. বদ্ধমূল ধারণা,
৫. এক কথা বারবার বলে, কথা চিবিয়ে বলে,
৬. অল্প গরম খাদ্য ও খুব ঠাণ্ডা পছন্দ,
৭. যে কোন কাজে লেগেই থাকে,
৮. অধার্মিক– ধর্ম পছন্দ করে না,


www.pathagar.com

৯. দিনে বৃদ্ধি,
১০. মুখের স্বাদ আঁশটে,
১১. শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা করে,
১২. এক হিসাব বারবার করে,
১৩. লবণ-ঝালসমৃদ্ধ খাদ্য ও সবজি জাতীয় খাদ্য পছন্দ,
১৪. চর্বিযুক্ত খাদ্য অসহ্য,
১৫. ক্ষুধা থাকে কিন্তু খেলে অশান্তি,
১৬. সাপের, উড়ে যাওয়ার, মৃতদেহের স্বপ্ন দেখে,
১৭. খুব ঘিনঘিনে ও শুচিবাইপ্রবণ,
১৮. দেহ খুব ঘামে,
১৯. সন্দেহপ্রবণ, তাই ডাক্তারকে রোগের কথা বুঝিয়ে বলার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে, রোগের উপর মনে পড়ে থাকে,
২০. মেজাজ খিটখিটে।

**রোগসমূহ :** বসন্ত, হাঁপানি, রক্তচাপ, বাত, টিউমার, আঁচিল, বাধক, বন্ধাত্ব, যৌনরোগ, নখ মোটা, কুগঠন ও নখকুনি, প্রসব সংক্রান্ত রোগ, অল্প বয়সে চুল পাকা, পেশী শক্ত ও ফোলা, আমাশয়, শোথ, মৃগী, খোঁড়া, কুঁজো, বহুমূত্র, লৌহিত কণিকা ধ্বংস, টাইফায়েড, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগ, টাক, চুল ওঠা, গ্যাস্ট্রিক, স্মৃতিহীনতায় বহু দিনের বিষয় মনে থাকে কিন্তু সাম্প্রতিক বিষয় ভুলে যায়, পুঁজশূন্য ব্রণ, মাথা ধরা, সঞ্চালনে উপশম, অণ্ডকোষ বৃদ্ধি, ছিদ্র পথে যন্ত্রণাদায়ক স্রাব নিঃসরণ, কাশি, সূতিকা জ্বর, পাগল, চোখের ছানি, প্রদর, হাম-বসন্ত, আঁশটে গন্ধ (নির্দিষ্ট চারিত্রিক লক্ষণ), সাইকোটিক দোষে স্ত্রী মাতৃত্ব হারায় ও পেটের আক্ষেপিক ব্যথা।

সাইকোটিক রোগীকে প্রথমে Medo CM এক মাত্রা প্রয়োগ শেষে নির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগে রোগ আরোগ্যের পথ সুগম করে। অন্যথায় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না অথবা নির্দিষ্ট ওষুধ একেবারেই কাজ করে না।

## গ. Syphilitic

১. মনের বিকৃতি ঘটে, নবজাত শিশুর অঙ্গ বিকৃতি ঘটে,
২. ভাল-মন্দ বুঝার অভাব, তাই সন্ত্রাসী হয়,


www.pathagar.com

৩. চুলকানিহীন উদ্ভেদ ও দেহে অতিরিক্ত চুল থাকে,
৪. বোকা বকেশ্বর, মনের ক্রিয়ার জড়ত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্প্রভ,
৫. কথা বলতেই চায় না, প্রায়ই মুখ বুজে থাকে, একা থাকতে চায়,
৬. ঠাণ্ডা খাদ্য পছন্দ,
৭. অলসতা ও জড়তাযুক্ত,
৮. ধন-সম্পদে অনীহা,
৯. রাতে রোগ বৃদ্ধি,
১০. ধাতব স্বাদ,
১১. ক্ষমা করতেই জানে না,
১২. হিসাব করতেই পারে না,
১৩. মাদকদ্রব্য পছন্দ,
১৪. গোশত অপছন্দ,
১৫. ক্ষুধা বেশি কিন্তু খেলেই উপসর্গ বৃদ্ধি,
১৬. হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিকাণ্ড, বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে,
১৭. বারবার হাত-পা ধোয়ার প্রবণতা,
১৮. মাথা ঘামে বেশি এবং ঘামে বৃদ্ধি, ঘামে খুব দুর্গন্ধ,
১৯. ডাক্তারকে রোগের কথা বুঝিয়ে বলতেই পারে না, কথার মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে।
২০. গভীর হিংস্রতাপূর্ণ মেজাজ।

**রোগসমূহ :** ক্যানসার, ধবল, পক্ষাঘাত, গ্ল্যান্ড স্ফীতি, মুখ গহ্বরের পীড়া, চুলে জট পাকে, ছানি বাদে চোখের যাবতীয় রোগ, অন্ধত্ব, নখ কাগজের মত পাতলা, বেটে, ভ্রূ ও থোকায় থোকায় চুল ওঠে, মাথা ব্যথা— মাথার পিছনে শুরু ও রাতে বৃদ্ধি, নাসিকা ও গলায় ক্ষত, সদ্যোজাত শিশুর পঙ্গুত্ব, ক্ষত, অস্থি বিকৃতি, দুর্গন্ধযুক্ত রোগ, হাজা, পচন জাতীয় রোগ, আত্মহত্যার ইচ্ছা, কানে গোশত-পচা গন্ধযুক্ত পুঁজ, চর্মে ফোসকা ও ক্ষত, আমাশয়, চুলকানিহীন উদ্ভেদ, মাথায় প্রচুর ঘাম, অর্শ, দাঁত বিকৃতি, শিশুদের ব্রহ্মরন্ধ্র ফাঁক থাকে ইত্যাদি।

সিফিলিটিক রোগী চিকিৎসার প্রারম্ভে Syphilinum CM এক মাত্রা প্রয়োগের পর নির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগে অনাভাবিত ক্রিয়া করে রোগ আরোগ্যে সাহায্য করে। অন্যথায় নির্বাচিত ওষুধ রোগ আরোগ্য অকৃতকার্য হয়।


www.pathagar.com

## ঘ. Tubercular

১. চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পায়,
২. একই কাজে অনীহা,
৩. লক্ষণ অজ্ঞাত,
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. স্বাদ পচা বা রক্তের মতো,
১১. লক্ষণ অজ্ঞাত,
১২. ঐ
১৩. লবণাক্ত মাছ-মাংস প্রিয়,
১৪. শিশুর দুধ অসহ্য,
১৫. ক্ষুধা বেশি কিন্তু খেলেই উপসর্গ বৃদ্ধি,
১৬. লক্ষণ অজ্ঞাত,
১৭. ঐ
১৮. হাত-পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘাম,
১৯. লক্ষণ অজ্ঞাত,
২০. ঐ

**রোগসমূহ :** হাম, কুষ্ঠ রোগ, পলিও, দাদ, রিকেটস, হুপিং কাশি, কৃমি দোষ, নখ টুকরো টুকরো হওয়া, চুল শনের মত শক্ত, মাথায় সরস খুসকি, চোখের পাতায় গোটা, যে কোন অঙ্গের তাপোচ্ছ্বাস, শিশুকালে দাঁত পচে যায়, শিশু ও যুবকদের চোখের তারা খুব প্রসারিত, গালে গোলাকার লাল দাগ সন্ধ্যায় স্পষ্ট হয়, শিশু মাথায় আঘাত পেলে, উদরী, শীর্ণতা, শয্যাক্ষত, উন্মাদ, বিছানায় প্রস্রাব, কার্বাঙ্কল, যন্ত্রণাবিহীন স্বর ভঙ্গ, যন্ত্রণাবিহীন অন্ধত্ব, উঁচুতে উঠতে শ্বাসকষ্ট, মাসিকের আগে-পরে প্রদর স্রাব, বংশপরম্পরায় বাহিত রোগ, জন্মলগ্ন থেকে নানা রোগে আক্রান্ত, দ্রুত পদে হাঁটতে পারে না, যে কোন স্থান হতে রক্ত পড়ে (আঘাতের কারণে নয়) ইত্যাদি।


www.pathagar.com

## রোগ প্রতিষেধক ওষুধাদির প্রয়োগ পদ্ধতি

রোগ-বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত ও পূর্বপুরুষদের দেহ হতে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শিশু দেহের Miasm ধ্বংসকল্পে যে ওষুধসমূহ প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে প্রতিষেধক ওষুধ বলা হয়।

**প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগের পদ্ধতি :** প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে শিশুর জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর Sulphur 30 একটি অনুবটিকা আধা কাপ বিশুদ্ধ পানিতে মিশিয়ে তা হতে চা চামচের এক-চতুর্থাংশ সেবন করতে হবে।

অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ওষুধসমূহ প্রয়োগ করতে হবে। যেমন :

১. **যক্ষ্মা :** যে শিশুর পূর্বপুরুষের (পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, চাচা, ফুফু, নানা-নানী, মামা-খালা) যক্ষ্মার ইতিহাস আছে সেসব শিশুর জন্মের এক বছর পূর্তি হওয়ার পর দু'মাস অন্তর Tuberculinum Bovinum 10m, 50m ও CM শক্তি প্রতিটি পরপর দুদিনে দুমাত্রা করে সেবন করানো উচিৎ।

২. **বসন্ত :** শিশুর জন্মের এক বছরের মধ্যে সপ্তাহান্তর Malandrinum 200 বা Variolinum 200 তিন মাত্রা সেবন করানো উচিৎ।

৩. **নিউমোনিয়া :** শিশুর জন্মের ৮/৯ মাসে সপ্তাহান্তর তিন দিন Neumoxin 200 শক্তির একটি অনুবটিকা আধ কাপ পানিতে মিশিয়ে দশবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে তা হতে চা চামচের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ওষুধমিশ্রিত পানি প্রয়োগ প্রযোজ্য।

৪. **পলিও :** শিশুর জন্মের তৃতীয় মাসের প্রথম, সপ্তম ও চতুর্দশ দিবসে Lathyrus 200-এর একটি অনুবটিকা আধ কাপ পানিতে মিশিয়ে দশবার ঝাঁকি দিয়ে তা হতে চা চামচের এক-চতুর্থাংশ মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

৫. **ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস :** শিশুর জন্মের ৩-৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নাভি পড়ার পূর্বে Hypericum 200 শক্তির একটি অনুবটিকা আধ কাপ পানিতে মিশিয়ে তার এক সিকি চা চামচ খাওয়াতে হবে। উক্ত পানি-মিশ্রিত ওষুধ শিশিতে R.S. সংযোগ করলে তা মাসাধিককাল অবিকৃত থাকবে। উক্ত সংরক্ষিত মিশ্রণ শিশুর জন্মের ত্রয়োদশ ও একবিংশ দিবসে দশবার করে ঝাঁকি দিয়ে এক মাত্রা করে খাওয়াতে হবে।


www.pathagar.com

৬. **ডিপথেরিয়া :** শিশুর জন্মের দ্বিতীয় মাসের প্রথম, সপ্তম ও চতুর্দশ দিবসে Diptherinum 200 শক্তির একটি অনুবটিকা আধ কাপ পানিতে মিশিয়ে ১০ বার করে ঝাঁকি দিয়ে সেবন করাতে হবে।

৭. **ডেঙ্গু জ্বর :** ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাবে Eupatorium Perf 200 শক্তির দুই মাত্রা ১৫ দিন অন্তর সেব্য।

৮. **হাম :** শিশুর জন্মের ৬/৭ মাসে Molibdinum 200 বা Morbilinum 200 বা Pulsatilla 200 শক্তির একটি অনুবটিকা আধ কাপ পানিতে মিশিয়ে ১০ বার ঝাঁকি দিয়ে তা হতে সিকি চা চামচ মাত্রায় এক সপ্তাহান্তর এক মাত্রা করে মোট তিন মাত্রা সেবন করাতে হয়।

৯. **হুপিং কাশি :** শিশুর জন্মের চতুর্থ মাসের প্রথম, সপ্তম ও চতুর্দশ দিবসে Pertusin 200 বা Drosera 200 শক্তির একটি অনুবটিকা আধ কাপ পানিতে মিশিয়ে দশবার করে ঝাঁকি দিয়ে তা হতে এক সিকি চা চামচ মাত্রায় প্রয়োগ প্রযোজ্য।

১০. **স্কার্লেট ফিভার :** Belledona 200 দিনে ২ মাত্রা করে ৩ দিন সেব্য।

১১. **শিশুর দাঁত ওঠার সমস্যা প্রতিরোধ :** শিশুর জন্মের প্রথম সপ্তাহে Sulphur 200 শক্তির একটি অনুবটিকা, এক মাস পর আরো এক অনুবটিকা সেবন করিয়ে তৃতীয় মাসের শেষে Cal. Carb 200 শক্তির একটি অনুবটিকা সেবন করানো উচিৎ।

## রোগমুক্ত শিশুর জন্ম লাভে গর্ভিণীর চিকিৎসা

১. পিতামাতার চর্মরোগ থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য Sulph 30.

২. পিতামাতার দুর্গন্ধযুক্ত চর্মরোগ থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– Psorinum 30.

৩. পিতামাতার অস্থি বিকৃতি থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– Silicea 30.


www.pathagar.com

৪. পিতামাতার বাত রোগ/ গনোরিয়া থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা Medo 10M সেব্য।

৫. পিতামাতার হাঁপানি থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– N. Sulph/ Thuja 200.

৬. পিতামাতার সিফিলিস ক্ষত থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– Syphilinum 200.

৭. পিতামাতার ক্যানসার থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– Thuja/ Carsinocin 200.

৮. পিতামাতার যক্ষ্মা থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– Tuberculinum/ Bacilina 1M.

৯. পিতামাতার গণ্ডমালা থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– Cal. Carb 30.

১০. পিতামাতার ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা থাকলে গর্ভিধারিণী মাকে প্রতি মাসে এক মাত্রা সেব্য– Tuberculinm 1M.


www.pathagar.com

# ওষুধের নাম

**Aconitum Napellus (শীতকাতর) Aconite Nap :** আমেরিকার 'কাঠ বিষ' নামক গাছ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতা যে কোন রোগে।
২. জনবহুল স্থানে যেতে ভয়।
৩. সকল খাদ্যই তিতা।
৪. কলেরায় প্রচণ্ড পেট ব্যথা।
৫. প্রসূতি বলতে থাকে, 'এবার আমি বাঁচব না।'
৬. ঘন ঘন বেশি বেশি পানি পান ও জ্বালা।
৭. মনে করে, বুদ্ধি তার পেট হতে আসছে।
৮. মৃত্যুর দিন তারিখ বলে দেয়।
৯. খুব ভীত। হঠাৎ ভয় পেয়ে সৃষ্ট রোগ।
১০. মনে করে যেন মুখমণ্ডল বড় হয়েছে!
১১. প্রচণ্ড শীত বা ঠাণ্ডা এবং প্রচণ্ড গরমে রোগাক্রান্ত।
১২. কাশির সময় গলায় হাত দিয়ে ধরে।
১৩. শিশুরা জননেন্দ্রিয়ে হাত দেয়।
১৪. অতি সামান্য অসুখেও মানসিক উৎকণ্ঠা।

অনুপূরক : Bryonia.
ক্রিয়ানাশক : Nux Vom.
অপথ্য : টক ফল, কফি, দুধ, মদ, ভিনিগার, লেমনেড।
কার্যকাল : ৫মি.-৩দিন।

**Actea Recemosa (Cimicifuga) শীতকাতর :** আমেরিকার 'ব্ল্যাক স্নেক রুট' নামক গাছ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. মাসিকের সময় স্রাব যত বেশি যন্ত্রণাও তত বেশি। ব্যথা আড়াআড়িভাবে চলে।

☆২. যে কোন ব্যথা সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি কিন্তু জোরে চাপ দিলে উপশম।

৩. মনে হয় মাথার খোলা তালু দিয়ে মাথায় বাতাস প্রবেশ করছে।

৪. পর্যায়ক্রমে দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বৃদ্ধি।

৫. মাসিকের সময় ব্যথা পাছা হতে অন্য দিকে আড়াআড়িভাবে চলে গেলে।

৬. এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে প্রবল বাচালতা।

৭. জরায়ুর দোষে শ্বাসকষ্ট বা হৃদস্পন্দন।

৮. প্রসবকালে শীত ও কাঁপুনি ব্যথা ক্রমাগত ঘুরে বেড়ায়, জরায়ুর মুখ খোলে না।

৯. রোগী বাচাল হলেও প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না।

☆১০. যে পাশে শয়ন করে সেই পাশের মাংসপেশী লাফায়।

১১. ঘাড়ের ব্যথা চোখে এসে যন্ত্রণা দেয়।

অনুপূরক : Medo.

ক্রিয়ানাশক : Aco, Gels, Puls.

কার্যকাল : ২-১২ দিন।

**Aesculus Hippocastanum (গরমকাতর) :** 'হর্স চেস্ট নাট' উদ্ভিদের টাটকা ফল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মলদ্বারে যেন একটি কাঠি ঢুকে আছে, তাই অস্বস্তি বোধ হয়।

☆ক. তাই এই লক্ষণবিশিষ্ট যে কোন অর্শে এ ওষুধ অমোঘ।

খ. অর্শগ্রস্ত রোগীর গলক্ষতে অমোঘ।

২. কোমর ব্যথা নিত্য সহচর, গর্ভাবস্থায় এত বৃদ্ধি পায় যে, ওঠার শক্তি থাকে না।

৩. মলত্যাগের পর কয়েক ঘণ্টাব্যাপী সরলান্ত্র পূর্ণতাবোধ ও মলদ্বারে তীব্র যাতনা।


www.pathagar.com

৪. গর্ভাবস্থায় পিঠ অবশ হয়ে যায়।

৫. কিছুই হজম করতে পারে না, টক উদ্‌গারসহ ক্রমাগত বমি ভাব।

অনুপূরক : N. Vom, Sulph.

ক্রিয়ানাশক : N. Vom.

কার্যকাল : ২০-২৫ দিন।

**Aetheusa Cynapium :** 'Fools Parsley' নামক পুষ্পিত অবস্থায় গাছ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগে অক্ষমতা (ডা: ক্লার্ক)।

☆২. দুধ পান মাত্র বড় বড় ছানার মত প্রচণ্ড বমি হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে পুনরায় দুধ পান করতে চায়, আবার বমি হয়, এরূপ চলতে থাকে।

৩. ডা: গ্যারেন্সি বলেন, বড়দের খাওয়ার এক ঘণ্টা পর বমি হয়।

☆৪. মূর্চ্ছা রোগী প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

৫. শিশু এত দুর্বল যে, দাঁড়াতে পারে না, মাথা সোজা করে রাখতে পারে না।

৬. দাঁতে লেগে মুখে ফেনা হয় এবং মাঢ়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৭. বাতের ব্যথায় কাউকে কাছে আসতে দেয় না।

স্মরণযোগ্য : 'বোকাদের ওষুধ' নামে পরিচিত।

অনুপূরক : Cal.Carb.

অপথ্য : উদ্ভিজ্জ অম্ল।

কার্যকাল : ২০-২৫ দিন।

**Argent Met (শীতকাতর) :** খাঁটি রূপো থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. বুকে, বিশেষ করে বাম বুকে এত দুর্বলতা যে, কথা বলতে, এমনকি শ্বাস নিতেও কষ্ট পায়।

২. বয়স অধিক মনে হয়।



www.pathagar.com

৩. বিনা কারণে বা সামান্য কারণে স্বরভঙ্গ।

✪৪. এমন বোকার মত আচরণ করে যে, আত্মীয়রাও বিরক্ত হয়।

৫. জরায়ুর শিথিলতাসহ বাম ডিম্বকোষে ব্যথা।

৬. অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয়ের কারণে স্নায়বিক দুর্বলতা।

৭. অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা করে বহুমূত্র ও ভয়তরাসে হয়।

৮. কাশির সাথে সহজে চটচটে শ্লেষ্মা ওঠে।

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Merc Sol, Puls, দুধ।

অপথ্য : দুধ।

নিষিদ্ধ : অধিক মাত্রায় ও ঘন ঘন প্রয়োগ।

কার্যকাল : ১৪-২১ দিন।

**Arnica Montana :** Walf Bane (লিউপাট নামক ইউরোপের এক প্রকার গাছ হতে প্রস্তুত।)

ধাতু দোষঘ্ন : না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. চিকিৎসক এলে রোগী চিৎকার করে বলে, 'আমার কোন রোগ নেই, আপনি যেতে পারেন, আপনাকে ডাকা হয়নি' অর্থাৎ রোগ হলেও নিজেকে সুস্থ মনে করে।

☆২. স্পর্শকাতরতার দরুন বাতের রোগী ব্যথার স্থানে স্পর্শের ভয়ে কাউকে নিকটে আসতে দেয় না অর্থাৎ যে কোন আঘাত এবং যে কোন রোগ তা আঘাতের ন্যায় ব্যথা বোধ।

✪৩. কঠিন রোগ হলেও বলে, আমার কিছুই হয়নি।

☆৪. কেবল মাথা ও মুখমণ্ডল গরম অবশিষ্টাংশ ঠাণ্ডা।

☆৫. যার উপরই শয়ন করুক, তা শক্ত বোধ হয়।

☆৬. মুখ ডিম পচা গন্ধযুক্ত বা ডিম পচা ঢেঁকুর।

☆৭. যান্ত্রিক আঘাত দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে।

৮. আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে, এমনকি হাড়ের আঘাতেও পুঁজ হলে।

৯. সর্বাঙ্গে আঘাত, ক্ষত, থেঁতলান ও টাটানোর ব্যথা।

☆১০. মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে অসাড়ে পেশাব করা।



www.pathagar.com

১১. অজ্ঞান অবস্থায়ও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে (Baptasia)।
১২. অনবরত প্রশ্ন করে।
১৩. প্রশ্নের জবাব প্রদানে বাধা দিলে রাগ বাড়ে (Acid Phos)।
১৪. অর্থের ক্ষতি হলে রোগ সৃষ্টি হয়।
☆১৫. জীবন্ত দাফন করার স্বপ্ন দেখে (Ignatia)।
১৬. সজ্ঞানে প্রলাপ, যেমন প্রলাপ বকলেও প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়।

অনুপূরক : Hypericum.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aconite Nap, ভিনিগার।
শত্রু ওষুধ : Acid Acetic.
অপথ্য : মদ, কর্পূর।
নিষিদ্ধ : কুকুর-বিড়াল কামড়ালে।
বর্জনীয় : তাম্র মুকুটের ধূম পান।
কার্যকাল : ৩-৭ দিন।

**Arsenic Sulph Flavum :** হলদে Sulphate of Arsenic থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. নির্দিষ্ট সময় অন্তর রোগ বৃদ্ধি (Ars. Iod) ।

**Antimonium Crudum (উভয় কাতর) :** Black Sulphide of Antimoni বা সুরমা হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. জিহ্বায় পুরু সাদা দুধের মত প্রলেপ।
২. গ্যাস্ট্রিকের রোগী খাওয়ার পরে মুখে খাদ্যের আস্বাদ পায়।
৩. নখ ফেটে শিঙের ন্যায় বস্তু জন্মে (Cal. Fluor)।
৪. পাতলা মলে শক্ত গুটলে থাকে।
৫. মনে হয় কানের সম্মুখে কাগজ আছে, তাই ভাল শুনতে পায় না।
৬. স্পর্শ করলে রাগ করে (Traentnla His)।


www.pathagar.com

৭. শিশুর দিকে তাকালে বা স্পর্শ করলে কাঁদে।
৮. আহারে অরুচি ও আহারান্তে বমি।
৯. ঠাণ্ডা পানিতে গোসল অসহ্য, তাতে যে কোন রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।
১০. রোদ ও গরম অসহ্য কিন্তু ব্যথার স্থানে উত্তাপ প্রয়োগে আরাম বোধ।
১১. চন্দ্র লোকে মনে আবেগ উপস্থিত হয়।

অনুপূরক : Sulph.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bryonia.
শত্রু ওষুধ : Aethusa.
অপথ্য : টক, মিষ্টি, রুটি।
নিষিদ্ধ : ঠাণ্ডা পানিতে গোসল।
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Antimonium Tart (উভয় কাতর) :** এন্টিমনি ও পটাশের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. প্রবল ও ঘন ঘন অদম্য বমি।
২. এক পা ঠাণ্ডা, অপর পা গরম।
৩. জিহবা সাদা ময়লাবৃত ও কিনারা লাল।
৪. বসে থাকলে স্রাব বেশি হয়।
৫. বুকে কফ জমে, অনেকদিন ধরে জ্বর থাকে।
৬. নিদারুণ দুর্বলতা ও নিদ্রালুতাসহ শ্বাসকষ্ট।
৭. মুখমণ্ডল নীলাভ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখ নিষ্প্রভ ও কোটরাগত।
৮. রাগ ভাব ও কোলে উঠতে চায়।
৯. টিকাজনিত কুফল (Thuja/ Silicea).

অনুপূরক : Sulph.
ক্রিয়ানাশক : China.
অপথ্য : দুধ, টক।


www.pathagar.com

নিষিদ্ধ : নিম্নশক্তি।
কার্যকাল : ১৫-২০ দিন।

**Apis Mellifia (খুব গরমকাতর) :** মৌমাছির বিষ বা মৌমাছির দেহ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Deep Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. প্রদাহে হুল ফুটানোর মত জ্বালা ও ফোলা।
২. গোলাপী রঙের উদ্ভেদ বা আমবাত।
৩. প্রস্রাব কম ও প্রস্রাবে কষ্টের সাথে পিপাসাহীনতা।
৪. চোখের নীচের পাতা ফুলে থলের মত হয়।
৫. প্রদাহ স্পর্শকাতর ও গরমকাতর।
৬. শিশু ডাইরিয়ায় মলদ্বার ফাঁক হয়ে থাকে।
৭. হৃদরোগে মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে (Cactus).
৮. যুবতীর হাত হতে জিনিসপত্র পড়ে যায়। এতে সে হাসে (Bovista).
৯. সামান্য কারণে ক্রোধ ভরে কাঁদে।
১০. মনে করে সবাই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।
১১. থেকে থেকে মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে ওঠে।

অনুপূরক : Sulph.
ক্রিয়ানাশক : Cantharis, লবণ, পিঁয়াজ।
শত্রু ওষুধ : Rhus, Phos, Psorinum.
অপথ্য : লবণ, মিষ্টি, কলা, পিঁয়াজ।
কার্যকাল : ১০-১৩ দিন।

**Apocynum Cannabium (শীতকাতর) :** পশ্চিম ভারতীয় শন থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজানা

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন কমাতে অদ্বিতীয়।
২. পর্যায়ক্রমে ডাইরিয়া ও শোথ— ডাইরিয়া থাকলে শোথ থাকে না, শোথ থাকলে ডাইরিয়া থাকে না।


www.pathagar.com

৩. প্রস্রাবের অভাব ও ঘামের অভাব।

৪. শোথে পেটে পানি জমে, পিপাসা প্রবল কিন্তু ঠাণ্ডা পানি পান করলে, পেট ব্যথা করলে বমি হয়ে যায়। কিন্তু গরম পানি পেটে থাকে।

৫. প্রস্রাব, ঘাম বা ঋতু বন্ধ হয়ে শোথ, কিন্তু দেহস্থ রস ক্ষরণ হেতু শোথে– China.

অপথ্য : পানি পান।

নিষিদ্ধ : অধিক মাত্রা ও বারবার ব্যবহার।

কার্যকাল : অনির্দিষ্ট স্বল্প সময়।

**Argentum Nitricum :** Silver Nitrate হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদের দিকে তাকালে মনে হয় ভেঙ্গে পড়বে।

২. বিল্ডিং-বেষ্টিত রাস্তা দিয়ে চলার সময় মনে হয় বিল্ডিংয়ের দেয়াল চেপে ধরবে।

৩. উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়তে প্রবল ইচ্ছা জাগে।

৪. দেহের বহির্ভাগ ঠাণ্ডা কিন্তু অভ্যন্তরে গরম বোধ।

৫. মনে হয় দেহের ভিতর কাঁপছে।

৬. মিষ্টি প্রিয়, মিষ্টি খেতেও পারে, আবার মিষ্টি খেলে সহ্যও হয় না, এমনকি অধিক মিষ্টি খেয়ে চোখে ক্ষতও হয়।

৭. ভবিষ্যতে কোন অমঙ্গল ঘটার আশঙ্কায় বলে, 'যদি অমুক দুর্ঘটনা ঘটে!' তাই কোথাও যেতে হলে দুর্ঘটনার ভয় পায়।

☆৮. হৃদরোগে বাম দিকে কাত হয়ে শুলে উপশম।

☆৯. শুষ্ক, ক্ষীণ দেহ, ক্ষয়িত গোশত, চুপসানো মুখ, কোটরাগত চোখ এবং দেখতে বৃদ্ধের মত।

☆১০. মল বালির মত হয়।

১১. কোথাও যাওয়ার অনেক আগেই প্রস্তুত হয়ে যায় এবং যাওয়ার পূর্বে মলত্যাগের ইচ্ছা হয় (Gels).

১২. মনে হয় দেহ বা দেহাঙ্গ বা আক্রান্ত স্থান বড় হয়ে গেছে।

১৩. কাজের সময়, কথা বলার সময় ব্যস্তত্রস্ত ভাব।


www.pathagar.com

১৪. ব্যবসায়ীদের মাথা ব্যথা করে।
১৫. মলের রং পরিবর্তন ও মলত্যাগে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।
১৬. সব সময় কাজের মধ্যে থাকতে চায় কিন্তু কিছুই করে না।
১৭. সকল স্রাব সবুজাভ।
১৮. মাসিক চলাকালীন মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে।
১৯. ব্যথার স্থানে কাঁটা ফুটে থাকা বোধ।

অনুপূরক : Lyco, Puls.
ক্রিয়ানাশক : Sulph, দুধ, লবণ।
শত্রু ওষুধ : Coffea.
অপথ্য : চিনি, দুধ, লবণ, ঠাণ্ডা খাবার।
নিষিদ্ধ : বারবার ব্যবহার।
কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Arseniccum Album (অত্যন্ত শীতকাতর) :** শ্বেত আর্সেনিককে দারমুচ বা সেঁকো বিষ বলে তা হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Very deep Psoric, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. জ্বালা (প্রদাহে বা ক্ষতে) উত্তাপ প্রয়োগে উপশম (A. Crude), কিন্তু মাথার জ্বালা ঠাণ্ডা পানিতে উপশম।
২. দিন-রাত ১২-২.৩০ পর্যন্ত বৃদ্ধি, তাই হাঁপানি রোগে রাত ১২টার পর বৃদ্ধিতে সামনে ঝুঁকে বসতে বাধ্য হয়।
৩ ক. সব সময় শারীরিক ফিটফাট থাকতে চায়। তাই বারবার মাথা আঁচড়ায় এবং পোশাক পরিপাটি করে রাখে।
খ. মনের ফিটফাটের জন্য বাড়িতে, শোবার ঘরে সব ঠিকঠাক রাখতে চায়। তাই দেয়ালে ঝালানো ঘড়ি বা পঞ্জিকা একটু বাঁকা হয়ে গেলে তা সোজা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না।
☆৪. অর্শ্বের জ্বালা চলাফেরায় বৃদ্ধি, কিন্তু পায়খানা করলে যন্ত্রণা থাকে না।
৫. আচ্ছাদন চায় না, আবার আলগা থাকলেই শীত লাগে।
৬. ঘন ঘন অল্প পানির পিপাসা, ছটফটানি ও গাত্রদাহ থাকবেই।


www.pathagar.com

৭. খুব ভীতু এবং মৃত্যুভয় অধিক।
৮. প্রশ্নের জবাব দেয় বোকার মত (Belledona).
৯. অনুনয় করে সাহায্য প্রার্থনা করে (Stramo).
১০. আইসক্রিম খেতে চায় (Tuberculinum).
১১. কাল্পনিক মূর্তি দেখে (Medo).
১২. জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বালা, তাপে উপশম।
১৩. খাদ্যবস্তু দর্শন ও গন্ধ অসহ্য (Colchicum).
১৪. অস্থির, তাই একবার এখানে, একবার ওখানে বেড়ায়।
১৫. শিশু এ কোলে ওকোলে বেড়াতে চায়।
☆১৬. পিপাসা, গাত্রদাহ ও ছটফটানি একত্রে থাকবেই।
১৭. মলমূত্র, প্রস্রাব, নিশ্বাস সবই দুর্গন্ধযুক্ত।
১৮. পর্যায়ক্রমে মাথা ব্যথা ও গেঁটে বাত।

অনুপূরক : Thuja.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom.
শত্রু ওষুধ : Ipecac ও Acid Acetic.
অপথ্য : মধু, আখের রস, ঠাণ্ডা পানাহার, শাক-সবজি।
নিষিদ্ধ : সমুদ্র গোসল ও ঠাণ্ডা পানিতে গোসল।
কার্যকাল : ৬০-৯০ দিন।

**Arsenic lodetum (গ্রীষ্মকাতর) :** আর্সেনিক ও আইওডিনের সংমিশ্রণ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Very deep Psoric, Psychotic, Deep Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. পানির পরিবর্তনে সর্দি লাগে।
২. অল্প গরম ও শীতে কাতর।
৩. হার্টের দুর্বলতার জন্য অল্প শ্রমে বুক ধড়ফড় করে।

অনুপূরক : Phos.
ক্রিয়ানাশক : Bryonia.
অপথ্য : আপেল ও ধূম পান।


www.pathagar.com

নিষিদ্ধ : পানির সাথে ব্যবহার।
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Asclepias Tuberosa :** Asclepias গাছের তাজা শিকড় হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. বাত কোনাকুনি বা বিপরীতভাবে আক্রমণ করে।
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Agaricus (শীতকাতর) :** মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. মেরুদণ্ডে ব্যথা, সামান্য চাপে বা সামান্য নড়লে স্পর্শকাতরতা।
২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া, স্পন্দন বা আক্ষেপ।
৩. দেহের যে কোন স্থানে আগুনের বা বরফের সুঁচ ফুটানো বোধ হয়।
৪. কোনাকুনিভাবে রোগের আক্রমণ, যেমন ডান বাহু ও বাম পা বা বাম বাহু ও ডান পা।
☆৫. অবিরত বিড়বিড় করে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে কথা বলে।
☆৬. যেখানে চুল সেখানেই চুলকানি (Rhustox).
৭. সহবাসের পর অত্যন্ত দুর্বলতা।
৮. সহবাসের পর রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি।
৯. রোগী গান করে, কথা বলে, কিন্তু উত্তর দেয় না।
১০. মুখমণ্ডল শীতল বোধ করে।
অনুপূরক : Tuberculinum.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Puls, তেল, চর্বি, মদ।
অপথ্য : কফি, তেল, চর্বি, মদ।
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Aloe Socotrina (গরমকাতর) :** মুসাব্বর গুল্মের রস হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. কোষ্ঠকাঠিন্যে গরম বায়ু নিঃসরণে পায়খানা হওয়া ছাড়াই স্বস্তিবোধ।

☆২. আমাশয় ও ডাইরিয়ায় গরম বায়ু নিঃসরণ থাকবেই।

৩. প্রস্রাব করলেই মল বের হয় (Acid Mur)। কিন্তু অজ্ঞাতে মল নিঃসরণে– Hyo.

৪. আঙ্গুরের থোকার মত অর্শ, মলত্যাগের পর রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে, ঠাণ্ডা পানিতে তা উপশম।

☆৫. শক্ত শুকনো মল বের হয় কিন্তু জানতে পারে না।

৬. আহারে বৃদ্ধি ও সকালে বৃদ্ধি।

৭. শিশুদের পুঁচকে হাগায়।

স্মরণযোগ্য : অধিক ওষুধ সেবনে সৃষ্ট রোগ নিরাময় এবং বিভিন্ন ওষুধ সেবনের বিশৃঙ্খলা দূর করতে সক্ষম।

অনুপূরক : Sulph.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom.

শত্রু ওষুধ : Alium Cepa, Alium Sativa.

অপথ্য : টক, ভিনিগার।

কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Alumen (শীতকাতর/ ডাঃ বরিকের মতে গ্রীষ্মকাতর) :** ফিটকিরি বা White Vitriol হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পক্ষাঘাতসদৃশ দুর্বলতা।

২. লেড কলিক বা সীসক শূল।

৩. নাভিমূলে ব্যথা বা আকর্ষণ।

৪. প্রদাহিত স্থানে কাঠিন্য।

৫. বৃদ্ধদের প্রাতঃকালীন কাশিতে সুতার ন্যায় কফ নির্গমন।

৬. সাত থেকে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত পায়খানা না হলেও অসুবিধা বোধ হয় না।

৭. ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে এবং চিৎ হয়ে শয়নে মাথা ঘোরা বৃদ্ধি।


www.pathagar.com

৮. ডান পাশে চেপে শয়নে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি।
৯. স্বামী সহবাস যন্ত্রণাদায়ক।
ক্রিয়ানাশক : N. Vom, Sulph, Chamo.
কার্যকাল : বহু দিন।

**Alumina (শীতকাতর) :** বিশুদ্ধ মাটি হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Deep Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. নরম মলও খুব কোঁথ দিয়ে নিঃসরণ করতে হয়।
২. মলাশয়ে প্রচুর মল সঞ্চিত না হলে মলবেগ হয় না।
৩. দেহের অসাড়তার কারণে প্রস্রাব ধীরে ধীরে নির্গত হয়।
৪. রক্ত দেখে অস্থিরতা ও আত্মহত্যার ইচ্ছা।
৫. ছুরি দেখলে আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে।
৬. চুলকিয়ে রক্ত বের না হওয়া পর্যন্ত চুলকানি মেটে না, পরে ব্যথা হয়।
৭. মন যেন স্বপ্নময়!
৮. শুষ্কতার দরুন ঘাম হয় না, সকল শৈল্পিক ঝিল্লিদ্বার ফেটে রক্ত বের হয়।
৯. বুদ্ধিবৃত্তির এত গোলমাল যে, প্রকৃতকেও অপ্রকৃত বোধ হয়, লিখতে, বলতে ভুল করে।
১০. চাউল খেতে ভালবাসে।
১১. বারবার মলত্যাগের প্রবৃত্তি হয়, কোঁথ দিলেই প্রস্রাব নির্গত হয় (ধাতুগত)।
১২. মনে হয় ডিমের সাদা অংশ মুখে শুকিয়ে লেগে আছে।
১৩. মনে হয় ত্বকে যেন পিঁপড়া চলে!
১৪. যেন মেরুদণ্ডের নিম্ন দেশে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড প্রবেশ করেছে!
১৫. পক্ষাঘাতসদৃশ দুর্বলতা ও স্মৃতিভ্রংশ।
১৬. আলু অসহ্য।
অনুপূরক : Argent Met.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bryo.
শত্রু ওষুধ : Chamo.


www.pathagar.com

অপথ্য : মাছ , গোশ, আলু, ঠাণ্ডা খাবার।
কার্যকাল : ৪০-৬০ দিন।

**Anacardium Oriental :** এশিয়ার শুকনো পর্বতবহুল জঙ্গলে ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এক প্রকার বৃক্ষের ফলের ভিতরে উৎপন্ন তরল পদার্থ যাকে 'ভেলা' বলা হয় যা দিয়ে ধোপারা কাপড়ে দাগ দেয়, তা হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Deep Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসপূর্বক বা অতিরিক্ত হস্ত মৈথুনের কুফলে সৃষ্ট স্মৃতিভ্রংশ।

☆২. শিক্ষার্থীরা সব মুখস্থ করে হঠাৎ সব ভুলে যায়, তাই পরীক্ষা আসলে ভয় পায়।

৩. শপথ করার বা অভিসম্পাত করার অদম্য ইচ্ছা।

৪ ক. বৃদ্ধিবৃত্তি ভ্রান্ত বা ভ্রান্ত ধারণায় জর্জরিত, যেমন একাকী চলার সময় মনে করে তার পিছনে পিছনে কেউ আসছে বা নিজ পরিবারের লোকজনকেও পর ভাবে বা এক কাজ করতে করতে অন্য কাজে আকৃষ্ট হয়।

☆খ. দৃশ্য বস্তু অবস্থান হতে দূরে বলে মনে হয়, ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না, মনে করে সে প্রেতাত্মা, মনে করে এক কাঁধে দেবতা, অন্য কাঁধে দৈত্য বসে আছে ভাবে, দেহ এক ব্যক্তি ও মন ভিন্ন ব্যক্তি।

○৫. ক্ষুধা কম কিন্তু আহারে সব কষ্ট বা উপসর্গের উপশম।

৬. মলবেগ মলদ্বারেই থেকে যায় এবং মলদ্বারে ছিপিবদ্ধবৎ অনুভূতি।

○৭. পরীক্ষা আসলে অসুস্থ হয়।

৮. মনে হয় যেন মলদ্বারে ছিপি আটকান আছে (Sepea).

৯. নাম ভুলে যায়।

○১০. কী কাজ করবে সিদ্ধান্তে আসতে পরে না– এক কাজ শেষ না হতেই অন্য কাজে যেতে হয়। আবার ঐ কাজ করতে গেলে অন্য কাজের খেয়াল আসে। এভাবে কোন কাজই সমাধা আনতে পারে না।

ক্রিয়ানাশক : Rhus, Coffea, Croton, Ranan B ও কফি।


www.pathagar.com

ক্রম : অম্লশূল ব্যথায় ২০০ শক্তি হতে উচ্চক্রম।
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Anagalis :** ইউরোপ ও আমেরিকাজাত স্কার্লেট পিমপানেল নামক গাছড়া হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজানা।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. ত্বকের সমস্ত স্থানে গোলাকৃতি শুকনো, কর্কশ উদ্ভেদ, চুলকালে ময়দার মত গুঁড়ো ওঠে।
২. হাতের ত্বক শুকনো, খসখসে, চটচটে, দেখতে কুশ্রী।
৩. সব সময় হাসি মুখ, স্ফূর্তিবাজ ও উৎফুল্ল দেখায়।
৪. গলার মধ্যে চেঁচে ফেলার ন্যায় শুষ্কতা ও স্বরভঙ্গ, আহারে বৃদ্ধি।

ক্রিয়ানাশক : Rhus, Colo, Coffea.
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Asarum European :** ইউরোপিয়ান 'Snake roof' নামক গাছড়া হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজানা।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চক্ষু অবশ ও ঠাণ্ডা বোধ।
২. হাঁটার সময় গড়িয়ে চলার অনুভূতি।
৩. সিল্ক ও কাগজের শব্দ অসহ্য।

অপথ্য : উদ্ভিজ্জ অম্ল, ভিনিগার।

**Ambragrisia (গৃস্মকাতর) :** তিমি মাছের অন্ত্র বিষ্ঠার মধ্যকার বস্তু থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মানসিক লক্ষণ, সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে কাউকে কোন প্রশ্ন করে তার উত্তর শোনার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করে।


www.pathagar.com

২. মনে হয় ঘুম আসছে কিন্তু শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম চলে যায়।
৩. কারো উপস্থিতিতে ও সকল দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ বৃদ্ধি।
৪. যৌবনেই অকাল বার্ধক্য এসে পড়ে।
৫. কারো উপস্থিতিতে যে কোন কাজ করা বা পেশাব-পায়খানা ত্যাগ করা অসম্ভব।
৬. মাসিকের সময় বাম পায়ের শিরাগুলো ফুলে নীল বর্ণ হয়।
৭. মনে নানা স্বপ্নের জাল বুনে।
৮. প্রায়ই অপ্রিয় বিষয় ভাবে।
৯. সঙ্গীত অসহ্য এবং সঙ্গীত শুনলে কান্না আসে।
১০. ঢেঁকুর উঠলেই কাশি লাগে।
১১. সহবাসে শ্বাসকষ্ট।
১২. স্নায়বিক দুর্বলতাবশত দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ ও কোষ্ঠকাঠিন্য ও বহুমূত্র দেখা দেয়।

ক্রিয়ানাশক : Camphor, Coffea, Puls, Nux.
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Ammon Carb (শীতকাতর) :** Smelling Salt হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. অগভীর নিদ্রালুতা অনেক রোগের চরিত্রগত লক্ষণ।
২. গলায় কফে ঘড়ঘড় শব্দ হলেও কাশলে শ্লেষা ওঠে না।
৩. সকালে মুখ ধোয়ার সময় নাক হতে রক্তস্রাব।
৪. রাতে নাক বন্ধ থাকে, তাই মুখ দিয়ে শ্বাস চালায়।
৫. প্রতিদিন ভোর ৩-৪টা পর্যন্ত কাশি।
৬. শিশু গোসল পছন্দ করে না (Antim Crude)।
৭. কাঠ কয়লার গ্যাসের বিষক্রিয়ায় অমোঘ।
৮. হৃদ দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট, কথা বলতে পারে না।
৯. মাসিকের সময় ভেদ-বমি।

অনুপূরক : Sambucus.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arnica, Heper Sulph.


www.pathagar.com

শত্রু ওষুধ : Lachesis.
নিষিদ্ধ : ঠাণ্ডা পানিতে গোসল।
ক্রিয়ানাশক : উদ্ভিজ অম্ল, অলিভ অয়েল, ক্যাস্টর অয়েল।
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Ammon Mur (গরমকাতর)** : Ammon Chloride বা নিশাদল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Deep Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মোটা, অলস এবং যাদের দেহের অংশ বড় ও স্থূল কিন্তু পা দুটো সরু, তাদের উপযোগী ওষুধ।
২. মারাত্মক কোষ্ঠকাঠিন্যে শক্ত মল, খুব চাপ দিলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।
৩. স্বপ্নে নিজেকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে দেখে।
৪. মাসিকের পূর্বে নাভির চারদিকে কামড়ায় এবং প্রতিবার প্রস্রাব করার পর ডিমের সাদা অংশের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়।

ক্রিয়ানাশক : Nux, Heper, Coffea, ভিনিগার।
কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Abis Nygra (শীতকাতর) :** আমেরিকার ঝাউগাছের মত এক প্রকার গাছের আঠা থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. ডাঃ গ্যারেন্সি বলেন, খাওয়ার পর পাকস্থলীর যন্ত্রণা সব ক্ষেত্রে থাকে এবং মনে হয় পাকস্থলীর উপরের স্থানে একটি শক্ত সিদ্ধ ডিম আটকে আছে।
২. দুপুর ও রাতে খুবই খাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু সকালে ক্ষুধা থাকে না।

কার্যকাল : অজানা।

**Abis Canadensis (শীতকাতর) :** সাধারণ নাম হেমলক। আমেরিকা ও কানাডার এক প্রকার গাছের ছাল ও কুঁড়ি হতে প্রস্তুত।


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. এর অদ্ভুত অনুভূতি হল– মনে হয় দক্ষিণ ফুসফুস ও লিভার যেন ছোট এবং শক্ত হয়ে গেছে।

**Abrotenum (শীতকাতর) :** সাধারণ নাম সাউদান উড। দক্ষিণ ইউরোপে জন্মে।

ধাতু দোষঘ্ন : Posoric, Psychotic ও গভীর Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. নিষ্ঠুর কিছু করার ইচ্ছা মনে জাগে এবং তা করেও থাকে।
২. মনে হয় পাকস্থলী যেন পানিতে সাঁতার কাটছে।
৩. খুবই ক্ষুধা কিন্তু বদহজমসহ শিশুদের পায়ের দিক হতে শীর্ণতা শুরু হয়।
৪. হাত-পায়ের গিঁটে বাত ব্যথা।
৫. নাভি কেটে রক্ত পড়া বন্ধ হয় না।
৬. পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ।
৭. কোষ্ঠবদ্ধতায় বৃদ্ধি ও ডাইরিয়ায় উপশম।
৮. বাচালতা।

কার্যকাল : দীর্ঘক্রিয়াসম্পন্ন।

অনুপূরক : Aco, Bryo.

ক্রম : 30—CM.

**Abisinthinum (কাতরতা—অজ্ঞাত) :** কমনওয়ার্থ উড নামক গাছড়ার ফুল ও আতা হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চুরি করা বাতিক, অন্য কাজ করতে চায় না।
২. হঠাৎ প্রবল মাথা ঘোরায় পিছন দিকে পড়ে যেতে চায়।

কার্যকাল : অজানা।

**Agnus Castus (শীতকাতর) :** ইউরোপের এক প্রকার গুল্মের ফল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : না।


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. একটি বাক্য বুঝতে দুবার পড়তে হয়।

২. ভ্রমণজনিত কারণে কুঁচকির ছাল ওঠে।

৩. জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত শিথিল হেতু রেতঃপাত হতে থাকে।

৪. চোখের চারদিকে চুলকানি।

ক্রিয়ানাশক : N. Mur, N. Vom.

কার্যকাল : ৭-১২ দিন।

**Asafoetida (গ্রীষ্মকাতর) :** হিং হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Syphilitic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. রোগে ভুগে খুব দুর্বল কিন্তু নাদুসনুদুস চেহারা, মুখ ফোলা ভাব, স্পর্শ অসহ্য।

২. ব্যথা রাতে বাড়ে।

৩. গর্ভবর্তী না হয়েও স্তনে দুধ বা প্রসূতির দুধের অভাবে স্তন স্পর্শকাতর।

৪. মুখমণ্ডল একটু নীলাভ, ক্ষত ও নীল বা কাল বর্ণের হয় এবং স্পর্শকাতর হয়।

৫. সহবাসে হাঁপানি আসে।

৬. পেট বায়ুপূর্ণ হয়ে ফটকের মত হয়ে বুকে চাপ বোধ, শ্বাসকষ্ট।

অনুপূরক : Causti ও Puls.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : China.

কার্যকাল : ২০-৪০ দিন।

**Asterias Rubense :** লাল রঙের Starfish হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. স্তনের ক্যানসারে তীব্র ছুরিকাঘাতের মত যন্ত্রণা, মধ্যরাতে বৃদ্ধি।

শত্রু ওষুধ : Nux ও Coffea.

ক্রিয়ানাশক : Plumbum, Zincum.



www.pathagar.com

**Aurum Metallicum** (শীতকাতর) : স্বর্ণ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Deep Psoric, Psychotic, Very deep syphilitic ও Deep Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. নৈরাশ্য, বিষণ্নতা, অনুশোচনা প্রধান লক্ষণ।

২. যে কোন রাগে জীবনের বিতৃষ্ণায় আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছা।

৩. চোখের ব্যথা বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ।

৪. অনবরত প্রশ্ন করে।

৫. অহংকারী।

৬. রাতের ঠাণ্ডায় ও শীতকালে বৃদ্ধি।

৭. বাতের ব্যথা ভ্রমণশীল।

৮. শারীরিক ও মানসিকভাবে ব্যস্তবাগীশ।

অনুপূরক : Acid Nit, Sy.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Belledona.

অপথ্য : কফি, ঘোল।

কার্যকাল : ৫০-৬০ দিন।

**Aurum Mur** (গরমকাতর) : বিশুদ্ধ স্বর্ণ মিউরেটিক এসিডে গলিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

ধাতু দোষঘ্ন : Deep Psoric, Deep Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. কুড়ে, সারা দেহে অবর্ণনীয় ক্লান্তি।

২. হাতে-পায়ে খিঁচে ধরা ব্যথা।

৩. জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ে আঁচিল।

ক্রিয়ানাশক : Belledona.

কার্যকাল : ৫০-৬০ দিন।

**Aurum Triphillum** (শীতকাতর) : ঘেঁটু বা ভেটকোল গাছের শিকড় হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : গভীর ক্রিয়াশীল।


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১ ক. অবিরত ঠোঁট-নাক খুঁটে রক্ত বের করে ফেলে।

খ. আঙ্গুল কামড়িয়েও রক্ত বের করে।

গ. হাজাকর, রক্তস্রাবী স্থান ব্যথাযুক্ত হলেও খোঁটে ও রগড়ায়।

অনুপূরক : Acid Nit.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Puls, ঘোল, দুধ, মাখন, মিষ্টি, তেল।

শত্রু ওষুধ : Kaledium ও Cadmium Sulph.

নিষিদ্ধ : নিম্নশক্তি ও বারবার প্রয়োগ।

অপথ্য : দুধ, ঘোল, মিষ্টি।

কার্যকাল : ১২ ঘণ্টা-২ দিন।

**Artimisia Vul :** মাগওয়ার্ট নামক এক প্রকার চারা গাছের শিকড় হতে প্রস্তুত।

☆চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : চোখের ভিতর ভয়ানক আঘাতেও এর ৩০ শক্তি সেবন ও Q শক্তি ব্যবহারে অসাধারণ ফল পাওয়া যায় (অভিজ্ঞতা)।

**Aralia Racemosa :** আমেরিকার স্পাইকনার্ড থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

✪১. শ্বাসকষ্টে মনে করে গলার বাইরে কোন জিনিস আটকে আছে।

**Aranea Diadoma :** মাকড়সার বিষ হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ঘুমের মধ্যে মুখে রক্তযুক্ত লালা জমে, কিন্তু বাইরে গড়িয়ে পড়ে না (Ipeacacuha).

বর্জনীয় : তাম্র মুকুটের ধূম পান।

**Acid Nitric (শীতকাতর) :** নাইট্রিক এসিড হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. খুব রাগী, রাগের সময় প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়, ভয়ানক প্রতিশোধপরায়ণ, ক্ষমা প্রার্থনা সত্ত্বেও অবিচল থাকে (ধাতুগত লক্ষণ)।


www.pathagar.com

২. মাসিক নিসঃরণের পর যন্ত্রণার আবির্ভাব।
৩. ক্ষতে, আক্রান্ত স্থানে, নখ কুণিতে, অর্শ্ব-বলিতে, গলার ভিতরে একটি সুঁচ বা কাঁটা ফুটে থাকার অনুভূতি।
৪. দেহের যেখানে সেখানে ক্ষত তৈরি হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা।
৫. প্রস্রাব করার সময় ঠাণ্ডা বোধ এবং প্রস্রাবের রং গাঢ় বাদামী, ঘোলাটে ও ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত।
৬. ডাইরিয়ায় অত্যন্ত কোঁথ হয় কিন্তু সামান্য পায়খানা হয় আর মনে হয় যেন পেটে পায়খানা রয়ে গেছে।
৭. মলদ্বার ফাটাফাটা, তাই পায়খানার সময় মলদ্বার ছিঁড়ে যাবার যাত্রণা যা মলত্যাগের পরেও থেকে যায়।
☆৮. চর্বণকালে কানের মধ্যে খট খট শব্দ হয় এবং চলার সময় সন্ধিস্থানে কট কট শব্দ হয়।
৯. শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও চর্মের সন্ধিস্থলে ক্ষত।
১০. দুধে বৃদ্ধি, যানবাহনে আরোহণে উপশম।
১১. নিজের ভুলের জন্যও রাগ হয় (Staphy).

অনুপূরক : Thuja.
শত্রু ওষুধ : Cal. Carb, Causticum, Lachesis, Nux Vom.
Antidote : Sulph.
অপথ্য : দুধ।
ব্যবহার : পানিতে মিশান নিষিদ্ধ।
কার্যকাল : ৪০-৬০ দিন।

**Acid Fluoric (গরমকাতর) :** হাইড্রোক্লোরিক এসিড হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. যে কোন প্রদাহ বা ক্ষতে ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম।
২. ভয়, ক্লান্তি, স্নেহ-ভালবাসা আছে কিনা বলা কঠিন।
৩. ভীষণ গরমকাতর, প্রচুর ঘাম হয়, কিন্তু কোন অভিযোগ করে না।
৪. সব সময় যৌন চিন্তা, প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, তাই নিজ স্ত্রীতে খুশি থাকতে পারে না, বহু স্থানে কাম চরিতার্থ করে বেড়ায়– তার


www.pathagar.com

কাছে বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী তো দূরের কথা, স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদও স্থান পায় না।

৫. মাথার মাঝে টাক পড়ে।

৬. দেহ খুব উত্তপ্ত কিন্তু জ্বর নয় (Puls).

৭. এত গরমকাতর যে, শীতকালেও গরম বস্ত্র পরতে পারে না।

৮. গ্রীষ্মকালে দেহ হতে গরম নির্গত হয়, তাই দুবেলা গোসল করে।

৯. উলঙ্গ চিত্র বা ছবি দর্শনে আনন্দ পায়।

১০. সঙ্গমেচ্ছার প্রাবল্য, তাই সঙ্গম বিষয় ও কুৎসিৎ বিষয়ে আলাপে আনন্দ পায়।

১১. সকল স্রাব পচা গন্ধযুক্ত।

১২. স্ফূর্তিবাজ।

১৩. খুব মিতব্যয়ী বা কৃপণ (Lyco).

১৪. অনবরত অনর্থক ঘুরে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষা।

১৫. প্রস্রাবে বাধা পেলে মাথা ব্যথা শুরু।

অনুপূরক : Coca.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Silicea.

শত্রু ওষুধ : Causti, Nux Vom.

অপথ্য : টক, গরম ও ঠাণ্ডা পানীয়।

ক্রম : অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি দূর করতে উচ্চক্রম (1M-10M), আঙ্গুল হাড়ায় নিম্নক্রম।

কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Acid Phosphoric (শীতকাতর) :** অস্থি ও ঘন সালফিউরিক এসিডের সমন্বয়ে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ডাইরিয়ায় মল যত বেশি প্রস্রাবও তত বেশি, এতে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও মানসিক অবস্থা দেখে মনে হয় কিছুই হয়নি।

☆২. শোক-দুঃখের কারণে কপালের দুই পার্শ্বের চুল উঠে যায়।

☆৩. অপারেশনের পর ছিন্ন স্থানের অবশিষ্টাংশের অস্থি পচন।


www.pathagar.com

৪. সঙ্গমে রেতঃপাত হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা (Acid Pic).
৫. লিখতে গেলে ঘুম পায় (Thuja).
৬. যেন মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে!
৭. কেবল পড়তে অন্যমনস্ক হয়।
৮. সব সময় একা থাকতে চায় এবং কারো সাথে কথা বলতেও চায় না।
৯. প্রশ্নের জবাব প্রদানে বাধা দিলে রাগ বাড়ে (A. Mont).
১০. দুধ খেতে খুব ভালোবাসে (Rhus Tox).
১১. জরায়ু হতে শব্দ করে বাতাস বের হয়।
১২. দুধের মত সাদা প্রস্রাব বা ঘন ঘন প্রচুর প্রস্রাব।
১৩. ডাইরিয়ায় উপশম ও পায়খানার সময় প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।

অনুপূরক : China, Acid Fluor.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arnica.
শত্রু ওষুধ : Causti, Nux vom.
অপথ্য : অম্ল, গরম খাবার, কফি।
কার্যকাল : ৪০ দিন।

**Acid Benjoic (শীতকাতর) :** লোবান নামক ধুনা জাতীয় (যা পোড়ালে সুগন্ধ বের হয়) পদার্থ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সঞ্চরণশীল সন্ধি বাতে গিরা ফুলে ওঠে।
২. মূত্র খুব দুর্গন্ধযুক্ত ও গভীর লাল।
৩. গালে গোল গোল দাগ।
৪. হৃদ আক্রান্তে অঘোরে পড়ে থাকে।
৫. ঘামে সারা দেহ ভিজে যায়।

অনুপূরক : Colchicum.
শত্রু ওষুধ : Causti, Nux Vom.
অপথ্য : মদ।
কার্যকাল : অজ্ঞাত।


www.pathagar.com

**Acid Aceticum :** ভিনিগার হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. পিঠে ব্যথা, উপুড় হয়ে শয়নে উপশম।

✪ অদ্ভুত লক্ষণ : বহুমূত্রের সাথে অরুচি।

অনুপূরক : China.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aconitic Nap.

শত্রু ওষুধ : Arnica, Bell, Borax, Causti, Dul, Ferrum, Lachesis, M. Sol, Nux Vom, Sarsa.

মাত্রা : ঘুংড়ি কাশিতে বারবার সেব্য।

ক্রম : পুরাতন পীড়ায় হুপিং কাশিতে নিম্নক্রম, বহুমূত্রে 1x, প্রস্ট্রেড গ্রন্থি প্রদাহে 1x, বৃদ্ধের রাতে মল প্রবৃত্তি 2x.

কার্যকাল : ১৫-২০ দিন।

**Acid Mur**

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. প্রস্রাব করতে মল নিঃসরণ হয়।

২. মলদ্বারের স্পর্শকাতরতা।

৩. জননেন্দ্রিয় এত স্পর্শকাতর যে, সামান্য কাপড়ের স্পর্শও অসহ্য।

ক্রিয়ানাশক : Bryo.

**Acid Oxalic :** রেড চিনি নামক উদ্ভিদের অম্লপত্র হতে প্রস্তুত।

✪ অদ্ভুত লক্ষণ : বসা অবস্থায় গভীর ঘুম, শোয়া অবস্থায় ঘুম আসে না।

**Acid Hydrophobinum :** ক্ষ্যাপা কুকুরের লালা হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পানি দেখে, উজ্জ্বল বস্তু দেখে ভয় ও পানি খেতে কষ্ট।

২. ক্রমাগত থুথুর মত বা লম্বা সুতার মত লালা নিঃসরণ।

**Acid Hydrocyanicum :** পিচ গাছের পাতার মধ্যে অবস্থিত বিষাক্ত পদার্থ হতে প্রস্তুত।

✪ অদ্ভুত লক্ষণ : পানি পান কালে গলায় গড়গড় শব্দ হয়।


www.pathagar.com

**Acid Sulphuricum :** গন্ধক দ্রাবক হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অভ্যন্তরীণ কম্পন বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

২. পেটের মধ্যে অত্যন্ত শীত বোধ। তাই ঠাণ্ডা পানি খেতে পারে না।

✪ অদ্ভুত লক্ষণ : উদরযন্ত্র আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে বোধ হয়।

অনুপূরক : Ruta.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Sulph.

শত্রু ওষুধ : Causti, Nux Vom.

**Acid Carbolic :** পাথুরিয়া কয়লার আলকাতরা হতে চুয়ানো পদার্থ হতে প্রস্তুত।

✪ অদ্ভুত লক্ষণ : কিছু জিজ্ঞাসা করলে চমকে ওঠে।

অনুপূরক : Coffea.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Iodium.

শত্রু ওষধ : Causti, Lachesis.

অপথ্য : দুধ।

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Acid Picric (গরমকাতর) :** Picric Acid হতে প্রস্তুত।

অদ্ভুত লক্ষণ :

১. মস্তিষ্কের দুর্বলতায় হিসাব-নিকাশে অক্ষম।

২. সঙ্গম শেষে সমান উত্তেজনা থাকে (Acid Phos).

৩. অনৈচ্ছিক অসাড়ে বীর্যপাত।

☆৪. শিক্ষার্থীরা পড়তে গেলেই মাথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে।

☆৫. কিছুক্ষণ বসে থাকলে মেরুদণ্ড জ্বলে।

৬. কেবলই শুয়ে থাকতে চায়।

৭. মাথার যন্ত্রণা সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তা ঠাণ্ডা পানিতে ও নিদ্রায় উপশম।

**Bacillinum (শীতকাতর) :** ডাঃ হিথ যক্ষ্মা রোগীর ফুসফুসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ রোগ জীবাণু দেখে তা থেকে প্রস্তুত করেন।



www.pathagar.com

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Deep Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১ ক. কথা বলতে অনিচ্ছুক, গোমড়ামুখো, তিক্তভাবে উত্তর দেয়, বদমেজাজী, রাগী, খিটখিটে, বিষণ্ন, হতাশ, বিপদপূর্ণ, চিন্তারোগ, নানা অসন্তোষ জানায়, কুকুর ভীতি।

খ. লম্বা, পাতলা-চ্যাপটা, বক্ষদেশ অপ্রশস্ত, চটপটে, দুর্বলদেহ।

২. সুনির্বাচিত ওষুধে আরোগ্য হয় না।

৩. লক্ষণ পরিবর্তনশীল।

৪. সহজেই সর্দি লাগে, রোগী বুঝতে পারে না এর কারণ।

৫. ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা ব্যথা, অধ্যয়নে ও মানসিক শ্রমে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি (C.P./N.M)।

৬. নাকের মধ্যে বারবার দলে দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া থেকে সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হয়।

৭. ডাইরিয়ায় অতি প্রত্যূষে দুনিবার্য মলবেগ।

☆৮ ক. সারা দেহে শুকনো উদ্ভেদ হতে প্রচুর পরিমাণে সাদা ভুসির মত আঁশ ওঠে, গোসলে ও রাতে পোশাক ছাড়লে বৃদ্ধি।

খ. মাথাসহ সারা দেহে দাদ হলে এটার 1M শক্তি প্রযোজ্য।

☆গ. চোখের পাতার ডগায় একজিমা।

৯. ডান স্তনের নীচে চিমটি কাটার মত যন্ত্রণা।

অনুপূরক : Cal. Phos, Sulph.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : নেই।
নিষিদ্ধ : দ্বিতীয় মাত্রা।
কার্যকাল : ১-৪ মাস।

**Baryta Carb (শীতকাতর) :** বেরিয়াম কার্বনেট (খনিজ পদার্থ) হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Syphilitic, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১ ক. দেহ ও মন উভয় দিকেই খর্বতা। তবে কেবল বেটে হলেই Baryta Carb নয়, যদি বোকা বকেশ্বর না হয়। বেটে না হলেও বয়সেও যাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে না তারা Baryta Carb-এর রোগী।


www.pathagar.com

খ. ছেলেমেয়েদের পরিণত বয়সেও বুদ্ধি বিকাশ ঘটে না, বোকার মত চেয়ে থাকে, বোকার মত হাসে, কথা কয়, কাজ করে, কিছু জিজ্ঞাসা করলে হা করে চেয়ে থাকে। মনে হয় যা বলা হচ্ছে তা বুঝতে পারে না, অচেনা লোক দেখলে দৌড়ে পালায়, ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে থাকে, বড় হয়েও ছোটদের সাথে খেলতে চায়, ঘর হতে বের হতে চায় না মনে করে লোকে তাকে দেখে হাসবে, খুব ভীতু, আবার অল্পেই রেগে ওঠে।

২. কোন অঙ্গে, যেমন জরায়ু, অণ্ডকোষ, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদির পুষ্টি ঘটেনি।

☆৩. খাবার সময় বুকে খাবার আটকিয়ে যায়।

☆৪. খেতে বসলেই ক্ষুধা চলে যায়।

৫. যে পাশে শয়ন করে সেই পাশে অন্ত্রটি ঝুলে পড়ে।

৬. পদতলের ঘাম দুর্গন্ধময়, ময়লাযুক্ত ও ক্ষতিকর।

☆৭. একটু ঠাণ্ডা লাগলেই গ্ল্যান্ড ফুলে ব্যথাযুক্ত হয়।

৮. বাম পাশে চেপে শয়নে বৃদ্ধি।

৯. অন্যমনস্ক হলে উপশম।

☆১০. প্রতি আহারের পর পেট বেদনা।

স্মরণযোগ্য : Baryta Carb ও Barryta Mur-এর সমলক্ষণ, পার্থক্য শুধু B.Mur গরমকাতর।

অনুপূরক : Silicea.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Bell.

শত্রু ওষুধ : Acid Nit, Cal. Carb, K.Bi.

অপথ্য : কফি, গরম খাদ্য।

নিষিদ্ধ : টনসিল প্রদাহের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ।

বর্জনীয় : পীড়া চিন্তা।

কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Belledona (শীতকাতর) :** Atrofa Belledona নামক একটি সরস ইউরোপীয় বিষাক্ত উদ্ভিদ হতে প্রস্তুত।


www.pathagar.com

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. যে কোন রোগে মুখমণ্ডল বা সর্বাঙ্গ বা আক্রান্ত স্থান লাল ও উত্তপ্ত হওয়া চারিত্রিক লক্ষণ।

☆২. হঠাৎ এবং প্রচণ্ড আক্রমণ।

৩. ব্যথা হঠাৎ এসে কিছুক্ষণ থেকে হঠাৎ চলে যায়।

৪. যুদ্ধ সম্বন্ধে বেশি আলোচনা করে।

৫. ঘুমের মধ্যে লাথি মারে।

৬. উন্মাদে চিৎকার করে, মারধোর করে এবং কুকুরের ন্যায় ডাকে (Cantha).

৭. চুল কাটলে সর্দি লাগে এবং ডাইরিয়া হয়।

৮. নিজের চুল টানতে ইচ্ছা হয়।

৯. কাশির পূর্বে রাগ করে।

১০. প্রশ্নের জবাব দেয় বোকার মত (Ars. Alb).

১১. রোগী কুকুরের ন্যায় চিৎকার করে (Cal. Carb/ Cantha).

১২. গরম খাদ্যে গলা ব্যথা করে, ঠাণ্ডা খেলে উপশম।

১৩. জ্বালা ও স্পর্শকাতরতা।

অনুপূরক : Cantharis.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Heper Sulph, কফি, আফিং ও মদ।

শত্রু ওষুধ : Dul, Acid Acetic.

অপথ্য : দুধ, কফি, ভিনিগার, মদ, আফিং।

নিষিদ্ধ : স্তন প্রদাহে নিম্নশক্তি।

বর্জনীয় : মাথা ধোয়া।

Chronic : Cal.Carb, Sangninaria Can.

মাত্রা : নতুন রোগে বারবার নিম্নশক্তি।

কার্যকাল : ১-৭ দিন।

**Berberis Vulgaris (শীতকাতর) :** ইউরোপের বারবেরি নামক এক প্রকার গাছের মূলের ছাল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.



www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. মূত্র পাথরী বা পিত্ত পাথরীতে যন্ত্রণা কেন্দ্র নালি হতে চারদিকে ছুটে যেতে থাকে।

২. কোমরে আঘাতজনিত বা আড়ষ্টতার ব্যথা, তাই নড়াচড়া ও ওঠা-বসায় কষ্ট।

☆৩. যোনির স্পর্শকাতরতার জন্য সঙ্গম অসহ্য।

৪. গাউটের ব্যথা ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনশীল।

অনুপূরক : Lyco.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Chamo.

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Bryonia Alb (গরমকাতর) :** জার্মানী ও ফ্রান্সের বাগানের বেড়ায় এক প্রকার লতাগাছের সরস মূল থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, চুপ থাকলে উপশম, তাই শিশু বিছানা হতে উঠতে বিরক্ত বোধ করে এবং অসুস্থাবস্থায় আত্মীয়-স্বজন দেখতে আসলে কথা বলতে হবে বলে বিরক্ত হয়।

২. ব্যথায় সূঁচ ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।

৩. দেহের সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুকনো, মুখ শুকনো এবং ২/৩ ঘণ্টা অন্তর গ্লাস গ্লাস পানি পান।

৪. কাপড় ইস্ত্রি করা হেতু শিরঃপীড়া।

৫. মুখের স্বাদ তিতা এবং পানি ছাড়া সকল খাদ্যই তিতা।

৬. পাকস্থলীতে পাথর চাপা ভার বোধ, তা উদ্‌গারে উপশয়।

৭. থুথুর সঙ্গে রক্ত বা রক্তকাশ।

৮. অসুস্থ হলে বিকারে বাড়ি যেতে চায়।

৯. ব্যথা বা আক্রান্ত স্থান চাপনে উপশম।

১০. ভ্রমণ করার পর মাথা ব্যথা করে।

অনুপূরক : K. Carb.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom, Aco.


www.pathagar.com

শত্রু ওষুধ : Cal. Carb, Sepea.
অপথ্য : কফি, টক, শাক-সবজি, গরম খাদ্য।
Chronic : Alumina.
কার্যকাল : ৭-২১ দিন।

**Bovista Nigrescans (শীতকাতর) :** ফাঙ্গাস বা ছত্রাক থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চঞ্চু-অস্থির, নীচে অসহ্য চুলকানি, চুলকিয়ে চুলকিয়ে ঘা করে ফেলে।
২. ঋতুস্রাব কেবল রাতে, দিনে সম্পূর্ণ বন্ধ।
৩. সর্বশরীর বা হাত-পা দুর্বল।
☆৪. গ্যাস ও ধোঁয়া লেগে শ্বাসরোধ।
৫. চামড়ায় পুরু মামড়ী ও নীচে পুঁজ।
৬. মেরুগুচ্ছে অসহ্য চুলকানি।
৭. কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না।
৮. যেন এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে ঝগড়া করে!
৯. যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে, তাই একত্র করার চেষ্টা করে!
১০. মূত্রদ্বারে চুলকানি, মূত্রদ্বার আটা দিয়ে জোড়া থাকা বোধ।

অনুপূরক : Veratrum Alb, Alumina.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Chamo, Camphor.
শত্রু ওষুধ : Coffea.
অপথ্য : কফি, মদ।
কার্যকাল : ৭-১৪ দিন।

**Bufo Rana :** কুনো ব্যাঙের চামড়ার গ্ল্যান্ড নিসৃত রস হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. বুদ্ধির খর্বতার কারণে বোকাটে কিন্তু রাগী।
২. বিনা কারণে কাঁদে এবং হাসে।


www.pathagar.com

☆৩. হস্ত মৈথুনের অদম্য ইচ্ছায় সদা নির্জন স্থান খোঁজে।
৪. প্রতি রাতে বা সকালে বা প্রতি অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বা প্রতি বছরে বৃদ্ধি। মৃগী রাতে, নিদ্রায় ও গরমে বৃদ্ধি।
৫. আক্ষেপের পূর্বে রাগ বাড়ে।
৬. কেউ তার কথায় ভুল বুঝলে রাগ হয়।
ক্রিয়ানাশক : Lchesis, Senega.

**Borax Vanata (গ্রীষ্মকাতর)** : সোহাগা নামক পদার্থ হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. নিম্নগতিতে ভয়– তাই উপর থেকে নীচে তাকাতে বা নীচে নামতে ভয় পায়, শিশুদের কোল হতে নামাতে বা শোয়াতে গেলে চমকে বা চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং শিশুকে উপরে তুললেও ভয় পায়।
২. হঠাৎ শব্দে (সামান্য বা প্রচণ্ড) চমকে ওঠে কিন্তু বারবার প্রচণ্ড শব্দেও চমকায় না।
৩. গোসল শেষে গরম প্রদর স্রাব (ডিমের সাদা অংশের ন্যায়) উরু বেয়ে পড়ে।
☆৪. এক স্তনে শিশু দুধ পান করলে অপর স্তনে ব্যথা বোধ হয়।
☆৫. চোখের ভ্রূ ভেতরের দিকে বেঁকে যায়।
৬. মুখে ঘা ও চুলে জটা।
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Chamo, Coffea.
শত্রু ওষুধ : Acid Acetic ও মদ।
অপথ্য : কফি, ভিনিগার, ফল।
বর্জনীয় : ধূম পান।
অন্তর্বর্তী ওষুধ : Sulph.
কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Bromium (গ্রীষ্মকাতর– কিন্তু আক্রান্ত কালে ঠাণ্ডা অসহ্য কিন্তু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতে গরম অসহ্য)** : Bromine নামক অধাতব তরল পদার্থ যা ঝরনার বা সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে Iodine-এর মধ্যে পাওয়া যায়, তা থেকে প্রস্তুত।


www.pathagar.com

ধাতু দোষঘ্ন : Deep Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. হাঁপানি সমুদ্রে অবস্থানে থাকে না কিন্তু তীরে উঠলেই দেখা দেয়।
২. বাম দিকের গ্রন্থি, যথা: নিম্ন চোয়ালের, গলার, কর্ণমূলের গ্রন্থি ও অণ্ডকোষে প্রদাহ ও পাথরের মত শক্ত।
৩. শয়নে মাথা ঘোরে।
৪. স্রোতস্বিনী নদীর উপর দিয়ে পারাপার কালে মাথা ঘোরে।
৫. রোগীর চতুষ্পার্শ্বের বস্তু সকল লাফাচ্ছে বলে মনে হয়।
৬. রোগী মনে করে তার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।
৭. কাঁচা ফল খেয়ে অসুস্থ।

অনুপূরক : Arg. Nit, K. Carb.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ammon Carb, Camphor ও লবণ।

অপথ্য : দুধ, নুন।

বর্জনীয় : সমুদ্র-গোসল।

মাত্রা : হুপিং কাশিতে ক্রমাগত দশ দিন প্রয়োগ।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Baptisia Tinctoria (শীতকাতর)** : বন্য নীল গাছের মূল ও ছাল থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. কুকুরকুণ্ডলী হয়ে এক পাশ চেপে পড়ে থাকে।
২. প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এর বৈশিষ্ট্য– মুখ, ক্ষত ইত্যাদিতে।
৩. সর্বাঙ্গ বা হাত তুলতে গেলে বা জিহ্বা দেখাতে গেলে কাঁপে।
☆৪. যন্ত্রণাবিহীন উপসর্গ এর বৈশিষ্ট্য।
৫. মনে করে দেহের অঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে, তাই একত্র করার চেষ্টা করে এবং মনে হয় দেহের অঙ্গগুলো একে অপরের সাথে ঝগড়া করছে।
৬. প্রশ্নের জবাব দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে (A. Mont).
৭. রোগের গতি দ্রুত এবং দুর্বলতাও আসে দ্রুত।


www.pathagar.com

৮. শ্বসন ও মলমূত্রে দুর্গন্ধ।
৯. টাইফয়েডে সংজ্ঞাহীনতা আসে।
১০. রোগের প্রথম অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা।
অনুপূরক : Bryo, Ars. Alb.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom.
শত্রু ওষুধ : নেই।
নিষিদ্ধ : বেশি শক্তি বারবার ব্যবহার।
কার্যকাল : ২-৮ দিন।

**Badiaga :** ইউরোপের জলাশয়ে উৎপন্ন স্পঞ্জ হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphiltic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. পাথরের মত শক্ত ফোঁড়া বা বাগীতে টাটানি যন্ত্রণা।
২. প্রদাহযুক্ত স্থান দর কচড়া মেরে থাকে।
৩. ডান গোড়ালিতে তীব্র হুল ফুটান ব্যথা, সামান্য চাপে বৃদ্ধি।
৪. হাতের কব্জি, পায়ের গোছ মচকান।
৫. জরায়ু, স্তন, ডিম্বকোষে আঘাত বা আঘাতে কাল রক্তস্রাব।
অনুপূরক : Sulph.
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Bellis Perennis :** বিলাতী ডেইজি ফুলের টাটকা গাছড়ার রস হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. খুব ভোরে ঘুম ভাঙে আর ঘুম আসে না।
নিষিদ্ধ : রাতে সেবনে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

**Calcaria Carb :** ঝিনুক থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. যে কোন ধারণা আধিপত্য বিস্তার করে, যেমন ভূত, সাপ বা কোন রোগের আশংকা করলে তা নিয়েই ব্যস্ত ও পেরেশান (Thuja).


www.pathagar.com

২. মোটা থলথলে মাংসল, যেন দেহে হাড় নেই।
৩. যারা কাদায় বসে কাজ করে তাদের অসুস্থতা।
৪. বয়স অনুপাতে বড় কথা বলে, যেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ধর্মীয় বা পরকালের কথা বলে।
৫. ছোট বালিকাদের শ্বেত প্রদর।
৬. বিছানায় শয়নে দু পায়ে ঠাণ্ডা বোধ।
৭. যে খাদ্যে আকাঙ্ক্ষা তা হজম হয় না।
৮. মাথার পিছনের ঘামে বালিশ ভিজে যায়।
৯. সিদ্ধ ডিম খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা।
১০. দুধ আদৌ সহ্য হয় না, ছানাকাটা টক দুধ তোলে।
১১. বয়স্করা একটু পরিশ্রম করলে বা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে হাঁপিয়ে পড়ে এবং দমবন্ধ ভাব হয়।
১২. মানসিক ভীরুতার কারণে মনে যে কোন বিষয়ে আধিপত্য স্থাপন করে।
১৩. ভ্রান্ত ধারণায় রাস্তায় চলতে ভাবে, পিছে কে আসছে!
১৪. অতীতের কথা মনে পড়লে রাগ হয় (Sepea).
১৫. কুকুরের ন্যায় চিৎকার করে (Bell/ Cantha).
১৬. মনে করে মাথায় এক খণ্ড বরফ আছে।
১৭. লিখতে গেলে মাথা ভারি হয়।
১৮. মল অত্যন্ত অম্ল গন্ধযুক্ত।
১৯. শিশু অস্থি পুষ্টির অভাবে শ্লেষ্মাপ্রধান হয়ে পড়ে।

অনুপূরক : Arnica, Bell.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : N. Vom, Sulph.
শত্রু ওষুধ : Bryo, K.Bi, Baryta, Sulph, A. Nit, Rumex.
অপথ্য : দুধ।
বর্জনীয় : উপবাস ও ঠাণ্ডা পানিতে গোসল।
নিষিদ্ধ : বয়স্কদের দ্বিতীয় মাত্রা।
কার্যকাল : ৬০ দিন।

**Calcaria Arsenica (শীতকাতর) :** Calcaria ও Arsenic উভয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়।


www.pathagar.com

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. যে পাশে চেপে শোয়, মাথা ব্যথা সেই পাশে চলে যায়।
ক্রিয়ানাশক : Conium, Puls, Glonion.
কার্যকাল : ১৫-২৫ দিন।

**Calcaria Fluorica (শীতকাতর) :** মানুষের অস্থির উপরিভাগে ও দাঁতের এনামেলের উপরের Calcium Fluoride হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. যে কোন ফোলা বা ক্ষতের চারদিকে পাথরের মত শক্ত ফোলা চারিত্রিক লক্ষণ।
২. স্তনের মধ্যে শক্ত গুটি।
☆৩. হাড়ের উপরিভাগ শক্ত ও উঁচু হয়ে ওঠে।
৪. ভূমিষ্ঠ শিশুর রক্তযুক্ত টিউমার।
☆৫. কোমরের বাত, বিশ্রামে বৃদ্ধি।
৬. নখ ফেটে যায় (A. Crude).
৭. কোন স্থান অবশ।
অনুপূরক : Rhus.
নিষিদ্ধ : বারবার ব্যবহার।
মাত্রা : সুপ্রসবে গর্ভের শেষে 6x শক্তি অর্শের রক্তস্রাবে উচ্চক্রম।
কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Calcarea Phos (শীতকাতর) :** Calcarea Phosphate হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. দেহ কৃশ ও পাতলা।
২. এত অস্থির যে, একদণ্ডও স্থির থাকতে পারে না, সদাই এদিক সেদিক ঘুরতে চায়।
৩. দেহাংশ অসাড় বা অবশ।


www.pathagar.com

৪. মাথা দেহ হতে মোটা ও পেট ডোগরা।
৫. যুবকদের অতিরিক্ত কামেচ্ছা।
৬. বসা থেকে উঠলেই মাথা ঘোরে।
৭. স্কুলে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিরঃপীড়া।
৮. পাঠকালে মাথা ব্যথা।
৯. রক্তহীনতায় ফেকাসে চেহারা।
১০. প্রতি আহারের চেষ্টায় উদরশূল।
☆১১. স্মৃতিশক্তি এতই দুর্বল যে, কিছুই মনে থাকে না।
১২. ঠাণ্ডায় ও রোগের কথা স্মরণে বৃদ্ধি।
১৩. মাসিকের সময় মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ।
১৪. অস্থি পুষ্টির অভাবে শিশু গণ্ডমালা ধাতুপ্রধান হয়ে পড়ে অর্থাৎ সামান্যতেই ঠাণ্ডা লাগার দোষপ্রাপ্ত হয়।
১৫. মানসিক পরিবর্তনশীলতায় কোন কাজে বা স্থানে বেশি দিন নিয়োজিত থাকতে পারে না।

অনুপূরক : Baci, Sulph.
অপথ্য : রসাল ফল।
মাত্রা : রিকেটে 30 হতে উচ্চক্রম, অস্থিভঙ্গে নিম্নশক্তি, সুপ্রসবে ৬ মাস গর্ভের পর 6x মাঝে মাঝে প্রযোজ্য।
কার্যকাল : ৬০ দিন।

**Cedron :** এক প্রকার শুকনো গাছের বীজ হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. প্রতিদিন একই সময়ে রোগে আক্রমণ।
২. বিছা দংশনে এটা সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ।
☆৩. শীত অবস্থায় শীতল পানি আর উত্তাপ অবস্থায় গরম পানি পানের ইচ্ছা।
ক্রিয়ানাশক : Lachesis.

**Cantharis Vesicatoria (শীতকাতর) :** স্পেন দেশীয় মৌমাছি হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : J.H. Allen-এর মতে এটা Psychotic দোষঘ্ন।


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অবিরত মূত্র বেগ, কিন্তু মাত্র কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব হয় প্রতিবার, কোন সময়ে কয়েক ফোঁটা রক্তযুক্ত মূত্রও হয়ে থাকে।

২. মূত্র ত্যাগের পূর্বে, সময়ে ও পরে অসহ্য কোঁথানি ও যন্ত্রণা।

৩. এত সঙ্গমেচ্ছা যে, ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

৪. স্বপ্নদোষে রক্তাক্ত রেতঃস্খলন।

৫. জলাতঙ্ক রোগে কুকুরের মত ডাকে, পানি খেতে পারে না।

৬. সূর্য-কিরণে ত্বক পুড়ে যায়।

৭. যে কোন কারণে পুড়ে যাওয়া স্থানে Cantharis Q বা যে কোন শক্তির ওষুধ লাগিয়ে কাপড় দ্বারা আবৃত রেখে এর ৩০ শক্তি সেবনে ফোসকা ওঠে না এবং যাবতীয় উপসর্গ আরোগ্য হয়।

☆৮. লালা রক্ত মিশ্রিত।

৯. কুকুরের ন্যায় চিৎকার করে (Cal. Carb/ Belledona).

☆১০. জ্বালা নির্দিষ্ট তাই গলা ও পেট জ্বলার জন্য পানি চায় কিন্তু তা পিপাসা নয়।

☆১১. যে কোন অঙ্গ হতে কোন স্রাবের সাথে রক্তমিশ্রিত থাকে।

স্মরণযোগ্য : ডাঃ এ্যালেন বলেন, আগুনে পুড়ে গিয়ে ফোসকা ফেটে না গেলে এক ড্রাম Cantharis Q এক আউন্স ঈষৎ গরম পানিতে মিশিয়ে পট্টি প্রয়োগ এবং এর ৩০ শক্তি এক মাত্রা এক আউন্স পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ মিনিট অন্তর সেব্য। Q-এর পরিবর্তে যে কোন শক্তির তরল ওষুধ দ্বারা পট্টি দেয় কিন্তু পুড়ে যাওয়া স্থানের ফোসকা ফেটে গেলে শক্তিকৃত তরল ওষুধ পানিতে মিশিয়ে পট্টি দেয়। এতে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়।

অনুপূরক : Sepea, Arg. Nit.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Puls.

শত্রু ওষুধ : Coffea.

অপথ্য : তেল, কফি।

নিষিদ্ধ : গর্ভাবস্থায় নিম্নশক্তি।

মাত্রা : বারবার সেব্য।

কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।


www.pathagar.com

**Cinnaberis :** সিন্দুর থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ক্ষত আগুনের মত লাল বা মুখগহ্বর বা গলায় আগুনের মত লাল ক্ষত।

২. লিঙ্গমুণ্ড লাল ও ফোলা।

৩. পাখার আকৃতির বড় আঁচিল।

৪. এক চক্ষুর কোণে যন্ত্রণা শুরু হয়ে ভ্রূর উপর দিয়ে গিয়ে অন্য চক্ষুর কোণে অবস্থান নেয়।

ক্রিয়ানাশক : Heper Sulph.

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Cactus Grandifluorus (শীতকাতর) :** কাঁটাযুক্ত গুল্ম, এর ফুল ও কচি ডাল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ডাঃ কেন্ট বলেন, যে কোন অঙ্গে চাপ বা সংকোচন বোধ এবং রক্ত সঞ্চয় ধাতুগত লক্ষণ।

২. খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ বোধ এবং যেন খাঁচার প্রতিটি তার দেহকে শক্ত করে চেপে ধরেছে।

৩. মনে হয় হৃৎপিণ্ডকে একটি লোহার হাত দিয়ে ঘন ঘন চেপে ধরছে আর ছেড়ে দিচ্ছে।

৪. হৃদরোগে চিৎ হয়ে ছাড়া শুতে পারে না।

৫. মাথা ব্যথায় মনে হয় মাথায় যেন বোঝা চাপানো আছে!

৬. পুরাতন সন্ধিবাত শরীরের উপর অংশ থেকে নিচের অংশে গমন।

৭. রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অনিয়মিত।

৮. দেহে ব্যথা, বিদ্যুৎ তরঙ্গের ন্যায় লাফায়।

৯. হৃদরোগে মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে।

১০. হৃদযন্ত্রণা দিন ও রাত ১১টায় দেখা দেয়।

১১. বাম হাত অবশ ও অসাড়, বাম পাশ চেপে শুতে পারে না।



www.pathagar.com

অনুপূরক : Ars. Alb.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, China.
কার্যকাল : ৭-১০ দিন।

**Calotrapis :** পাকস্থলীতে উত্তাপবিশেষ।

**Cadmium Sulph (শীতকাতর) :** Sulphide of cadmium হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. কাল বর্ণের বমি বা বমির সঙ্গে কালচে তলানি।
☆২. অত্যধিক দুর্বলতার জন্য নড়াচড়া, এমনকি কথা বলতেও চায় না।
৩. ঠাণ্ডা লেগে মুখে বা চোখের পাতার পক্ষাঘাত।
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Calcarea Sulph (গ্রীষ্মকাতর) :** Sulphate of lime হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. অত্যন্ত অস্থির ও ব্যস্তবাগীশ।
☆২. একদিন না খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু একদিন গোসল না করে থাকতেই পারে না।
৩. পুঁজ গাঢ় হলদে, লাম্পি ও রক্তযুক্ত (ডাঃ ডনলিপি)।
☆৪. ক্রমাগত ফোঁড়া হওয়া চারিত্রিক লক্ষণ।
৫. কাঁচা ফল, মিষ্টি ও লবণ খেতে ভালবাসে (Medo) এবং দুধ ও মাংসে অনিচ্ছা।
৬. হাত পায়ে ঘামসহ হাত পা জ্বলে।
অনুপূরক : Silicea.
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Caladium Seguinum :** দক্ষিণ আমেরিকার গাছড়া থেকে প্রস্তুত।


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. সঙ্গমেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পেনিস শিথিল, সঙ্গমকালে উত্তেজনা ও রেতঃস্খলন হয় না, এমনকি নড়াচড়া করলেই একেবারে শিথিল হয়ে যায়।

২. ঘামে মিষ্টি গন্ধ আছে তাই মাছি বসে।

৩. যোনিপথে কৃমি আসায় কামোন্মাদনা।

☆৪. খাবার যা খায় শুকনো মনে হয়, তাই তা গেলার জন্য পানি প্রয়োজন হয়।

☆৫. জিহ্বার মাঝ বরাবর শুকনো লাল দাগ।

৬. সামান্য শ্রমে প্যালপিটিশন।

৭. পেট হতে আঙ্গুল পর্যন্ত শীত করে।

৮. জননেন্দ্রিয় এত চুলকায় যে, রাতে ঘুম হয় না।

ক্রিয়ানাশক : Carbo, Igna, Capsi, Hyo.

শত্রু ওষুধ : Aurum Tri.

কার্যকাল : ২০-৩১ দিন।

**Colchicum Autumnale (শীতকাতর) :** ইউরোপের এক জাতীয় গুল্মের আলুর মত সরস মূল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. রান্নার গন্ধ অসহ্য।

২. ক্ষুধাহীনতায় খাবারের নাম শুনলে বা খাবার দেখলে বমি ভাব আসে।

৩. খেতে পারে না, তবুও পেটে অতিরিক্ত গ্যাস বা বায়ু সঞ্চয়।

৪. মূত্র গাঢ় ও কাল বর্ণের, মূত্ররোধের সাথে গেঁটে বাত বা শোথ।

৫. ভ্রমণশীল বাত-যন্ত্রণা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি ও উত্তাপে উপশম।

অনুপূরক : Acid Benjoic.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, N. Vom, মধু, চিনি।

শত্রু ওষুধ : Acid Acetic.

অপথ্য : চিনি, মধু।

বর্জনীয় : রান্নার গন্ধ।

কার্যকাল : ১৪-২০ দিন।



www.pathagar.com

**Cobaltum Met :** Cobalt ধাতু থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. মলদ্বার দিয়ে অনবরত রক্ত পড়ে, কিন্তু মলের সঙ্গে রক্ত থাকে না।

২. খোলা বাতাসে চোখ হতে পানি পড়ে।

**Calendula Officinalis :** ইউরোপের এক প্রকার গাঁন্ধা জাতীয় গাছ থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অসমান ক্ষত, অপারেশনে সৃষ্ট ক্ষত, কদাকার ক্ষতচিহ্ন।

অনুপূরক : Heper Sulph.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arnica.

শত্রু ওষুধ : Camphor.

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Camphor :** কর্পূর হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. যে কোন রোগে রোগী হঠাৎ হিমাঙ্গ হয়ে পড়ে।

২. হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রচণ্ড অবসন্নতা আর উত্তাপ অবস্থায় সচেতন হলে খুবই উত্তেজিত ও অস্থির হয়।

৩. **দিক ভুল হয়, যেমন পুবকে পশ্চিম, পশ্চিমকে পুব, উত্তরকে দক্ষিণ আর দক্ষিণকে উত্তর বলে মনে হয়।**

৪. সহবাসে দাঁত ব্যথা কমে।

৫. দেহে বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত চলাচলে অনিয়ম।

✪৬. জ্বরে দেহের ঠাণ্ডা অবস্থায় থরথর করে কাঁপলেও গায়ে কাপড় রাখে না, বরং ঠাণ্ডা চায় আর দেহ গরম থাকলে গরম চায় এবং গায়ে কাপড় দেয়। এটা অদ্ভুত লক্ষণ।

স্মরণযোগ্য : **সকল উদ্ভিজ্জ ওষুধের প্রতিষেধক এই Camphor.**

অনুপূরক : Chamo.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arnica, Phos, চা, কফি, লেমনেড।

শত্রু ওষুধ : Calendula, Coffea. K. Nit.



www.pathagar.com

অপথ্য : চা, কফি, লেমনেড।
নিষিদ্ধ : প্রসবকালে হিমাঙ্গতায় নিম্নশক্তি।
যা করা উচিৎ : প্রসবকালে ঘুম না আসা পর্যন্ত ২০০ শক্তি বারবার প্রয়োগ সঠিক, কলেরায় ৫-২০ মিনিট অন্তর চিনিসহ সেব্য।
কার্যকাল : ১ দিন।

**Canabis Sat :** সিদ্ধি গাছ হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. প্রস্রাবে নিদারুণ কষ্ট, তবে সব সময় প্রস্রাবের বেগ হয়।
২. পেনিস ফুলে শক্ত হয়ে বেঁকে যায়। ফলে এত স্পর্শকাতর হয় যে, রোগীকে পা ফাঁক করে চলতে হয়। মূত্রনালীতে জ্বালা ও যন্ত্রণা করে।
৩. প্রস্রাব দুধারায় নির্গত হয় (Thuja).
৪. কোষ্ঠবদ্ধতার সাথে প্রস্রাবের বেগ।
৫. স্মৃতিভ্রংশে এক কথা বলতে অন্য কথা বলে ফেলে।
৬. শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি, দাঁড়িয়ে থাকলে কম পড়ে।
ক্রিয়ানাশক : Camphor, লেবুর রস।
কার্যকাল : ১-১০ দিন।

**Canabis Indica :** গাঁজা গাছ হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. সামান্য কথায় অস্বাভাবিক হাসি, হাসতে হাসতে মুখ নীল বর্ণ হয়।
২. সময় ও দূরত্ব বেশি করে অনুমান করে বলে।
৩. পায়ের ঘর্ষণে উরুতে লোনছা পড়ে।
৪. প্রচণ্ড ক্ষুধা।
৫. হাসতে হাসতে মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে।
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor, কাগজি লেবু।
অপথ্য : কফি, মদ, তামাক ও কাগজি লেবু।
কার্যকাল : ১-১০ দিন।


www.pathagar.com

**Capsicum Jamaicum (শীতকাতর) :** মরিচ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. পানি পান মাত্রই শীত ও কম্প, যে কোন রোগে।

☆২. যে কোন অঙ্গের প্রান্তসীমা লঙ্কার ন্যায় জ্বলন বা সর্বাঙ্গে মরিচ মাখান জ্বালা বা শরীরের ভিতরে জ্বালা যা তাপে উপশম।

☆৩. গলাধঃকরণে গলা ব্যথার উপশম।

৪. পালাজ্বর (নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট দিনে আসে)।

☆৫. কাশির সময় দূরবর্তী স্থানে (হাত পা, মূত্রাশয়) ব্যথা লাগে।

অনুপূরক : Lyco.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : China. Lache, Sulph, আখের রস।

অপথ্য : আখের রস।

কার্যকাল : ৭ দিন।

**Causticum (শীতকাতর) :** হ্যানিমানের পরামর্শে পাথর পুড়িয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubereular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. মিষ্টি দ্রব্যে অরুচি।

☆২. লবণ ও ঝাল খেতে ভালবাসে।

৩. শিশু হাঁটার বয়সেও হাঁটতে পারে না, ক্রমাগত পড়ে যায়।

☆৪. সব সময় ভবিষ্যতের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভীত।

৫. জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দানশীল।

☆৬. দাঁড়িয়ে পায়খানা ভাল হয়।

☆৭. **একাঙ্গীন বা দক্ষিণ দিকের পক্ষাঘাতে স্পর্শজ্ঞানের অভাব কখনই হয় না।**

☆৮. বারবার নিষ্ফল প্রস্রাব-পায়খানার বেগ। পায়খানার বেগ হলেই পায়খানা বের হয়ে আসে।

☆৯. মুখমণ্ডলে বেশি শীত অনুভব করে।


www.pathagar.com

☆১০. নিজের শব্দ কানে উচ্চ শব্দ মনে হয়।

১১. কাশতে কাশতে প্রস্রাব হয়ে যায়।

১২. নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণ করে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, ক্রমাগত ছটফট করতে থাকে এবং মাথা এপাশ ওপাশ করে থাকে।

☆১৩. ভয়ানক ক্ষুধা কিন্তু খেতে বসলেই ক্ষুধা চলে যায়।

অনুপূরক : Bell, Sulph, M. Sol.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Lyco, Colo, A. tart.
শত্রু ওষুধ : Nux Vom, Phos, Coffea, Coculus.
অপথ্য : কফি।
বর্জনীয় : গোসল।
ক্রম : পুরাতন স্বরযন্ত্র প্রদাহে নিম্নশক্তি।
কার্যকাল : ৫০ দিন।

**Coffea Cruda** : কফি গাছের শুকনো ফল বিচূর্ণ করে প্রস্তুত।

ধাতুগত লক্ষণ : Psoric.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. ব্যথায় অস্থির হয়ে মৃত্যুর ভবিষ্যৎ বাণী করে।

২. খুব স্ফূর্তিবাজ– সহজেই খুশি ও আনন্দিত হয়।

☆৩. সামান্য শব্দ, যেমন পদধ্বনি, কাগজের শব্দও অসহ্য।

☆৪. দাঁত ব্যথায় মুখে বরফপানি রাখলে উপশম, কিন্তু তা গরম হয়ে গেলেই যন্ত্রণা শুরু হয়।

অনুপূরক : Acid Fluor.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Sulph, Nux.
শত্রু ওষুধ : Lyco, Cantha, Causti, Arg. Nit.
নিষিদ্ধ : বারবার ব্যবহার।
কার্যকাল : ১-৭ দিন।

**Chamomilla (শীতকাতর)** : ইউরোপের চষা জমিতে ক্যামোমাইল নামক ক্ষুদ্র বার্ষিক গাছড়া হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১ ক. খুব রগচটা, ডাক্তার বা ধাত্রীকেও গালি দেয়।

খ. বাপকেও শালা বলে গালি দেয় এবং শিশু মাকেও মারে বা খামচায়।

গ. এত বদরাগী যে, ভাল কথা বললেও অভদ্র ভাষায় উত্তর দেয়।

২ ক. শিশু কেবল ঘ্যানঘ্যান করে, কোলে নিয়ে বেড়ালে কিছুটা শান্ত হয়; তবে সারাক্ষণ এক কোলেও থাকতে চায় না।

☆খ. কিছু দিলে শান্ত তো হয়ই না, বরং তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

গ. মুখে কিছু দিলে থু থু করে ফেলে দেয়।

ঘ. কোমর বেঁধে ঝগড়া করা স্বভাব।

৩. প্রতিবাদ করলে রাগ করে (N. Vom/ Coccus Cacti).

৪. মল গরম বোধ করে।

৫. জাগলেই কাশি বন্ধ।

৬. এক গাল লাল ও গরম, অপর গাল ঠাণ্ডা ও ফ্যাকাসে।

৭. বমির সাথে দারুণ পেট ব্যথা।

অনুপূরক : Bell, Sulph.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Bryo.

শত্রু ওষুধ : Nux vom, Alumina, Zincum Met.

অপথ্য : কফি, ঠাণ্ডা/ গরম খাদ্য।

বর্জনীয় : মানসিক অস্থিরতায়।

ক্রম : উচ্চশক্তি ক্রোধে।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Cina Anthelmitica (শীতকাতর) :** Artimissia Cina নামক গাছের শুকনো পুষ্প হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. যত পায় তত খায়, খেয়ে তার আশা মেটে না, আরো চায়, খেতে না পারলে চিবিয়ে ফেলে দেয়, খাবার নিয়ে বসে থাকতে চায়, খাবার দেখলে আর নড়তে চায় না, তৃষিত মনে চেয়ে থাকে, একবার খাবার পেলে সহজে উঠতে চায় না, খাবার না পেলে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদতে


www.pathagar.com

থাকে, বাড়িশুদ্ধ লোককে বিরক্ত করে তোলে, অসুস্থ হলে কখনও কিছু খেতে চায় না, নানা খাদ্যের আবদার করে, মিষ্টি খেতে চায়। উপর্যুক্ত উপসর্গে Cina ব্যর্থ হলে Psorinum প্রযোজ্য।

☆২ ক. যতক্ষণ জেগে থাকে, নাকে আঙুল ঢোকায় আর ঘুমিয়ে গেলে দাঁত কিড়মিড় করে।

খ. দিনের বেলায় নাকের ওপর হাত স্পর্শ করে বা নাকে আঙুল ঢোকায়।

৩. শিশুকে দোল না দিলে ঘুমাতে চায় না।

৪. উপুড় হয়ে শয়নে আগ্রহী (Medo).

৫. স্বপ্নঘোরে আবোল তাবোল বকে।

☆৬. অপ্রাপ্ত বয়সে মাসিক হয়।

৭. শিশুর মূত্র ঘোলাটে বা দুধের মত সাদা।

৮. কাশতে চোখে পানি আসে।

অনুপূরক : Sulph, Drosera, Cal. Carb.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arni, China, Ipe.

শত্রু ওষুধ : Coffea, Aleum Cepa, Aleum Sanctum.

অপথ্য : দুধ, কফি, কর্পূর।

নিষিদ্ধ : সুনিদ্রায়।

ক্রম : (200—CM).

কার্যকাল : ১৪-২০ দিন।

**Chelidonium Majus (শীতকাতর)** : জার্মানী ও ফ্রান্সের আফিং জাতীয় বাৎসরিক গাছড়া হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : নয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. যে কোন রোগের সাথে ডান কাঁধের বা ডানার নীচে ও অভ্যন্তরীণ কোণের নীচে সব সময় স্থায়ী ব্যথা, কিন্তু বাম স্ক্যাপুলার নীচে এরূপ হলে– Chenopodium/ Sanguinaria can.

২. কোন কাজে মনোযোগ দিতে মাথা ঘোরে, এতে বমিও হতে পারে।

৩. গরম দুধ বড়ই প্রিয়, গরম দুধে রোগের উপশম। আহারেও উপশম।


www.pathagar.com

৪. নির্দিষ্ট সময়ে চোখের কোটরের স্নায়ু শূলের সঙ্গে বেগে পানি নির্গত হয়।
৫. মল শক্ত গোল গোল, ভেড়ার নাদির মত।
৬. যন্ত্রণা ডান দিকে অথবা ডান দিকে অধিক, তা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

অনুপূরক : Ars Alb, Bryo, Lyco, Sulph.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Chamo, Coffea, অম্ল, মদ।
অপথ্য : অম্ল, কফি, মদ।
ক্রম : ন্যাবা- 3x, পিত্তপাথরী-Q, (5-10) ফোঁটা ৩ ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য।
কার্যকাল : ৭-১৪ দিন।

**Cicuta Virosa (শীতকাতর) :** জার্মানীর জলাশয়ে উৎপন্ন Water hemlock নামক গুল্মের সরস মূল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. চুলকানিবিহীন চর্মরোগ।
২. মস্তক বা মুখমণ্ডলে অর্থাৎ ঊর্ধ্বাঙ্গে আক্ষেপ শুরু।
৩. ছেলেমিপনা দৃষ্ট অর্থাৎ ছোটদের মত আচরণ করে থাকে।
৪. যে কোন রোগের সাথে সশব্দ হিক্কা।
৫. ম্যানিনজাইটিসে আক্ষেপের শেষে কাউকে চিনে উঠতে পারে না।
৬. প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় কিন্তু চিনতে পারে না।
৭. অতিরিক্ত গোয়ার্তুমি ও অসঙ্গত কাজ করা।

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arnica, Coffea, Tabeca, তামাক।
শত্রু ওষুধ : Aethusa.
অপথ্য : দুধ, কফি।
বর্জনীয় : তামাক, আফিং।
ক্রম : আক্ষেপ ও হিক্কায়- Q ২/৩ ফোঁটা।
কার্যকাল : ৫-১০ দিন।

**Crocuss Sativa (গরমকাতর) :** জাফরান হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. শুধু চুমু দিতে চায়।

☆২. যে কোন স্থানের নিঃসৃত রস যেন এক গাছি কাল দড়ির মত ঝুলে।

৩. যেন সে পোয়াতি, পেটে সন্তান নড়ছে!

৪. সঙ্গমের পর রক্তস্রাব।

৫. প্রস্রাবের আগে ও পরে রক্তস্রাব।

ক্রিয়ানাশক : Aco, Bell, Opium.

কার্যকাল : ১-৭ দিন।

**Carbo Animalis (শীতকাতর) :** গরুর চামড়া পেড়ানো কার্বন থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. যে কোন গ্ল্যান্ড প্রদাহ হলে বা বাগী হলে তা কখনও পাকে না, পুঁজও হয় না, কেবল শক্ত হয়ে থাকে।

☆২. গ্ল্যান্ড যত বৃদ্ধি পায় রোগী তত দুর্বল হয়।

৩. মনে হয় শব্দটি অন্য জগৎ থেকে আসছে!

৪. স্তন বা জরায়ুর ক্যানসারে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা।

☆৫. ঋতুকালে এত দুর্বল হয় যে, কথা বলতে বা দাঁড়াতে পারে না।

৬. ভারী দ্রব্য বা অল্প ভারী দ্রব্য ওঠালেই সন্ধি মচকে যায়।

৭. অর্শে মলদ্বার ফেটে যায়। ফলে ভীষণ জ্বালা করে।

অনুপূরক : Cal. Phos.

ক্রিয়ানাশক : Nux Vom, Ars. Alb.

অপথ্য : মদ, ভিনিগার।

কার্যকাল : ২৮-৬০ দিন।

**Carbo Vegitabilis (শীতকাতর কিন্তু পাখার বাতাস চায়) :** কাঠ কয়লা থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. যে কোন কারণে নিদানকালে কেবলই বলে, আমার মুখের কাছে হাওয়া কর।

☆২. হিমাঙ্গ অবস্থায় ঘাম ও বাতাসের জন্য ব্যাকুলতা।

৩. সামান্য আহারেই যেন বায়ু পূর্ণ হয়ে ওঠে, উদ্‌গারে তা উপশম হয়।

৪. দূষিত খাদ্য খেয়ে ডাইরিয়া।

৫. দেহ-মন অলস, অবশ, কাজে আলস্য, উৎসাহহীন।

৬. কঠিন রোগে ভুগে স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হয় না।

☆৭. মস্তক, বক্ষ ও উদরে শূন্যতাবোধ।

৮. রসরক্ত ক্ষয়জনিত দুর্বলতা (China).

৯. পুরাতন রোগীর পেট সব সময় বায়ুপূর্ণ থাকে, একটু বায়ু নিঃসরণেই আরাম বোধ।

অনুপূরক : China, Sulph.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ars Alb, Causti, Lache, Camphor.

শত্রু ওষুধ : Carbo Ani, Kreosote.

অপথ্য : মাখন, চর্বিযুক্ত খাদ্য, শূকরের মাংস।

কার্যকাল : ৬০ দিন।

**Cistus Canademis (অত্যন্ত শীতকাতর) :** আমেরিকার হোলিরোজ নামক গাছ সপুষ্পক অবস্থায় ফুটে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. শরীরে গ্ল্যান্ডগুলো যেমন গলার চারদিকে, ঘাড়ের চারদিকে গ্রন্থিগুলো মুক্তামালার মত ফুলে শক্ত হয়ে থাকে বা পেকে পুঁজ হয়ে ওঠে।

২. রমণীর স্তন প্রদাহ, বিশেষত বাম স্তন ফুলে শক্ত হয়ে থাকে বা পেকে পুঁজ হয়ে ওঠে।

৩. গণ্ডমালাসহ ডাইরিয়া, ডাইরিয়া শেষরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত বৃদ্ধি।

৪. শীতকালে বা ঠাণ্ডা পানিতে আঙুল ফেটে যায়, কখনও ফেটে রক্ত পড়তে থাকে, কখনও একজিমা দেখা দেয়, এটি অদ্বিতীয় চারিত্রিক লক্ষণ।



www.pathagar.com

৫. ক্ষুধার সময় খেতে না পেলে মাথা ব্যথা করে।
৬. টক খাওয়ার খুব ইচ্ছা, খেলে ডাইরিয়া।
৭. নাকের মধ্যে ঠাণ্ডাবোধসহ জ্বালা।
৮. শীত করে জ্বর আসার পর কর্ণমূলে বা ঘাড়ে গ্রন্থি বৃদ্ধি।
৯. শীতকাতরতা সত্ত্বেও গরম ঘরে ঘাম হয়– যত ঘাম হয় তত শীত করে।
১০. শরীরের বিভিন্ন স্থানে শীতলতা অনুভব করে।
১১. সহজে ঠাণ্ডা লাগার সাথে ডাইরিয়া, চর্মরোগ ও শীতে বা ঠাণ্ডা পানিতে আঙ্গুল ফেটে যাওয়া পূর্ণ লক্ষণ।

ক্রিয়ানাশক : Rhus, Sepea.
কার্যকাল : জ্ঞাত নয়।

**Clematis Erceta (অজ্ঞাত) :** ইউরোপের ভার্জিনস্ বাউয়ার নামক এক প্রকার চারা গাছের পাতা ও ডাঁটা হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. গনোরিয়ার কুচিকিৎসার ফলে প্রস্রাব নালী সংকুচিত হয়ে ক্রমাগত প্রস্রাবের বেগ থাকা সত্ত্বেও সবেগে নির্গত না হয়ে থেমে থেমে নির্গত হয়, প্রতি ফোঁটা যন্ত্রণাদায়ক, শেষ ফোঁটাটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, প্রস্রাব শেষেও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে, মনে হয় এখনও প্রস্রাব অবশিষ্ট থেকে গেল এবং প্রস্রাবের পরেও লিঙ্গ শক্ত ও ব্যথাযুক্ত হয়ে থাকে।
২. দাঁতের যন্ত্রণা, ঠাণ্ডা পানিতে উপশম।
৩. ত্বক রোগে পানি স্পর্শে বৃদ্ধি পায়।
৪. গনোরিয়া চাপা পড়ে ডান অণ্ডকোষটি ফুলে শক্ত হয়ে ব্যথা করতে থাকে বা কুঁকচি ফুলে শক্ত হয়ে অর্বুদ সৃষ্টি হয়।
☆৫. রোগী একা থাকতেও ভয় পায়, আবার সঙ্গী থাকলে তাদেরও ভয় পায়।
৬. মাঢ়ীতে বা দাঁতে গর্ত হয়ে যন্ত্রণা ঠাণ্ডা পানিতে বা ঠাণ্ডা বায়ুতে উপশম, রাতে ও শয্যার তাপে বৃদ্ধি।


www.pathagar.com

৭. গনোরিয়া চাপা পড়ে পেশী শক্ত হয়ে মোচড়ান বা বিদ্যুৎ শকের ন্যায় যন্ত্রণা।

৮. পুলিশের হাতে ধরা পড়ার স্বপ্ন দেখে।

অনুপূরক : Merc Sol.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ana, Bryo, Rhus.

বর্জনীয় : কর্পূর, ধূম পান ও ঠাণ্ডা পানিতে গোসল।

কার্যকাল : ১৪-২৮ দিন।

**China/ Cinchona officinatis (শীতকাতর)** : Cinchona গাছের শুকনা চাল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. খাদ্যদ্রব্য অজীর্ণভাবে নির্গত হয়, পেটে বায়ু সঞ্চয়, বায়ু নিঃসরণে উপশম হয় না।

২. ঘন ঘন শুক্র ক্ষয় (স্বপ্নদোষ) হেতু দুর্বলতা।

৩. রাত কানা (বিপরীত Lyco).

৪. দেহের রস ক্ষরণ বা তরুণ রোগ হয়েই শোথ।

৫. সমস্ত অস্থিসন্ধি স্থানে টেনে ধরা বা ছিঁড়ে ফেলার যন্ত্রণা।

৬. নির্দিষ্ট ক্ষণে বা একদিন অন্তর আগত ম্যালেরিয়া (Ipeacac).

৭. রাতে প্রচণ্ড ক্ষুধা (Psorinum).

৮. পাকা ফল খেয়ে অসুস্থ।

৯. পাথরী শূল নির্দিষ্ট সময় আগমন বা বৃদ্ধি।

১০. প্রচণ্ড রক্তস্রাবের পর অত্যন্ত দপদপানি, মাথা যন্ত্রণা।

১১. আদর করলে রাগ করে।

১২. তরমুজ খেয়ে ডাইরিয়া।

১৩. কাশলে শক্ত কফের ঢেলা বের হয়।

১৪. যে কোন প্রকারে দেহের রসরক্ত ক্ষয় হয়ে মুখমণ্ডল অত্যন্ত ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১৫. নিয়মিতভাবে রোগ আক্রমণ।

১৬. রক্তস্রাব হতে হঠাৎ আক্ষেপ।


www.pathagar.com

১৬. মল সবুজ ও শক্ত।

১৭. আস্তে চাপলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, জোরে চাপলে উপশম (Lachesis).

অনুপূরক : Phos.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Acid Phos, Cal. Phos, Bell, Arnica, Carbo Veg, Nux, Puls.

শত্রু ওষুধ : Digi, Selinium, Kreo, Leadum, Sabi.

অপথ্য : দুধ, ফল।

নিষিদ্ধ : সুনিদ্রায়, কুইনাইনসেবীর।

ক্রম : রক্তশূন্যতায়– Q, পিত্তশূলে 6 শক্তি প্রযোজ্য।

কার্যকাল : ১৪-২১ দিন।

**Conium Macualatum (শীতকাতর) :** হেমলক নামে ইউরোপের একটি বিষবৃক্ষের ফুল ফুটলে টাটকা গাছড়া হতে প্রস্তুত। এই গাছের রস পানেই মহাত্মা সক্রেটিস মৃত্যুবরণ করেন।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. বৃদ্ধাবস্থায় দেহ-মন দুর্বল হয়ে গেলে শরীর বা হাত-পা কাঁপে।

২. কাম প্রবৃত্তি দমন এবং অতিরিক্ত যৌনাচারজনিত কুফল।

৩. কারো সাথে মিশতে চায় না, কেউ মিশতে আসলে অল্পেই রেগে ওঠে এবং গালি দিতে ইচ্ছা হয়, অথচ নির্জনতাভীতি।

৪. অতিরিক্ত যৌনাচারের দরুন মলমূত্র ত্যাগে অত্যন্ত কোঁথ দিতে হয়।

৫. বহুদিনের বিপত্নীক বা বিধবার যে কোন সমস্যায় Conium-এর চিন্তা অগ্রগামী।

☆৬. শয়নে মাথা ঘোরে, মাথা ঘোরালে মাথা ঘোরে, বিছানায় পাশ ফিরলে মাথা ঘোরে, হঠাৎ দৃষ্টি ফেরালে মাথা ঘোরে— যেন যাঁতার মত ঘোরে, ঘরটি যেন গোলাকার বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থানপূর্বক ঘোরে।

৭. তারিখ ভুলে যায়।

☆৮. ঘুমের সময় বা জেগে চোখ বুজলেই ঘাম, উঠে দাঁড়ালে বন্ধ (বিপরীত Sambu).

৯. মেয়েদের স্তন শুকিয়ে যায়।



www.pathagar.com

☆১০. দু'পা বাতে আক্রান্ত হলে খাটে শুয়ে পা দুটি ঝুলিয়ে রাখতে চায়।

১১. রজঃস্রাব ক্ষীণ বা অবরুদ্ধ বা অল্পক্ষণ স্থায়ী, স্রাব সামান্য, সাথে সাথে দেহের উপর লাল বর্ণের দাগসমূহ দেখা যায়, স্রাব শেষে মিলিয়ে যায়।

১২. পক্ষাঘাতসদৃশ দুর্বলতায় চোখের পাতা পড়ে যায়, সহজে প্রস্রাব নির্গত হতে চায় না।

অনুপূরক : Ars Alb, Phos, Silicea.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Acid Nit, Coffea, A. Tart, Dulcamra.

ক্রম : উচ্চক্রম।

অপথ্য : মদ, দুধ।

কার্যকাল : ৩০-৫০ দিন।

**Colocynthis Vulgaris (শীতকাতর) :** মাকাল ফলের শাঁস হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অত্যন্ত অহংকারী ও রাগী হয়, এই রাগে বা রাগ চেপে রাখলে কোন প্রকার যন্ত্রণা দেখা দেয়।

২. **সায়েটিকা নার্ভের তীব্র আপেক্ষিক যন্ত্রণা, নীচের দিকে পা পর্যন্ত যায়।**

৩. সামান্য আহারেই ডাইরিয়া ও আমাশয় বৃদ্ধি।

৪. খাদ্য গ্রহণে পেটে শূলবেদনা, যত বেশি বমিও তত বেশি হয় এবং পেটে খাদ্য থাকা পর্যন্ত এরূপ চলতে থাকে।

৫. পেটের যন্ত্রণায় সামনে ঝুঁকে থাকলে, উপুড় হয়ে শুলে বা সজোরে চাপলে উপশম।

৬. ঘন ঘন মূত্র ত্যাগের ইচ্ছাসহ স্বল্প মূত্র, মূত্র কখনও পুরু, দুর্গন্ধযুক্ত বা জেলির মত চটচটে।

অনুপূরক : Merc Sol.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Sulph, Chamo, Coffea, গরম দুধ।

অপথ্য : গরম দুধ, পনির, কর্পূর।



www.pathagar.com

ক্রম : পাকস্থলীর ব্যথা, কলেরা, আমাশয়, মূত্রকষ্টে– 3x বা 6 প্রযোজ্য।

কার্যকাল : ১-৭ দিন।

**Crotalus Horridus :** Crotalus জাতীয় র‍্যাটেল সাপের বিষ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Deep Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. জিহ্বা আগুনের মত লাল এবং মসৃণ যেন পালিশ করা!

২. প্রতিটি দ্বার, এমনকি লোমকূপ দিয়েও রক্ত পড়া শুরু।

৩. রক্তস্রাবের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলদে হয়ে যায়।

৪. ডাইরিয়ায় মল কাল, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত।

৫. নাড়ী কদাচিৎ অনুভূত হয়।

৬. Lachesis-এর ন্যায় নিদ্রায় ও বসন্তকালে বৃদ্ধি, বাচাল, কিন্তু এর লক্ষণ ডান দিকে প্রকাশ পায়।

অনুপূরক : Carbo, Lyco, Puls.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor, Lachesis, Ammon Carb.

শত্রু ওষুধ : Psorinum.

অপথ্য : অম্ল, মদ, কর্পূর।

বর্জনীয় : তাপ।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Croton Tiglium :** জয়পালের বীজের তেল বা বীজ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ডাইরিয়ায় হলদে বর্ণের পানির মত পায়খানা, সবটুকু একবারে পিচকারির মত বা পচাৎ করে (হাঁসের মলত্যাগের মত) বেরিয়ে আসে, পান বা আহারে বৃদ্ধি, কিন্তু কিছুক্ষণ বেগ দেয়ার পর একেবারে সবেগে পায়াখানা হলে– Gambozia প্রযোজ্য।

২. চর্মরোগের সাথে পর্যায়ক্রমে ডাইরিয়া বা কাশি।


www.pathagar.com

৩. যেন সুতা দ্বারা চোখের ভিতর দিকে টানছে!

☆৪. বালিশে মাথা রাখলেই শ্বাসরোধ করে, আক্ষেপিক কাশি, তাই ঘরে হেঁটে বেড়াতে বাধ্য হয়, নয়ত চেয়ারে বসে ঘুমায়।

৫. স্তন দান কালে স্তন হতে পিঠ পর্যন্ত ব্যথা বোধ।

অনুপূরক : Mezerium.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ana, Rhus, A. Tart, Clematis, লেবুর রস।

শত্রু ওষুধ : Psorinum.

অপথ্য : লেবুর রস, ফল, মিষ্টি।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Cuprum Metallicum (শীতকাতর) :** তামা থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. আক্ষেপ হাত-পায়ের আঙুলে সূত্রপাত।

☆২. আক্ষেপে ক্ষণিক দৃষ্টিহীন।

☆৩. প্রসবকালে হঠাৎ দৃষ্টিহীন।

৪. জিহ্বার পক্ষাঘাতের দরুন অসম্পূর্ণ বা তোতলা কথা বলে।

৫. পরপর তিনটি কাশির ধমক।

৬. ঠাণ্ডা পানি খেলে কাশি কমে।

৭. চর্মরোগ, প্রদর, হাম-বসন্ত চাপা পড়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন বা নর্তন।

৮. ব্যথা বা আক্ষেপ, অতি দ্রুত গতিতে স্থান বা রূপ পরিবর্তন করতে থাকে।

৯. মূত্র বিকারে উন্মাদের মত হয়।

অনুপূরক : Apis, Ars Alb, Stramo.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, China, Coninum, Nux vom, Puls, Sulph.

অপথ্য : দুধ, চিনি, ডিম, কর্পূর।

ক্রম : আক্ষেপে 6/30, হুপিং কাশিতে 1x সেব্য।

কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।



www.pathagar.com

**Cyclamen European (শীতকাতর) :** Cyclamen গাছড়ার রস থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. প্রতিবার খাওয়ার অব্যবহিত পরেই পেটে নানা প্রকার শব্দ।

২. খোলা বাতাসে বিতৃষ্ণা।

৩. রজঃস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে, প্রচুর কাল চাপচাপ ঝিল্লিযুক্ত।

৪. অতিরিক্ত তেল, ঘি, চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণে কুফল।

৫. হৃষ্টপুষ্ট দেহ, অথচ রক্তহীন।

কার্যকাল : ১৫-২০ দিন।

**Cocculus Indicus (শীতকাতর) :** দক্ষিণ ভারতের মালয় দ্বীপ, সিংহল ও বাংলাদেশে উৎপন্ন কাকোসী বা কাকমারী নামক লতাগাছের বীজ চূর্ণ করে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Pscudo-Psoric (J. N. Allen).

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. যানবাহনে চড়লে ও চলন্ত গাড়ি, নৌকা, পানিস্রোতের দিকে তাকালে বমি ভাব উপস্থিত হয়।

২. সময় যেন দ্রুত চলে যায়!

☆৩. প্রতি ঋতুকালে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, দাঁড়াতে পারে না।

৪. ক্ষুধাহীনতাসহ মুখে ধাতব আস্বাদ।

৫. শিরঃপীড়া মাথার পিছন দিক হতে শুরু হয়ে ঘাড় হতে মেরুদণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, মনে হয় দড়ি দ্বারা কষে বেঁধে রেখেছে।

৬. রজঃস্রাবের পরিবর্তে বা দুই ঋতুর মধ্যবর্তীকালে মাংস ধোয়া পানির মত প্রদরস্রাব।

৭. নারী অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা যৌনসেবা করে এত অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, একটিবার স্বামী সহবাসেও অক্ষম হয়ে পড়ে।

৮. কোনরূপ প্রতিবাদ অসহ্য, একটুতেই দোষী বিবেচনা করে এবং রেগে যায়। তাড়াতাড়ি কথা কয়।

৯. বাধক ব্যথায় প্রচুর স্রাবসহ কোমরে এত ব্যথা যে, হাঁটতে হাত-পা কাঁপে।


www.pathagar.com

১০. হৃদরোগে মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে।
১১. অনিদ্রার সাথে উৎকণ্ঠা।
☆১২. ক্ষুধা কিন্তু খাদ্যে অরুচি।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Petrolium. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Chamo, Nux, Staphy. |
| শত্রু ওষুধ | : | Causti, Coffea. |
| অপথ্য | : | কফি, কর্পূর। |
| বর্জনীয় | : | ধূম পান, জাহাজ ও গাড়িতে ভ্রমণ। |
| ক্রম | : | গর্ভাবস্থায় উচ্চক্রম। |
| কার্যকাল | : | ৩০ দিন। |

**Collinsonia :** কানাডায় উৎপন্ন গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের সরস মূল হতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পায়খানার সময় কোঁথ দিলে মলদ্বার সংকুচিত হয়।
২. হার্টের রোগ থেকে শোথাবস্থা।
৩. হৃদযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তায় পেটে বায়ু জমে, মল শক্ত, কষ্টে নির্গত হয়।
৪. পুরাতন যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাবী অর্শ– মনে হয় মলদ্বারে এক গুচ্ছ কাঠি বা বালি বা পাথর বা কাঁকর ভরা আছে।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Esculus His. |
| Chronic | : | Sepea. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Nux Vom. |
| ক্রম | : | হৃদরোগে উচ্চমাত্রায় (1M) প্রযোজ্য। |
| কার্যকাল | : | ১-৭ দিন। |

**Coccus cacti :** Cactus চারা গাছের এক জাতীয় পোকার স্ত্রী পোকার শুকনো দেহ থেকে টিংচার প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. হুপিং কাশি ভোরে বৃদ্ধি, তাই ঘুম থেকে জেগে ওঠে, কাশির শেষে বমিতে পরিষ্কার দড়ার মত শ্লেষ্মা মুখ হতে মাটি পর্যন্ত ঝুলতে থাকে।
২. প্রতিবাদ করলে রাগ হয় (Chamo/ N. Vom).


www.pathagar.com

**Cimicifuga/ Actaea Raeomosa :** আমেরিকার Black Snake Root নামের গাছের সরস মূল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. রক্তস্রাব যত বেশি যন্ত্রণাও তত বেশি।

২. মানসিক লক্ষণ, যেমন অত্যন্ত বিষণ্ন, সন্দিগ্ধ, তাই ওষুধ খেতে চায় না, আশেপাশে যেন ইঁদুর ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন একটি ভারী কাল মেঘখণ্ড তাকে ঢেকে ফেলেছে, বন্ধ গাড়িতে থাকতে ভয়, ঋতুকালে উন্মাদ ভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকলে শারীরিক লক্ষণ ভাল থাকে আর শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ থাকলে মানসিক লক্ষণ ভাল থাকে।

৩. ক্রমাগত এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে বাচালতা, অতি প্রবল বাচালতা (Lachersis).

☆৪. প্রসবকালে শীত ও কাঁপুনি, ব্যথা ক্রমাগত ঘুরে বেড়ায় কিন্তু জরায়ুর মুখ খোলে না।

৫. মনে করে মাথার খোলা তালু দিয়ে মাথায় বাতাস প্রবেশ করছে।

৬. রজঃস্রাবে ব্যথা, পাছা হতে অন্য দিকে আড়াআড়িভাবে চলে।

☆৭. যে কোন ব্যথা সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি কিন্তু জোরে চাপ দিলে উপশম।

৮. রোগী বাচাল কিন্তু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না।

৯. ব্যথা ঘাড় হতে এসে ডান বা বাম চোখে যন্ত্রণা দেয়, রাতে বৃদ্ধি।

১০. যে পাশে শয়ন করে সে পাশের মাংসপেশী লাফায়।

অনুপূরক : Medo.

ক্রিয়ানাশক : Aco, Gels, Puls.

কার্যকাল : ৬-১২ দিন।

**Cineraria :** চোখের ছানি, বিশেষ করে আঘাত লেগে ছানি পড়লে এর Q শক্তি ১ ফোঁটা করে প্রত্যহ ৫ বার চোখে দেয়া যেতে পারে। দীর্ঘদিন (৬-১২ মাস) যাবৎ প্রয়োগ প্রযোজ্য— ডাঃ বোরিক।


www.pathagar.com

## Chlorum

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চোখের সামনে চক্রাকার আলো দেখে।

২. অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু ঘুম হয় না।

৩. কাশি দিলেই কফ ছিটকিয়ে যায়।

অনুপূরক : Sulph.

## Cholesterinum

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. লিভার ক্যানসারে লিভার খুব বড় হয়, টাটানি ব্যথা ও জ্বালা করে, স্পর্শসহিষ্ণু, সঞ্চালনে ডান পাশে, শয়নে ও সামনে ঝুঁকলে বৃদ্ধি, পিত্তবমি বা খুব হলদে বমি হয়।

**Digitalis Purpurea (শীতকাতর) :** ইউরোপের Foxglove নামক এক প্রকার সুদৃশ্য গাছ-গাছড়ার টাটকা পাতা (ফুল হবার পূর্বে) হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. নাড়ীর গতি ৪০/৫০ বার এবং কখনও ৩য়, ৫ম, ৭ম স্পন্দন বন্ধ হয়ে থাকে।

২. নাড়ীর স্পন্দন হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে হার্টফেল করতে পারে।

৩. নড়াচড়ায় স্পন্দন বৃদ্ধি হয়, তাই চুপ করে থাকতে চায়, কিন্তু চুপচাপ শুয়ে ঘুমাতে গেলেও দম বন্ধ হয়ে আসে, তাই উঠে বসে।

৪. হাতের আঙুল থেকে থেকে অসাড় হয়ে যায় এবং মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা, আঙুল ইত্যাদি নীলবর্ণ হয়ে যায়।

৫. লিভার প্রদাহজনিত ন্যাবাতে ধূসর রঙের মল।

৬. পেটের মধ্যে শূন্যতা বোধ ও শয়নে শ্বাসকষ্ট, সব সময় কিছু খেতে চায়, কিন্তু খেয়েও দুর্বলতা যায় না, আবার খেতে অরুচি, খাদ্যের গন্ধ অসহ্য, বমি বমি ভাবও থাকে, খেলে বমি ভাব কমে।

৭. প্রস্ট্রেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধিবশত মূত্রকষ্ট ও নাড়ীর মন্থরতা।



www.pathagar.com

স্মরণযোগ্য : বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট ও শোথ থাকলে– Convaleria দেয়।

☆৮. ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে বলে, 'আমি উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম।'

পরিপূরক : Spartum, Acid Acetic.
শত্রু ওষুধ : China.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom, অম্ল, ভিনিগার, কর্পূর।
অপথ্য : অম্ল, ঠাণ্ডা পানীয়।
নিষিদ্ধ : বারবার সেবন, বিকালে সেবন।
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।

**Drosera (গরমকাতর) :** Drosera Rotenddifolia নামক চারা গাছের রস হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সামান্য কারণে এতই রাগান্বিত হয় যে, দুর্বার ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়ে।
২. ডাঃ মার্গারেট টাইলার অস্থির টিবি, স্পাইনাল কেরিজ, গ্ল্যান্ডের টিবি, উদরের টিবি, গ্ল্যান্ড বৃদ্ধিতে তা প্রয়োগে বহু রোগী আরোগ্য হয়।
☆৩. কাশির অনবরত আক্রমণে শ্বাস গ্রহণের সময় পায় না।
৪. বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কাশি, মধ্যরাতের পর কাশি।

অনুপূরক : Cina, Conium, Nux, Sulph.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor.
নিষিদ্ধ : হুপিং কাশিতে ৩০ শক্তি দ্বিতীয় মাত্রা।
অপথ্য : ঠাণ্ডা পানীয় ও ঠাণ্ডা খাদ্য, কর্পূর।
ক্রম ও মাত্রা : হুপিং কাশিতে ও বমিতে 1x বারবার প্রযোজ্য।
কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Dulcamra (শীতকাতর) :** বিটার সুইট নামক গাছের ডাঁটা ও পাতা থেকে (ফুল ধরার পূর্বে) প্রস্তুত।


www.pathagar.com

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. ঠাণ্ডা লেগে, ঠাণ্ডা ঘরে ও ঠাণ্ডা স্থানে গেলেই ঘন ঘন প্রস্রাব হয়।

✪২. ঠাণ্ডা লেগে আমবাত, আবার ঠাণ্ডা হাওয়ায় তা উপশম, এটি ব্যতিক্রম (অন্যান্য লক্ষণ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি)।

৩. স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে শয়নে পক্ষাঘাত।

৪. মাথায় চটাচটা— ফাটা ফাটা চর্মরোগ।

৫. ঠাণ্ডা লেগে ঘাড় শক্ত ও আড়ষ্ট, পৃষ্ঠদেশে, কোমর ও হাড়ে যন্ত্রণা।

৬. ঠাণ্ডা পানিতে বেড়িয়ে অসাড়ে মূত্র।

৭. মুখমণ্ডল, হাতের পিঠ, হাতের আঙুলে বড় মসৃণ মাংসল আঁচিল।

৮. নাভি প্রদেশে যন্ত্রণা ও ইরাপশন।

৯. অত্যন্ত কাজের লোক, এক সঙ্গে বহু কাজ করতে চায়।

১০. রাগ ছাড়াই ভর্ৎসনা করে এবং কটু কথা বলে।

১১. মেঘ হলেই চোখ-মাথা আক্রান্ত হয়।

☆১২. ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি চরিত্রগত লক্ষণ।

১৩. শরৎকালের আবহাওয়ায় একমাত্র ওষুধ।

অনুপূরক : Alumina, N. Sulph, Sulph.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ipe, Merc. Sol.

শত্রু ওষুধ : Bell, Acid Acitic, Digi, Lache.

অপথ্য : কর্পূর।

কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Dioscorea Villosa :** এক জাতীয় পাতার তাজা মূল হতে তৈরি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পেট ব্যথা, সটানে উপশম।

☆২. পেটের ব্যথা বিভিন্ন অঙ্গে বিচরণ করে।

৩. এক রাতে উপর্যুপরি দু-তিনবার স্বপ্নদোষ হলে সকালে অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ।

☆৪. হৃদশূল বক্ষ হতে দু বাহু পর্যন্ত ব্যথা চালিত হয়।

☆৫. পিত্তপাথরী শূল ডান স্তনের বোঁটা পর্যন্ত বিদ্যুতের মত ছুটে যায়।



www.pathagar.com

ক্রিয়ানাশক : Chamo, Bryo, Camphor.
কার্যকাল : ৭ দিন।

**Eupoatorium Perfoliatum (শীতকাতর) :** বোনসেট নামক এক প্রকার চারা গাছের সমগ্র অংশ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অপরিমিত সুরাপানজনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদের পীড়ায়।
২. বারবার ও দীর্ঘকাল স্থায়ী পৈত্তিক বা সবিরাম জ্বরের আক্রমণজনিত ধাতু বিকৃতি।
৩. সারা শরীর থেঁতলান ভঙ্গবৎ ব্যথা।
☆৪. প্রতিটি অস্থিতে কামড়ানি ব্যথা।
৫. পিঠ, মাথা, বুক, হাত, পা, বিশেষত হাতের কব্জি সন্ধিচ্যুত হওয়ার মত ব্যথা।
৬. অস্থিগোলকে টাটানি ব্যথা।
৭. মাথা ঘোরায় যেন বাম দিকে পড়ে যাবে।
৮. কাশবার সময় বুক হাত দিয়ে চেপে ধরে।
☆৯. জ্বরের সর্বাবস্থায় অদম্য পিপাসা।

অনুপূরক : Sepea, Natrium.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Tuberenlinum, Sepea.
নিষিদ্ধ : জ্বরের প্রাবল্যে।
ক্রম : জ্বরে Q, বহুমূত্রে 6.
কার্যকাল : ১-৭ দিন।

**Euphrasia Offionatis :** আইব্রাইট চারা গাছের সমগ্র অংশ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. সব সময় চোখ হতে পানি ঝরে।


www.pathagar.com

☆২. চোখের পানি হাজাকর কিন্তু নাকের পানি হাজাকর নয় (নাকের পানি হাজাকর কিন্তু চোখের পানি হাজাকর নয়– Aleum Cepa).
৩. সকালে প্রচুর গড়ানো সর্দিসহ প্রবল কাশিতে প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে।
৪. কষ্টকর নিয়মিত রজঃস্রাব কিন্তু সামান্য ও এক ঘণ্টা স্থায়ী।

ক্রিয়ানাশক : Puls, Causti, Camphor.
কার্যকাল : ৭ দিন।

**Ferrum Metalicum (শীতকাতর) :** লৌহ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. রক্তহীনতাজনিত ফ্যাকাসে– ঠোঁট, জিহ্বা, চোখ সবই সাদা।
২. রক্তস্রাবের প্রবণতা– স্রাবের রক্ত শীঘ্র জমাট বাঁধে।
☆৩. ছোট ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ খেলে ততক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে।
☆৪. ডিমে অনিচ্ছা, খেলে বমি।
☆৫. বমির ইচ্ছা ছাড়াই গ্রহণকৃত খাদ্যদ্রব্য বমি হয়ে যায়।
✪৬. সামান্য শব্দেই আত্মহারা হয়ে পড়ে।
☆৭. মাথা ঘোরায়, টলমল করে, যেন পানির উপর আছে।
☆৮. পানিস্রোত দেখলে মাথা ঘোরে।
☆৯. রজঃস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে, অতি প্রচুর, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও মুখমণ্ডল লাল।
☆১০. শিরঃপীড়ার যন্ত্রণা হাতুড়ি মারার মত, শুতে বাধ্য হয়।
☆১১. কোমর ব্যথা, শয়নে ও রাতে বৃদ্ধি, চলাচলে উপশম।
☆১২. বাতজ ব্যথা, রাতে বৃদ্ধি, চলাফেরায় উপশম।

অনুপূরক : Alumina.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arnica, Bell, China, Puls, Sulph.
শত্রু ওষুধ : Thea, Acid Acetic.
অপথ্য : ডিম, চা, মদ।
নিষিদ্ধ : উপদংশে।
বর্জনীয় : গোলমাল।
কার্যকাল : ৫০ দিন।


www.pathagar.com

**Ferrum Phosphoricum** (শীতকাতর) : Phosphate of iron হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. এটার 3x শক্তি রক্তের লৌহিত কণিকা তৈরি করে (ছোটদের 3x, কিন্তু বড়দের 6x শক্তি সেব্য)।

অনুপূরক : Cal. Phos, Kali Phos.

শত্রু ওষুধ : Paris.

অপথ্য : গরম পানীয়।

নিষিদ্ধ : রাতে 3x/6x প্রয়োগ।

ক্রম : নাসিকার রক্তস্রাবে ও অসাড়ে মূত্রস্রাবে 1x.

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Ferrum Bromatum :** Bromide of iron হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চটচটে বিদাহী প্রদরস্রাবে জরায়ু ভারযুক্ত ও স্থানচ্যুতি ঘটে।

**Gelsimium Sempervirens** (শীতকাতর) : হলদে জেসমিন গাছের মূলের চাল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : টিউবারকুলার (Tubercular).

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. নড়াচড়া না করলে হৃদক্রিয়া বন্ধের ভয়।

☆২. মেরুদণ্ডের সর্বোপরি কশেরুকায় মাথা ব্যথা শুরু হয়ে মাথার উপর আসে এবং কপাল ও চোখ ফেটে যাওয়ার মত হয়।

☆৩. পেশীসমূহে ক্রিয়াগত সামঞ্জস্যের অভাব, তাই বিশৃঙ্খলভাবে সঞ্চালিত হয়।

৪. দুর্ভাবনা ও দুঃসংবাদ শ্রবণে পীড়া।

☆৫. কোথাও যাওয়ার সময় মলত্যাগের বেগ হয় (Arg. Nit).

৬. নিদ্রিতের মত পড়ে থাকা ও নড়াচড়ায় সারা শরীরে কম্পন।


www.pathagar.com

অনুপূরক : Bryo, Ipe, Sepea.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : China, Nux, Puls, নুন।
শত্রু ওষুধ : Opium, Atropia.
অপথ্য : নুন, কফি, মদ।
বর্জনীয় : ধূম পান, আফিং।
ক্রম : মণি নির্গমনে 30 শক্তি।
কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Glonionum (গরমকাতর)** : Nitroglycerine alcohol ডাইলিউট করে প্রস্তুত হয়।
ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে বাড়ি চিনতে পারে না।
২. বুঝতে পারে না সে কোথায় আছে।
৩. চেনা লোককে অচেনা মনে হয়।
৪. বাম পাশে শুতে পারে না।
৫. বাড়ির রাস্তা ভুলে যায়।
অনুপূরক : Bell, Lache.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Coffea, Nux.
অপথ্য : ঠাণ্ডা পানি, কফি, মদ, কর্পূর।
বর্জনীয় : রোদ।
ক্রম : মৃগীর প্রারম্ভে– 1x, সর্দি-গর্মিতে 6 শক্তি প্রযোজ্য।
কার্যকাল : ১ দিন।

**Graphaitis (শীতকাতর)** : Black lead হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. দেহ মোটা, মাংস পেশী শক্ত।
☆২. ঘুমের সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় (চারিত্রিক লক্ষণ)।
৩. স্তনের ফোঁড়া আরোগ্য হয়ে শক্ত চিহ্ন থেকে যায়।


www.pathagar.com

৪. নখ পুরু, কুগঠিত, সম্প্রসারিত।
৫. মাথার তালুর ছোট্ট গোলাকার অংশে জ্বালা।
৬. চোখের পাতায় ভিজা ফাটা একজিমা ও কিনারাগুলো আঁশযুক্ত।
৭. কানের পিছনের ঘা হতে চটচটে রস বের হয়।
৮. গোলমালে ভাল শুনতে পায়।
৯. মিষ্টি খেলে বমি বমি লাগে।
১০. পুরুষ সন্দেহপ্রবণ– চিঠি খামে পুরে আবার খুলে দেখে।
১১. অণ্ডকোষে চটা ঘায়ে চুলকানিতে আঠাল রস নিঃসরণ।
১২. গাড়িতে উঠলে কানে ভাল শোনে।
১৩. যেন মুখমণ্ডলে মাকড়সার জাল জড়িয়ে আছে (রাস্তায় চললে মনে হয়)।
১৪. আঙুলের গলিতে চর্মরোগ, ও রস চটচটে।
১৫. ফাটা ত্বক ও চটচটে রস।
১৬. সারাক্ষণ শংকিত ও সতর্ক, সঙ্গমে অনিচ্ছা।
১৭. মাছ, গোশত, সংগীত ও সঙ্গমে অনিচ্ছা।

অনুপূরক : Puls, Sulph, Sepea.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux, Aco, China, Lyco.
অপথ্য : গরম পানীয়, ঠাণ্ডা খাদ্য, চর্বি, মদ, তৈলাক্ত খাদ্য।
নিষিদ্ধ : বারবার ব্যবহার।
ক্রম : উচ্চক্রম।
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।

**Guiacum (শীতকাতর) :** Guiacum গাছের আঠা থেকে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Syphilitic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. প্রস্রাবের পরেও প্রস্রাবের বেগ থাকে।
২. সন্ধিস্থানে ফোঁড়া।
☆৩. প্রচুর ঘাম হলে প্রস্রাবে কষ্ট আর দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হলে ঘাম থাকে না।
৪. পায়ের শিরা এমন টেনে ধরে যে, পা সোজা করতে পারে না।


www.pathagar.com

৫. সন্ধিসমূহের ভিতরে এক প্রকার পদার্থ জমাট বেঁধে সন্ধির বিকৃতি রূপ আনয়ন করে।
৬. গলার মধ্যে শুষ্কতা ও স্পর্শে ব্যথা।
৭. শ্লেষ্মা পচা দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু ফুসফুস স্বাভাবিক।
৮. দেহমন জড়তাপ্রাপ্ত, অকর্মণ্য ও স্থবির।

ক্রিয়ানাশক : Nux Vom.
কার্যকাল : ৪০ দিন।

**Hamamelis Virginica (গ্রীষ্মকাতর) :** Hamamelis গাছের ডাল ও মূল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. রক্তস্রাবের স্থানটিতে টাটানি ব্যথা, রক্তের বর্ণ ঈষৎ কাল (চারিত্রিক লক্ষণ)।
২. যান্ত্রিক আঘাতের পুরান ফল (Conium).
৩. ডিম্বকোষ বা জরায়ু আঘাতে কাল রজঃস্রাব।

অনুপূরক : Acid Fluor, Ferrum Met.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arni, China, Puls.
বর্জনীয় : গাড়িতে ভ্রমণ।
কার্যকাল : ১-৭ দিন।

**Helleborus Niger (শীতকাতর) :** Black Helleborus-এর মূলের রস হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. বিশেষত ঘুমের সময় পেশীর আকস্মিক সংকোচন বা আক্ষেপ।
২. একটি হাত ও একটি পায়ের অনৈচ্ছিক সঞ্চালন।
৩. মাথা বালিশের উপর এপাশ ওপাশ করে বা পিছন দিকে বেঁকে যায়।
৪. শিশু হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে এবং বালিশে মাথা ঘষতে থাকে।
৫. খুবই আগ্রহ সহকারে পান করে এবং চামচ কামড়ে ধরে।


www.pathagar.com

৬. প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় থেকে থেকে চিৎকার করে।
৭. সব কিছুকেই নতুন মনে করে।
৮. অর্ধনিমীলিত চোখ ও অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি।
৯. দেহের বিভিন্ন স্থানে পানি সঞ্চিত হয়।

অনুপূরক : Zincum Met.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Champhor, China.
অপথ্য : কর্পূর।
বর্জনীয় : সান্ত্বনা।
কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Hydratis Canadensia (শীতকাতর) :** Hydrastis Canadensia গাছের তাজা মূল থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. পেটে ক্ষুধা শূন্যতাবোধ কিন্তু মুখে অরুচি (চরিত্রগত লক্ষণ), অত্র লক্ষণ ক্যানসারে থাকলে Hydrastis দেয়া যেতে পারে।
☆২. কখনও ডাইরিয়া হলেও কোষ্ঠবদ্ধতায় খুবই কষ্ট পায় (চরিত্রগত লক্ষণ)।
৩. যেখানেই ক্ষত সেখানে জ্বালা, ক্ষতে পানি স্পর্শে বৃদ্ধি।
৪. গাঢ় চটচটে শ্লেষ্মা স্রাব।
৫. অঙ্গ-প্রতঙ্গে হলদে বর্ণ ধারণ।

ক্রিয়ানাশক : Sulph.
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Heper Sulphur (অত্যন্ত শীতকাতর) :** ঝিনুকের শ্বেত অংশ পুড়িয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সব কিছুই দ্রুততার সাথে করে। যেমন খাওয়া, চলা, কথা বলা এমনকি হঠকারিতাও এত ভীষণ যে, খুন করতে, ঘরে আগুন লাগাতে দ্বিধা করে না, এমন কি কাউকে ছুরি মারতেও না।


www.pathagar.com

☆২. যে কোন স্থানের ব্যথায় কাঁটা ফোটার মত মনে হয়।
৩. কাশির আগে ও পরে ক্রন্দন।
৪. টক, ঝাল ও উগ্রদ্রব্য খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা। যেমন চা না খেয়ে থাকতে পারে না।
৫. হাঁপানি, শীতের আগমনে শুরু আর গমনে আরোগ্য।
৬. প্রতিবাদ করা স্বভাব।
৭. দেহে ও মনে অসাধারণ অসহিষ্ণুতা।
৮. এত রাগ যে, কাউকে ছুরি মারতে বা খুন করতে দ্বিধা করে না (N.Vom).
৯. কেবল দিনের বেলায় পিপাসার্ত হয়।
১০. দিন-রাত ঘামতেই থাকে।
১১. কেবল রাতে চোখ বুজলেই কাশি।
১২. এত রাগ যে, ঘরে আগুন লাগাতেও দ্বিধা করে না।

অনুপূরক : Acid Nit, Grahphitis, Conium, Silicea.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arni, Bell, Chamo.
শত্রু ওষুধ : Spongia.
অপথ্য : ঠাণ্ডা খাবার।
নিষিদ্ধ : যক্ষ্মার শেষে।
ক্রম : ফোঁড়া পাকাতে 3x/6, ফোঁড়া বসাতে ২০০ শক্তি, অন্ত্রের ক্ষতে ও পুরাতন আমাশয়ে 1M শক্তি দেয়।
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।

**Hyoscyamus (শীতকাতর) :** Hyoscyamus টাটকা গাছ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : X
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ব্যর্থ প্রেমিকা উন্মাদ অবস্থায় সব সময় জননেন্দ্রিয় নিয়ে নাড়াচড়া করে, প্রায়ই উলঙ্গ থাকে এবং লজ্জাস্থান দেখায়।
☆২. কাউকে বিশ্বাস করে না– মনে করে তাকে বিষ খাওয়াবে, তাই কারো দেয়া কিছু খেতে চায় না (চরিত্রগত লক্ষণ)।


www.pathagar.com

৩. কল্পনায় ভূত দেখে।
৪. শূন্যে কম্পনশীল হাত নাড়ে।
☆৫. হঠাৎ কোন স্থানের মাংস পেশী টেনে ধরে।
☆৬. অজান্তে মল নিঃসরণ হয়।
৭. রোগে যা উপস্থিত নেই তাই দেখে।
৮. অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত (Lachesis).
৯. বিকারে বিড়বিড় করে।
১০. ব্যস্ত না থেকে পারে না।
১১. অদ্ভুত ভঙ্গি করে (Ana/ A.Met/ K. Carb).
১২. সংজ্ঞাশূন্য আক্ষেপ।
১৩. তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রলাপ।

অনুপূরক : Nux, Phos, Sulph.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, China, Camphor.
অপথ্য : কর্পূর, ভিনিগার।
কার্যকাল : ৬-১৪ দিন।

**Ignatia Amara (শীতকাতর) :** বিনের বীজ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. জ্বরে শীতাবস্থায় পিপাসার্ত, কিন্তু উত্তাপাবস্থায় পিপাসাহীন।
২. যত কাশে তত কাশি।
৩. অনিচ্ছায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
☆৪. বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।
৫. সামান্যেই অপমানিত বোধ করে।
☆৬. তামাকের গন্ধ মোটেই সহ্য করতে পারে না।
☆৭. কথা বলতে বা খেতে গাল কামড়িয়ে ফেলে।
৮. প্রতিবার পায়খানা হওয়ার সময় হারিস নির্গমন, হাত দিয়ে তা প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়, সরলান্ত্রে সুঁচ ফুটান যন্ত্রণা, মলত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পর পর্যন্ত থাকে, ঐ যন্ত্রণা উপর দিকে ওঠে।


www.pathagar.com

৯. পরিবর্তনশীল মেজাজ– এই হাসি-এই কান্না।
১০. দুঃখের সময় হাসে।
১১. সামান্য ব্যথাও অত্যধিক মনে করে।
১২. কিছু হলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।
১৩. মেয়েলীপনা পুরুষ।
১৪. দেহের ক্ষুদ্র স্থানে ব্যথা (Graphitis).
১৫. রাগ চাপা পড়ে অসুস্থ হয় (Staphy/ Chamo).
১৬. প্রেমে ব্যর্থ হয়ে রোগাক্রান্ত হয়।
১৭. জীবন্ত কবর দেয়ার স্বপ্ন দেখে (Arnica Mont).

অনুপূরক : Acid Phos, Sepea.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arni, Chamo, Coculus.
শত্রু ওষুধ : Coffea, Nux, Staphy, Tabeca.
অপথ্য : কর্পূর, কফি, ব্র্যান্ডি।
বর্জনীয় : তামাক।
মাত্রা : সরলান্ত্র নির্গমনে ৩ দিন তিন মাত্রা।
কার্যকাল : ৯ দিন।

## Iris Versicotor :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মুখ হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত জ্বালা অর্থাৎ অত্যন্ত টক বমি হবার পর গলার মধ্যে জ্বালা, মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা এবং জিহ্বা বরফের মত ঠাণ্ডা।

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom.

**Iodium (প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাতর) :** Iodine থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সামান্য গরমও অসহ্য।
২. শিশু এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না।
৩. এত ক্ষুধা যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।


www.pathagar.com

৪. যত খায় তত শুকিয়ে যায় আর গ্ল্যান্ডগুলো বৃদ্ধি পায়।
৫. খাওয়ার স্বপ্ন দেখে।
৬. ক্ষুধা-পিপাসা অধিকসহ সামান্যতেই প্রচুর ঘাম।

অনুপূরক : Lyco, Silicea.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, China, Sulph, Thuja.
অপথ্য : রুটি, নুন।
নিষিদ্ধ : গ্ল্যান্ডে বাহ্যিক ব্যবহার, প্রসূতি-নিম্নক্রম।
বর্জনীয় : উপবাস।
ক্রম : ঘুংড়িতে নিম্নক্রম।
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Ipecacuha :** Ipecacuha গাছের শুকনো মূল থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. প্রচণ্ড বমি ভাব, বমি অপেক্ষা বমি ভাব বেশি, কখনও কাঠ বমি, বমির পরও বমি ভাব থেকেই যায়।
২. জ্বরে পিপাসা থাকে না এবং জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কার।
৩. রক্তস্রাব উজ্জ্বল লাল বর্ণের।
৪. বাইরে শীত কিন্তু অভ্যন্তরে গরম বোধসহ হাত-পা ঠাণ্ডা, কিন্তু রোগী তা বুঝতে পারে না।
৫. কাশিতে প্রবল শ্বাসকষ্ট।

অনুপূরক : Podo, Sulph.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Arni, Bell, Nux, Tabeca.
শত্রু ওষুধ : Ars Alb, Opium, Balsam.
অপথ্য : দুধ, কর্পূর।
নিষিদ্ধ : সন্ধ্যায় সেবন।
ক্রম : বিষক্রিয়া নিম্নাক্রম, ডাইরিয়া, আমাশয়, হাঁপানি, উচ্চশক্তি।
কার্যকাল : ৭-১০ দিন।


www.pathagar.com

## Jalapa

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সারা দিন ভাল থাকে, কেবল রাতে কাঁদে (বিপরীত Lyco).

ক্রিয়ানাশক : Canabis Sat.

## Juglans Regia

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মাথা যেন বাতাসে ভাসছে!

**Kali Carbonicum (অত্যন্ত শীতকাতর)** : $KCO_3$ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মাথার মধ্যে শূন্যতা বোধ।
২. সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার সময় নাক হতে রক্ত ঝরে।
৩. কোমর ও পা এত দুর্বল যে, কিছু দূর হাঁটলেই বসে পড়ে।
৪. মিষ্টি ও টকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ।
৫. সব সময় ভাবে, ঘরে কেউ আছে।
৬. চোখের উপরের পাতা ফোলাসহ হাত পায়ে শোথ।
☆৭. পিঠ ব্যথা, দুর্বলতা ও ঘাম একত্রে চরিত্রগত লক্ষণ।
৮. ভয়, আশা, আশংকা যেন পাকস্থলীতে অনুভূত হয়।
৯. রাত দুটায় ঘুম ভাঙে, আর ঘুম আসে না।
১০. পায়ের তলায় ব্যথা, খুবই স্পর্শকাতর।
১১. কারো কথা সহ্য করতে পারে না।
১২. অল্পেই রেগে যায়।
১৩. ঘোড়ায় বা যানে চড়লে অর্শের যন্ত্রণা বৃদ্ধি।
১৪. প্রতি সহবাস ও প্রতি রজঃস্রাবের পর মাথা ঘোরে।

অনুপূরক : Acid Fluor, Acid Nit, Nux, Phos, Sepea.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor, Coffea.

নিষিদ্ধ : বারবার ব্যবহার, জ্বরসহ পীড়ায়, যক্ষ্মায়, বাতে, যন্ত্রণার সময়।

কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।



www.pathagar.com

**Kali Bichromicum (শীতকাতর) :** Bichromate of patash হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. প্রস্রাব করার পর মনে হয়, এক ফোঁটা প্রস্রাব থেকে গেল।

২. ব্যথা এত অল্প স্থানে যে, ব্যথার স্থানটি আঙুলের ডগা দিয়ে ঢেকে দেয়া যায়, ব্যথার স্থান পরিবর্তনশীল এবং হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়।

৩. ক্ষতস্থান বৃত্তের মত গোলাকার এবং পাঞ্চ করার মত গভীর।

৪. নাক থেকে ঝামার মত সর্দির চাঙড় নির্গত হয়।

৫. সর্দি-কাশ ফেললে নাকে-মুখে লেগে থেকে সুতার মত ঝোলে।

৬. নাকের অস্থিতে ক্ষত ও রক্তাক্ত স্রাব।

৭. আলজিহ্বা ফুলে পানিপূর্ণ থলের মত দেখায়।

৮. মাথা ধরার পূর্বে চোখে ঝাপসা দেখে।

৯. ডিপথেরিয়ায় গলার মধ্যে মুক্তার মত চকচকে কঠিন তন্তুময় পদার্থ উৎপন্ন হয় বা বড় বড় শক্ত বস্তু নির্গত হয়।

১০. পর্যায়ক্রমে বাত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ।

১১. প্রতি গ্রীষ্মে চর্মরোগ, আমাশয়, ডাইরিয়া বৃদ্ধি।

অনুপূরক : Iodium, Phos, Psorinum, Sepea.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ars Alb, Lache, Puls, দুধ, অম্ল, খড়ি।

শত্রু ওষুধ : Cal. Carb, Baryta Carb, Sulph.

অপথ্য : অম্ল, দুধ, খড়ি।

ক্রম : শ্বাসরোগে নিম্নক্রম।

কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Kreosotum (শীতকাতর) :** কাঠ থেকে চোয়ানো ক্ষার পদার্থ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. সকল স্রাব হাজাকর ও আঁশটে।

☆২. দেহের সর্বত্রই স্পন্দন অনুভূত হয়।


www.pathagar.com

☆৩. সকল ক্ষত হতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়।

৪. মুখের লালায় মুখ হেজে যায়।

৫. রজঃস্রাবে লোকিয়া স্রাবে যোনিদ্বার হেজে যায়।

৬. সামান্য কেটে গেলে বা কিছু ফুটলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয় এবং তা সহজে বন্ধ হয় না।

৭. দাঁত ওঠার সময় খুবই কষ্ট হয়।

৮. দাঁত উঠলেই কাল হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

☆৯. হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নির্গত হয়, তাই পরনের কাপড় নাপাক হয়ে যায়।

১০. সামান্য উত্তেজনায় দেহের ভিতর কাঁপে, প্যালপিটিশন বৃদ্ধি পায়।

১১. স্বপ্নে বিষ পান করতে দেখে।

☆১২. ঋতুস্রাবের পরই প্রদরস্রাব দেখা দেয়।

☆১৩. কাল ক্ষীণদেহী লম্বা নারীর শ্লেষ্মা ঝিল্লি হতে ক্ষতকারী স্রাব নির্গমন।

☆১৪. শিশুকে সহজে জাগানো যায় না, স্বপ্নে দেখে বাইরে প্রস্রাব করছে, কিন্তু শয্যায় প্রস্রাব করে ফেলে।

অনুপূরক : Phos, Sulph.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Ipe, Nux, Ars. Alb.

শত্রু ওষুধ : Carbo, China.

অপথ্য : ঠাণ্ডা খবার।

বর্জনীয় : ঠাণ্ডা পানিতে গোসল।

কার্যকাল : ১৫-২০ দিন।

**Kalmia Lat :** ওহিয়া নামক পাহাড়ী গুল্ম হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. রোগ লক্ষণ উপর থেকে নীচে আসে, রোগী বাম পাশ চেপে শুতে পারে না।

অনুপূরক : Benjoic Acid.

ক্রিয়ানাশক : Aco, Bell, Spygelia.

কার্যকাল : ৭-১৪ দিন।



www.pathagar.com

**Kali Iodatum** (গরমকাতর) : K9 হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সকল স্রাব সবুজ।

২. পরিবারের লোকজনের সাথে কর্কশ ব্যবহার ও গালিগালাজ করে, মন খারাপ করে, চোখের পানি ফেলে।

৩. বিনা ক্লান্তিতে বহু দূর ভ্রমণ করতে পারে, বিশেষত ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

৪. গরম ঘরে দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সেই মুহূর্তে হাওয়ায় যায় অমনি সুস্থতা বোধ করে।

৫. ব্যথার স্থান হতে অনেক দূর পর্যন্ত স্পর্শকাতর ও টাটানি।

৬. রাতে বৃদ্ধি, গরমকাতরতাসহ উগ্র মেজাজ হলে অমোঘ।

স্মরণযোগ্য : জটিল রোগে লক্ষণাদি নির্ণয়ে অক্ষম হলে এটা দেয়া যেতে পারে।

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : China, Heper Sulph.

অপথ্য : ঠাণ্ডা দুধ।

নিষিদ্ধ : নিম্নক্রম, যক্ষ্মায়।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Kali Muriaticum** (শীতকাতর) : KCl হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic ও Syphilitic

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সকল স্রাব ধবধবে সাদা।

২. জিহ্বার গোড়ার দিক সাদা বা পাংশুটে কোটিং।

৩. কোষ্ঠকাঠিন্যে সাদাটে মল।

৪. ডাইরিয়ায় মাটির মত রঙের বা সাদা রঙের মল।

৫. চর্মরোগে সাদা মামড়ী পড়ে।

৬. খুসকি ময়দার মত।

৭. কাশির সময় মনে হয়, চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে।

অনুপূরক : Cal. Sulph, Ferrum Phos.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Puls.



www.pathagar.com

অপথ্য : ঠাণ্ডা পানীয়, চর্বি, ঘৃত পক্ব খাদ্য।
কার্যকাল : ১০-১৫ দিন।

**Kali Phosphoricum (শীতকাতর) :** $KP0_4$ হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. সামান্য কারণে বিরক্ত হয়।
২. দৈহিক স্রাব পচা গন্ধযুক্ত।
৩. সামান্য শব্দ, গোলমাল অসহ্য।
৪. ভয়তরাসে–রোগের, অন্ধকারের ভবিষ্যতের ভয়।
অনুপূরক : Ignatia.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : উচ্চক্রমের দ্বিতীয় মাত্রা।
ক্রম : উচ্চক্রম (Kent).
কার্যকাল : ১০-১৫ দিন।

**Kali Bromatum**
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. ঘুমের মধ্যে হাঁটা-চলা করে কিন্তু জাগলে বলতে পারে না।
☆২. কারো কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না।
৩. দুর্দমনীয় কামভাবে উন্মাদ ভাব আসে।
☆৪. রাত দিন কেবল ঘুমাতে থাকে।
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor, Nux, Digi, লবণ।
ক্রম : ধ্বজভঙ্গের উচ্চক্রম।

**Lycopodium Clavatum (গ্রীষ্মকাতর) :** এই নামের সমগ্র গাছ হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. বিকাল ৪টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত বৃদ্ধি।
২. অতি গরম খাবার পছন্দ কিন্তু পেটে বায়ুর প্রকোপ।


www.pathagar.com

☆৩. শিশু সারা দিন কাঁদে, রাতে ঘুমায় (বিপরীত Jalapa).

৪. শিশু জাগলেই ক্রুদ্ধ হয়, তাই বিছানা হতে তুলতে গেলে মাকেও লাথি মারে।

☆৫. মূত্রে লাল রঙের ইটের গুঁড়োর মত তলানি।

৬. শিশু প্রস্রাব কালে যন্ত্রণায় কাঁদে।

☆৭. এক পা ঠাণ্ডা, অপর পা গরম।

৮. রাতে নাক বন্ধ থাকে।

☆৯. পেটের মধ্যে ঢেলার মত কী যেন ঘুরে বেড়ায়!

১০. কোন সভা-সমিতিতে যেতে ভয় পায়।

১১. অপরের কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারে না।

১২. প্রতিবাদ অসহ্য।

১৩. রাতকানা (বিপরীত দিনকানা (Bothrops.) আর সূর্যালোক অসহ্যসহ দিন কানায় (Castorin 30 ).

১৪. কাশি, চিৎ হয়ে শয়নে কমে।

১৫. নিজের লেখা নিজে পড়তে পারে না।

☆১৬. ধন্যবাদ দিলে কাঁদে, আনন্দে কাঁদে।

☆১৭. রোগ ডান থেকে বামে যায়।

১৮. নিজের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে কিন্তু অপরের জন্য খরচ করে অর্থাৎ সচেতন মিতব্যয়ী (A. Fluor).

১৯. খুব সাবধানী।

২০. সহবাসকালে ঘুম পায়।

☆২১. মল শীতল।

২২. মলত্যাগের পূর্বে মলদ্বারে শীত লাগে।

২৩. খুব নীতিবান।

২৪. রাতে মুখমণ্ডলে শীতলতা বোধ করে।

২৫. ঘামে রক্তের গন্ধ।

২৬. ভ্রমণে গেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

২৭. জরায়ু হতে শব্দ করে বাতাস বের হয় (Sepea/ Acid Phos).

অনুপূরক : Rhus, Sulph, Carbo.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Puls, Graphi, Chamo, Causti.


www.pathagar.com

অপথ্য : কফি, ঝিনুক, শামুক, কর্পূর।
নিষিদ্ধ : পুরাতন পীড়ায় প্রথম ব্যবহার।
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।

**Laccanium (শীতকাতর বা গরমকাতর নির্দিষ্ট নয়) :** কুকুরের দুধ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. রোগ লক্ষণ, পার্শ্ব পরিবর্তন করে এবং যেদিকে লক্ষণ থাকে না সেদিক পূর্ণ সুস্থ থাকে।
২. স্মৃতি লোপহেতু দোকানে জিনিস কিনে ফেলে আসে।
৩. কোন কথা বলে ভাবে, সে নিজেই বলেছে না, অন্য কেউ বলেছে।
৪. কোন কথা বলতে একই কথা বারবার বলে যা অন্যের কাছে নিরর্থক মনে হয়।
৫. পেটে শূন্যতা বোধ বা অত্যন্ত ক্ষুধা– খেয়ে যেন পেট ভরে না।
৬. মুখে পচা গন্ধ।
৭. সাপের স্বপ্ন দেখে ও কাল্পনিক সর্পভীতি।
৮. শরীর এত হালকা যেন সে বা তার পা দুটো বাতাসে ভাসছে!
৯. অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে।
☆১০. স্তন প্রদাহে নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, তাই স্তন বুকের সাথে বেঁধে রাখতে হয়।
১১. জননেন্দ্রিয় এতই উত্তেজিত যে, চলার সময় যোনি কপাটে স্পর্শেও উত্তেজিত হয়।
১২. এক নাক বন্ধ থাকলে অপর নাক খোলা থাকে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এরূপ পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে।
১৩. বাম পাশে শয়নে তীব্র বুক ধড়ফড়ানি, ডান পশে ফিরলে উপশম।
☆১৪. শয়নে মনে হয় দেহ বিছানা স্পর্শ করছে না।
১৫. ঝাল, লবণ, গরম খাদ্য ও পানীয় পছন্দ।
১৬. টক খেতে খুব ভালবাসে।
১৭. মরিচে আগ্রহ।
১৮. রজঃকালে গলা বা স্তনে ব্যথা।


www.pathagar.com

অনুপূরক : Puls.
অপথ্য : ঠাণ্ডা পানীয়।
নিষিদ্ধ : দ্বিতীয় মাত্রা।
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।

**Lachesis (গ্রীষ্মকাতর) :** Lachesis নামক সাপের বিষ হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. মনে করে তার স্বামী অন্যের প্রেমাসক্ত হয়েছে। এরূপ সন্দেহে ঈর্ষায় মন ভেঙ্গে পড়ে।
২. মনে করে তার পিছনে শত্রু ঘুরে বেড়াচ্ছে, ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলবে।
৩. তার থেকে সুন্দরী বা গুণবতী রমণীর কথা শুনলে ঈর্ষায় জ্বলে মরে অর্থাৎ খুব হিংসুটে (Sulph).
৪. আনন্দে অশ্রুপাত করে।
৫. শ্বাসকষ্টে বাতাস পছন্দনীয় হলেও মুখের কাছে বাতাস অসহ্য।
৬. দৈহিক স্পর্শকাতরতায় কাপড় কষে পরতে পারে না, বোতাম দেয়াও অসহ্য।
৭. মুখে কাপড় দিলে দম বন্ধ ভাব আসে।
৮. ডিপথেরিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে।
৯. প্রচণ্ড ও বিচিত্র রকমের বাচাল।
১০. এক কথা বলতে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।
১১. রোগের কথা বলতে ডাক্তারকে অবান্তর, সাতকাহন কথা শুনিয়ে দেয় অর্থাৎ বেশি কথা বলে।
☆১২. ঘুমের শুরুতে বা ঘুমের পরে বৃদ্ধি।
☆১৩. প্রদাহী স্থান নীল বা সবুজ বা কাল রঙের হয় এবং এর স্রাবও ঐ রঙের হয়।
১৪. সামান্য ক্ষত হতেও প্রচুর রক্তস্রাব হয়।
১৫. ঋতু শুরু ও ঋতু অন্তকালে নানা উপসর্গে ভুগতে থাকে।
১৬. প্রদাহ গরমে উপশম, কিন্তু গলক্ষত ও ডিপথেরিয়ায় গরম কিছু খেতে পারে না।


www.pathagar.com

১৭. তরল খাবার গিলতে কষ্ট।
১৮. ব্যথার স্থানে সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি, কিন্তু সজোর চাপে উপশম (China/ Cimicifuga).
☆১৯. সাপের মত জিহ্বার অগ্রভাগ বের করে ঠোঁট ভিজায়।
☆২০. মনে করে তার মৃত্যু হয়েছে, তাই তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন হচ্ছে।
২১. তীক্ষ্ণ শব্দ দাঁতে গিয়ে লাগে।
২২. নিজেকে দেবতা মনে করে এবং নিজেকে দৈব শক্তির অধীন মনে করে, দেবতার বাদ্য-সংগীত যেন শুনতে পায়!
২৩. স্ত্রী জাতিতে ঘৃণা (Puls).
২৪. প্রতি বসন্তে বৃদ্ধি।
২৫. গ্যাস্ট্রিকে কাল মল।
২৬. ঋতুস্রাবে ঋতুশূল দূর হয়।
২৭. নির্গমনে উপশম অর্থাৎ যত স্রাব তত উপশম।
☆২৮. রোগ বাম থেকে ডানে যায়।
☆২৯. খুব জেদী।

অনুপূরক : Iodine, Lyco, Phos.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Chamo, Nux, নুন, টক, মদ, উত্তাপ।
শত্রু ওষুধ : Sepea, Acid, Acetic, Acid Nit, Ammon Carb, Dul, Psori.
অপথ্য : নুন, অম্ল, মদ।
বর্জনীয় : গোসল, উত্তাপ।
নিষিদ্ধ : বারবার ব্যবহার, দ্বিতীয় মাত্রা।
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Leadum Palustre (গ্রীষ্মকাতর) :** Leadum Palustre নামক চারা গাছের সমগ্র টাটকা অংশ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. যে কোন লক্ষণ নীচ থেকে উপরে যায়।


www.pathagar.com

☆২. যে কোন উপসর্গ ঠাণ্ডা পানিতে উপশম।

৩. হাঁটুতে পানি জমে ফুলে ব্যথাযুক্ত হয়।

৪. গোড়ালি ও পায়ের পাতা সহজে মচকে যায়।

৫. সুঁচাল দ্রব্য ফুটলে, ইঁদুর, বিড়াল, বোলতা, বিছা ইত্যাদির কামড়ে স্থানটি যদি অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হয় এবং ঐ ব্যথা ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা পানিতে উপশম হয়।

☆৬. বৃদ্ধাঙ্গুলের তলা ফোলা ও ব্যথা।

৭. আঘাতের স্থান দীর্ঘ স্থায়ী কাল ও নীল বর্ণ স্থান ক্রমশ সবুজ হতে থাকে।

৮. বিভিন্ন অঙ্গে শোথ।

৯. পায়ের তলায় কিছু ফুটে ব্যথা, তা ঠাণ্ডা পানিতে উপশম। কিন্তু গরমে উপশম এবং অধিক যন্ত্রণা হলে– Hypericm.

অনুপূরক : Sepea.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor, Rhus.

শত্রু ওষুধ : China.

অপথ্য : ডিম, মদ, কর্পূর।

ক্রম ও মাত্রা : কুকুরের দংশনে ২০০ শক্তি, এক সপ্তাহ পর Hydrophobinum.

কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Lilium Tigrinum (গ্রীষ্মকাতর)** : Tiger Lili গাছের টাটকা ডাঁটা পাতা ও ফুল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. জরায়ু নীচের দিকে নেমে আসবে মনে হয় এবং জরায়ুর মুখ বেঁকে যায়।

২. কেবল চলার সময় রজঃস্রাব হয়।

ক্রিয়ানাশক : Helonius.

কার্যকাল : ১৪-২০ দিন।


www.pathagar.com

## Laurocerasus :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. দম বন্ধ হয়ে খাবি খায়।

২. পানীয় দ্রব্য অন্ননালী ও অন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সশব্দে নামে।

৩. গলার মধ্যে সুড়সুড় করে, শুকনো কাশি হয় এবং এই লক্ষণ হার্টের রোগীদের জন্য মন্ত্রবৎ।

☆৪. পা ও হাতের নখ সকল স্থানে স্থানে গিঁটের দশাপ্রাপ্ত হয়।

৫. সদ্যোজাত শিশু নীলাভ প্রাপ্তি বা শ্বাস রোধ।

৬. হৃৎপিণ্ডের রোগে সুনির্বাচিত ওষুধেও প্রতিক্রিয়া হয় না।

ক্রিয়ানাশক : Ipecac, Camphor, Coffea.

**Lyssin (Hydrophobinum) :** ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পানির স্রোতের শব্দে মাথা ব্যথা করে এবং কানে তীক্ষ্ণ লাগে।

২. অনবরত আঠাল চটচটে থুথু ফেলতে থাকে।

৩. অস্থিসমূহে কনকনে ব্যথা।

৪. অদম্য রতিক্রিয়ার ইচ্ছায় ক্রমাগত কুচিন্তা, স্তন ভারী বোধসহ ভগ এত স্পর্শকাতর যে, সহবাস অসহ্য।

☆৫. পানি স্রোতে বাহ্য-প্রস্রাবের বেগ আসে।

৬. পানি দেখে ভয় বা রোগ বৃদ্ধি, পানি খেতে ভীষণ কষ্ট বোধ, গলায় আটকিয়ে যায়।

## Lobelia Purpura :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. হার্টবিটের আওয়াজ কানে ঢাকের ডুমডুম শব্দের ন্যায় শোনা যায়।

## Lobelia Inflata :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ত্রিকাস্থিতে এত ব্যথা যে, সামান্য স্পর্শও অসহ্য, সামনে ঝুঁকে বসায় উপশম।


www.pathagar.com

☆২. বুকে ব্যথা, জোরে হাঁটলে উপশম।

অনুপূরক : Senega.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ipecaucha.

বর্জনীয় : ঠাণ্ডা পানিতে ধোয়া।

## Lithium Carb :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. প্রশ্বাসের বাতাস শীতল মনে হয়।

২. খাবার সময় মাথা ব্যথা করে।

৩. স্তনের ব্যথা বাহুতে ও আঙুলে অনুভব করে।

## Mercuriuss Solubiliss Hannemanniss (শীত-গ্রীষ্ম অসহ্য) :

পারদ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মুখ সরস কিন্তু পিপাসার্ত এবং জিহ্বা পুরু ও দাঁতের ছাপযুক্ত।

২. রাতে লালা নিঃসরণে বালিশ ভিজে যায়।

৩. ঘামে বিছানা ভিজে যায়।

৪. রাতে, ঘামে ও শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি।

৫. আমাশয়ে সবুজ শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত, মলত্যাগের পরও কোঁথানি থেকে যায়, এমনকি সরলান্ত্র বেরিয়ে আসে।

৬. ডাইরিয়ায় মল সবুজ, পিত্তমিশ্রিত ও ফেনাযুক্ত এবং টক গন্ধযুক্ত।

☆৭. মুখে এত দুর্গন্ধ যে, কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।

☆৮. ঘামে এত দুর্গন্ধ যে, পাশের লোক অতিষ্ঠ।

৯. ফোঁড়ায় প্রদাহ কম।

১০. দাঁতের উপরিভাগ ক্ষয় হয়।

১১. দাঁত ব্যথা ও পাইরিয়ায় মুখে প্রচুর লালা জমে, মাড়ী আলগা হয়ে যায়, গরমে উপশম।


www.pathagar.com

১২. ডান পাশে শুতে পারে না।

১৩. শৈশবে লেখাপড়ায় মন বসে না, মুখস্থ শক্তি খুব কম।

অনুপূরক : Badiaga.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Thuja, Carbo, China.

শত্রু ওষুধ : Acid Acetic, Silicea, Sulph.

অপথ্য : দুধ।

নিষিদ্ধ : জিহ্বা সরল না হলে।

কার্যকাল : ৩০-৬০ দিন।

**Mezerium (শীতকাতর) :** ইউরোপজাত এক প্রকার গাছের ফুল ফোটার আগে ছাল থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. প্রচণ্ডতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

২. পোকা লাগা দাঁতে দাঁত ঠেকলে তীব্র যন্ত্রণা, দাঁতগুলো বড় বলে মনে হয়, মুখ দিয়ে বায়ু টেনে নিলে উপশম, গরমে বৃদ্ধি, দাঁতের গোড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৩. মাথায় চামড়ার মত পুরু মামড়ী পড়ে, এর নীচে পুঁজ জমে চুল জড়িয়ে যায়, কিছু দিন পর কলতানির মত হয়ে দুর্গন্ধময় হয়, এমনকি পোকা জন্মে।

☆৪. ক্ষতের চারদিকে ফুসকুড়ি হয়, অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বলে।

৫. একজিমা হতে প্রচুর জলীয় রক্তাভ রসানি গড়িয়ে পড়ে।

৬. একজিমা চাপা পড়ে বধির হয়।

৭. দীর্ঘাস্থি ফুলে রাতে যন্ত্রণা করে, তা উপর থেকে নীচে গমন করে।

☆৮. শিশু অবিরত মুখমণ্ডল আঁচড়িয়ে রক্তাক্ত করে ফেলে।

৯. রক্ত সঞ্চালন যেসব স্থানে কম, যেমন হাত-পায়ের শেষাংশ ও কর্ণে ইরাপশন হয়, আগুনের উত্তাপে এর চুলকানি বৃদ্ধি পায়।

১০. শীতল বাতাস অসহ্য।

১১. এক স্থানে চুলকালে অন্য স্থান চুলকায়।



www.pathagar.com

অনুপূরক : Merc Sol.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Rhus, অম্ল, দুধ।
অপথ্য : দুধ, অম্ল, কর্পূর।
বর্জনীয় : ঠাণ্ডা পানিতে ধোয়া।
কার্যকাল : ৩০-৬০ দিন।

**Medorhinum (গরমকাতর) :** গনোরিয়া রোগবীজ হতে তৈরি।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
☆১. সমুদ্রে অবস্থানে রোগ আরোগ্য।
২. গ্রীষ্মকালে শিশু নানা পেটের পীড়ায় ভোগে।
৩. পায়ের তলায় এত স্পর্শকাতর ব্যথা যে, পা পেতে হাঁটতেই পারে না।
৪. রোগের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে।
৫. কথা বলতে খেই হারিয়ে ফেলে, পরিচিত লোকের নামও ভুলে যায়, এমনকি নিজের নামও ভুলে যায়।
৬. স্রাবের দাগ কাপড় ধুলেও ওঠে না।
৭. সর্বাঙ্গ গরম, কিন্তু স্তনদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল।
৮. অত্যন্ত শশব্যস্ত, সব কিছুতেই তাড়াতাড়ি।
৯. কাঁচা ফল খেতে পছন্দ করে (Cal. Sulph).
১০. মাসিকের সময় স্তনবৃন্ত ঠাণ্ডা থাকে।
১১. কোন দ্রব্যের দিকে কিছুক্ষণ মন নিবদ্ধ থাকলে কাল্পনিক মূর্তি দেখে (Ars Alb).
১২. শরীর ঠাণ্ডা, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে গরম বোধ।
অনুপূরক : Thuja, Sulph, Lyco.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom, Ipecac.
অপথ্য : মিষ্ট দ্রব্য।
নিষিদ্ধ : তরুণ পীড়ায়।
কার্যকাল : ২০-৬০ দিন।


www.pathagar.com

**Manganum Aceticum (শীতকাতর) :** ম্যাঙ্গনিজ ধাতু থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ডাঃ কেন্ট বলেছেন, শুলেই সকল যন্ত্রণা উপশম, বিশেষত পিত্তপাথরী।

২. জলো হাওয়ায় কানে তালা লাগে।

৩. রক্ত তৈরি না হওয়ার জন্য রক্তহীনতা।

৪. চোখের পরিশ্রমে চোখের যন্ত্রণা (Ruta).

৫. পায়ের গোড়ালি বা গোছ এত ব্যথাযুক্ত যে, এতে ভর দিয়ে দাঁড়ানও যায় না।

৬. বয়স উত্তীর্ণ হলেও রজঃ আসে না, আসলেও সামান্য বা ২/১ দিন থাকে, এর সাথে রক্ত কাশি ও রক্তহীনতা দেখা দেয়।

৭. রক্তহীনতার সঙ্গে স্বরভঙ্গ।

৮. বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে অবিরত কাশি, কিন্তু শুলে কমে যায়।

ক্রিয়ানাশক : Coffea.

কার্যকাল : ৪০ দিন।

**Malandrinum :** ঘোড়ার বসন্ত রোগের বীজাণু হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. এর ২০০ শক্তির ওষুধ সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা করে সেবনে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করে।

☆২. শীতকালে হাত-পা ধুলে হাত-পায়ের তলা ফাটে গভীরভাবে।

৩. শিশু অবিরত পেনিসে হাত দেয়।

৪. টীকা নেয়ার কুফলে অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

**Magnesia Carbonica (শীতকাতর) :** $Mg\ Co_3$ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের গোশত খাওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা।


www.pathagar.com

২. স্রাব কেবল রাতে বা শয়নকালে, চললেই তা বন্ধ।
৩. মল ফেনাময়, পচা পুকুরের উপর ভাসা শেওলার মত সবুজ ও অম্ল গন্ধযুক্ত।
৪. সুনিদ্রা হওয়া সত্ত্বেও শয্যা হতে উঠতে মন চায় না।
৫. কেবল লিখতে গেলে অন্যমনস্ক হয়।
৬. কিছু খাওয়া মাত্র অম্লে পরিণত হয়ে অম্লোদ্‌গার ওঠে।
৭. রজের পূর্বে গলক্ষত ও গর্ভাবস্থায় দাঁত ব্যথা।

পরিপূরক : Reum.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Chamo, Nux, Puls.
অপথ্য : দুধ, গরম খাদ্য।
ক্রম : দাঁত ব্যথায় ২০০ ক্রম, ডাইরিয়ায় নিম্নক্রম।
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।

**Magnesia Mur (শীতকাতর) :** $Mg\ Cl_2$ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. দুধ পানে পাকস্থলীতে ব্যথা হয়।
২. অত্যন্ত মাথা ঘামে।
৩. মুখ থেকে সব সময় সাদা ফেনা বের হয়।
৪. উদ্‌গারে ডিম পচা বা পেঁয়াজের মত স্বাদ।
৫. প্রতি ছয় মাস অন্তর মাথা ব্যথায় কপাল ও চক্ষুর চারদিক ফেটে যাবে বোধ হয়।
৬. দাঁত ব্যথায় দাঁতে খাদ্য স্পর্শ অসহ্য।
৭. কোষ্ঠবদ্ধতায় মল শক্ত, মলদ্বার হতে গাঁট গাঁট অবস্থায় ভেঙে ভেঙে পড়ে।
☆৮. যকৃতের কাজ ভাল চলে না, তাই একটা উৎকণ্ঠার ভাব সদাই লেগে থাকে।

ক্রিয়ানাশক : N. Vom.
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।


www.pathagar.com

**Magnesia Phos (শীতকাতর) :** $Mg\ Po_4$ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. কাদা পানিতে কাজ করলে যন্ত্রণা বাড়ে।

২. পেটের শূল যন্ত্রণায় চাপ অপেক্ষা তাপে বেশি উপশম।

৩. নিয়মিত সময়ের আগে কালচে দড়ির মত স্রাব।

৪. লেখক বা বাদকদের হাতে কড়া পড়লে।

☆৫. খিঁচে ধরা যন্ত্রণায়।

☆৬. বেদনা চাপ অপেক্ষা তাপে অধিক উপশম।

অনুপূরক : Tuberculinum.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Gels, Lache.

অপথ্য : দুধ।

বর্জনীয় : ঠাণ্ডা পনিতে গোসল।

ক্রম : পাকস্থলীতে যন্ত্রণায় 3x, বাধকে উচ্চক্রম।

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Mercurius Corrosivus (শীতকাতর) :** রস কর্পূর হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic ও Syphilitic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চোখের কর্নিয়ার ক্ষতে ছিদ্র হওয়ার প্রবণতা।

২. চোখের চারদিকের হাড়ে অসহ্য ব্যথা।

৩. আমাশয়ে আম অপেক্ষা রক্ত বেশি।

ক্রিয়ানাশক : Calcaria Sulphide ($Ca\ S_2$).

**Millefolium :** Millefollium ইয়ারো নামক চারা গাছ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Seudo-Psoric ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. রক্তস্রাব উজ্জ্বল লাল, তরল ও যন্ত্রণাহীন।

২. প্রত্যহ বিকাল চারটায় কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে।

৩. রজঃস্রাব বা অর্শস্রাব বন্ধ হয়ে রক্ত কাশ।


www.pathagar.com

অনুপূরক : Aco.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : A. Tart, Ars Alb.
শত্রু ওষুধ : Coffea.
অপথ্য : কফি।
নিষিদ্ধ : যক্ষ্মায়।
কার্যকাল : ১-৩ দিন।

## Merc-Bin-Iodide :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. Merc-এর লক্ষণসহ বাম দিকের গলার যে কোন রোগ।

## Merc-Proto-Iodide :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. Merc-এর লক্ষণসহ ডান দিকের যে কোন গলার রোগ।
২. লেখকদের ডান হাতের স্নায়ু ব্যথা।

## Muriatic Acid (শীতকাতর) : HCl হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. রোগের কঠিন অবস্থায় নিম্ন চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং বিছানার নীচের দিকে গড়িয়ে আসে।
২. ক্ষতের তলদেশ কাল বা কালচে।
৩. অর্শ্ব থাক আর না থাক, মলদ্বার অত্যন্ত স্পর্শকাতর।
৪. মূত্র ত্যাগ কালে রেকটাম বের হয়ে পড়ে এবং মল বের হবেই।
৫. প্রস্রাব বেগ দিয়ে বের করতে হয়, তা ধীরে নির্গত হয়।
৬. জননেন্দ্রিয়ে সামান্য স্পর্শও অসহ্য।
৭. টাইফয়েড জ্বরে উচ্চ শব্দে কোঁকায়, বিড় বিড় করে, চোয়াল ঝুলে পড়ে।
৮. মাথা বালিশ হতে গড়িয়ে পড়ে।

ক্রিয়ানাশক : Bryonia.
কার্যকাল : ৩৫ দিন।


www.pathagar.com

**Natrum Phos (শীতকাতর) :** $Na_4\ Po_4$ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. যে কোন রোগে অম্লত্ব।

☆২. অম্লত্বসহ বহুমূত্র।

৩. বহুমূত্রে এটার 12x শক্তি প্রযোজ্য।

ক্রিয়ানাশক : Sepea, Apis.

**Natrum Sulphuricum (গ্রীষ্মকাতর) :** $Na_2\ So_4$ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. পিত্তপাথরীতে কাপড় এঁটে পরতে পারে না।

২. যে কোন জলজ খাদ্য, জলো আবহাওয়া, জলো স্থান অসহ্য।

৩. স্বপ্নে পানিতে সাঁতার কাটে এবং উড়ে যাওয়ায় স্বপ্ন দেখে।

৪. গান-বাজনা পছন্দ করে না।

৫. সকালে ঘুম ভাঙার পর একটু চলাফেরা করার পর বাহ্যির বেগ হয়।

৬. মাথায় আঘাত লেগে মানসিক ও দৈহিক বিশৃঙ্খলা।

☆৭. বর্ষায় বা পানির কাজ করায় নখ পচে যায়।

৮. জিহ্বায় সতত তিক্ত স্বাদ।

৯. পড়তে গেলেই ঘাম হয়।

১০. নিজেকে শেষ করার প্রবল ইচ্ছা জাগে।

☆১১. চর্ম পীড়ায় পানির মত পাতলা পুঁজ নিঃসরণ।

অনুপূরক : Cal. Phos, Medo, Thuja.

অপথ্য : মাছ।

কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Nux Vomica (শীতকাতর) :** কুঁচিলার বীজ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. এলো চিকিৎসার পর এটা সেবনে লক্ষণসমূহ সরল হয়।


www.pathagar.com

☆২. রোগী মনে করে একটু ঘুম হলে হয়ত সুস্থ হবে।

☆৩. বারবার মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু নিষ্ফল মলবেগ বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া।

৪. যেটি ধরে সেটি শেষ না করে ছাড়ে না।

৫. সব সময় ছল করে ঝগড়া করার চেষ্টা করে।

☆৬. জ্বরে ঘামাবস্থাতেও গা ঢাকা চায়।

৭. আক্ষেপে সারা শরীর শক্ত হয়ে বেঁকে গেলেও জ্ঞান থাকে আর বলে, 'আমাকে চেপে ধর'।

☆৮. এত মাথা ব্যথা যে, রাতে উঠে বসে পাশ ফিরতে হয়।

৯. পনের দিন অন্তর রজঃস্রাব বা অনিয়মিত রজঃস্রাব।

১০. বন্য জন্তুর স্বপ্ন দেখে।

১১. চুরি করা স্বভাব।

১২. খুব অলস (Sulph).

১৩. পাঠে হৃদকম্পন।

☆১৪. অধিক ওষুধ ব্যবহারের স্বভাব।

১৫. এত রাগী যে, কাউকে ছুরি মারতে দ্বিধা করে না (Heper Sulph).

☆১৬. সহবাসের পর জ্বর আসে।

১৭. বুক ও গলা জ্বালাসহ পেট ভার ও ব্যথার জন্য অনেক সময় মুখে আঙুল দিয়ে বমি করে।

১৮. রাত জাগায় অসুস্থতা।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Acid Phos, Sepea. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Aco, Thuja, Puls, Bell. |
| শত্রু ওষুধ | : | Acids, Causti, Tabeca, Ignatia, Nux Moxchatta. |
| অপথ্য | : | দুধ, কফি, আচার, চাটনি, কর্পূর, মদ। |
| বর্জনীয় | : | আফিং, মানসিক শ্রম। |
| ক্রম | : | ধনুষ্টংকারে- 1x, মলমূত্রে- 200, প্রসব যন্ত্রণায়- 200. |
| কার্যকাল | : | ১-৭ দিন। |

**Natrum Mur (গ্রীষ্মকাতর) :** NaCl হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অনুভূতিপ্রবণ, তাই সামান্য কারণেই মনে ব্যথা পায়।
২. কথায় কথায় মুখ ভার ও অধিক বয়সে ঋতুবতী হয়।
৩. সান্ত্বনায় রেগে যায়।
৪. অবৈধ প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে, অথচ সে এটা অন্যায় জানে।
৫. সামান্য কারণে অতি হাসি এবং হাসিতে চোখে পানি আসে।
৬. রোদ-গরম অসহ্য, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে আগ্রহী।
৭. পায়খানার সময় মলদ্বার ফেটে রক্ত বের হয়।
৮. যোনি এত শুকনো যে, সহবাসে অক্ষম।
৯. চোরের স্বপ্ন দেখে, ঘরবাড়ি তন্নতন্ন করে চোর খোঁজে।
১০. কারো উপস্থিতিতে, প্রস্রাব করতে পারে না (Ambra Grissia).
১১. কোমর ব্যথা নিত্যসঙ্গী, কোমরের নীচে শক্ত বস্তু না দিয়ে শুতে-বসতে পারে না।
১২. কাপড় এঁটে পরতে ভালবাসে।
১৩. শিশুদের হাঁপানি।
১৪. বেলা ১০/১১টায় উপসর্গ উপস্থিত।
১৫. ঠোঁটের ধারে ধারে মুক্তার মত ফুস্কুড়ি।
১৬. চুরি করে হলেও লবণ খাবেই।
১৭. মাথা ব্যথায় মনে হয় যেন মাথায় পাথর চাপানো আছে।
☆১৮. সমুদ্র তীরে উপসর্গ বৃদ্ধি।
☆১৯. পাঠে মাথা ঘোরা।
২০. খালি পেটে আরাম বোধ।
২১. নিম্ন ঠোঁটের মাঝে ব্যথাহীন ফাটা।
☆২২. প্রবল পিপাসা।
☆২৩. শীতকালেও ছাতা ব্যবহার করে।
২৪. আঙুলের মাথায় চামড়া ওঠে (Sulph).
২৫. গর্ভাবস্থায় স্তন শুকিয়ে যায়।
২৬. রোগী গালি দিতে দিতে ঠোঁট নীল করে অজ্ঞান হয়।
২৭. স্বপ্নে পানি পান করে।
২৮. তিতা ও রুটি খেতে ভালবাসে।


www.pathagar.com

☆২৯. অকারণে হাসে, কথায় কথায় হাসে।
☆৩০. মলত্যাগের সময় জরায়ু হতে রক্তস্রাব হয়।

অনুপূরক : Bryo.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux, Phos, Sepea.
শত্রু ওষুধ : Podo, Sulph.
অপথ্য : রুটি, মাখন, টক, চর্বি, কর্পূর, মদ।
নিষিদ্ধ : অন্তর্বর্তী ওষুধ না দিয়ে বারবার প্রয়োগ।
বর্জনীয় : সমুদ্রতীর।
ক্রম : ন্যাবায়- 1x, সর্দি-হাঁচি- 30.
কার্যকাল : ৪০-৫০ দিন।

**Nux Moschatta (শীতকাতর) :** ভারতীয় জায়ফল হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সব সময় ক্ষুদ্র স্থানে স্থানান্তরশীল চেপে ধরা ব্যথা।
২. যে কোন রোগের সাথে ঘুম ঘুম ভাব।
৩. মুখগহ্বর এত শুকনো যে, জিহ্বা তালুর সঙ্গে আটকে যায়, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না।
৪. এত উচ্চ শব্দে হাসতে থাকে যে, মনে হয় আর থামবে না।
৫. ধারাল অস্ত্র বা রক্ত দেখে মূর্চ্ছা যাওয়ার মত হয়।
৬. মলত্যাগের পর ঢুলঢুল ভাব।
৭. ঘরে ঢুকে ভুলে যায়– কী নিতে এসেছিল।
৮. ভাবে, তাকে কেউ বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে।

ক্রিয়ানাশক : Gels, Camphor.
কার্যকাল : ৬০ দিন।

**Naza Tripudians/ Cobra (শীতকাতর) :** গোখরা সাপের বিষ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. হৃদগোলযোগে হাঁপানিতে শুয়ে থাকতে পারে না, বসে থাকে, মৃত্যুর ভয়ে ভীত, এতে কাশির সঙ্গে হাতের তালুতে ঘাম থাকে, মাথা ও


www.pathagar.com

মুখমণ্ডল গরম কিন্তু দেহ শীতল, নাড়ী নেই বললেই চলে, এত বুক ধড়ফড়ানি যে, কথা বলতে পারে না, হার্টের ভাল্বজনিত এসব উপসর্গ।

২. প্লেগ মাহমারীতে ধনন্তরী।

৩. স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের হার্টের উপসর্গে যখন সুস্পষ্ট কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখন এটা দেয়া যেতে পারে।

৪. শিশু, বালক, যুবা যারা হার্টের ভাল্বের উপসর্গে ভোগে বা ভাল্বের উপসর্গ নিয়েই বেড়ে ওঠে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**স্মরণযোগ্য :** যদি ভাল্বের দোষ জন্মগত হয় তাহলে এটা দুরারোগ্য।

৫. সামান্য শব্দও অসহ্য।

☆৬. হৃদযন্ত্র সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা Staphy.

৭. হৃৎপিণ্ডের গোলযোগজনিত হাঁপানিতে রোগী বসে থাকতে বাধ্য হয়।

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Natrum Carb (শীতকাতর) :** $Na_2CO_3$ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. একটু হেঁটে এলেই শুয়ে পড়তে চায়।

২. পরিশ্রমে মাথা ধরে।

☆৩. সামান্য আলো বা রোদ অসহ্য।

☆৪. যে কোন চর্মরোগ ফাটাবৎ এবং তা হতে চামড়া ওঠে।

৫. দুধ খেয়ে অসুস্থ হয়, ডাইরিয়াও হয়ে থাকে।

☆৬. বাম দিকের শব্দ ডান দিকে শোনে।

৭. নরম মল ও অত্যধিক কোঁথ দিয়ে কষ্টে নির্গত হয়।

☆৮. বিষণ্নতাসহ পরিবারের লোকজনের প্রতি অনীহা।

৯. ঝড়-বিদ্যুতের ভয়ে অস্থিরতা।

১০. নাকের মধ্যে মামড়ী পড়ে।

☆১১. পায়ের পাতা নীচের দিকে বেঁকে যায়।

১২. পায়ের গোড়ালি সহজেই মচকে যায় বা সন্ধিচ্যুত হয় এবং এত দুর্বল যে, অবশ হয়ে যায়।


www.pathagar.com

১৩. জরায়ুতে টিউমার বা টিউমার জাতীয় কিছু উৎপন্ন হয়ে বন্ধ্যত্ব আনে।

১৪. মনে হয় গর্ভ হয়েছে।

☆১৫. জরায়ু হতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়ে বন্ধ্যত্ব আনে।

অনুপূরক : K. Phos, Sepea.

অপথ্য : দুধ, শাক-সবজি।

কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Opium (গ্রীষ্মকাতর) :** আফিম হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সকল রোগের সঙ্গেই গভীর ঘুম, অর্ধমুদ্রিত চোখ ও নাক ডাকা, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ।

২. শ্রবণ শক্তির এত প্রখরতা যে, ঘড়ির টিকটিক শব্দেও ঘুম আসে না।

৩. বিছানা এত গরম বোধ হয় যে, শোয়া যায় না।

৪. গরমে অনাবৃত থাকতে বাধ্য হয়।

৫. কখনও সত্য বলে না, ডাহা মিথ্যা বলে।

☆৬. বলের ন্যায় গোলাকার কাল রঙের গুটলে মল।

☆৭. ২০-২৫ দিন পর পর মলত্যাগ করে।

☆৮. মলত্যাগের ইচ্ছাও থাকে না, কোন অসুবিধাও হয় না।

৯. অসুস্থ অবস্থায় কোন অভিযোগ করে না, চুপ করে পড়ে থাকে।

১০. স্বপ্নে কঙ্কাল দেখে।

অনুপূরক : Alu, Phos, Bryo.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ipe, Nux, Puls, উগ্র কফি।

শত্রু ওষুধ : Bell, Ipe, Gels, Atropia.

অপথ্য : মদ, কফি।

নিষিদ্ধ : তরুণ পীড়ায়।

কার্যকাল : ৭ দিন।

**Petrolium (শীতকাতর) :** Petrol হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পায়ের তলায় ও বগলে এত দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম যে, কাছে কেউ বসতে পারে না এবং শীত কালে আঙ্গুল ফেটে যায়।
২. পেটের যন্ত্রণা আহারে উপশম, ক্ষুধা পেলেই যন্ত্রণা।
৩. বাঁধাকপি খেলেই ডাইরিয়া হয়।
৪. মনে করে তার শয্যায় কেউ শুয়ে আছে।
৫. প্রসূতি মনে করে, দুটি সন্তান প্রসব করেছে।
৬. পরিচিত রাস্তা হঠাৎ অপরিচিত মনে হয়।
৭. মূত্রনালীর মধ্যে এত সড়সড় করে যে, জননেন্দ্রিয়টি দুই হাত দিয়ে দড়ি পাকাবার মত ঘর্ষণ করতে হয়।
৮. বিছানা থেকে উঠলেই মাথা ঘোরে।
৯. হাত-পায়ের তালুতে উত্তাপ ও জ্বালা (কেবল পায়ের জ্বালায় Sulph).
১০. হার্টের নিকট ঠাণ্ডা অনুভূতি।
☆১১. চর্মরোগ শীতকালে প্রকাশ ও গ্রীষ্মকালে লুপ্ত।
১২. মনে করে মাথা কাঠ দ্বারা তৈরি।
☆১৩. ডাইরিয়া দিনে হয়, রাতে বন্ধ থাকে।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Sepea. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Aco, Coca, Nux, Phos. |
| শত্রু ওষুধ | : | Sepea পূর্বে প্রয়োগ। |
| অপথ্য | : | উপবাস, বাঁধাকপি, শাক-সবজি। |
| বর্জনীয় | : | গাড়িতে ভ্রমণ। |
| ক্রম | : | একজিমায় ক্রমশ উচ্চশক্তি। |
| কার্যকাল | : | ৪০-৫০ দিন। |

**Platinum Mettalicum :** Platinum ধাতু হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অত্যন্ত গর্বিত ও অত্যন্ত অহংকারী, নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবে।
২. নারীর অস্বাভাবিক যৌন উত্তেজনা।


www.pathagar.com

৩. ব্যথার স্থান অবশ হয়, ঝিঁঝি ধরে, ধীরে ধীরে বাড়ে এবং ধীরে ধীরে কমে।

৪. অপ্রাপ্ত বয়স্কার কামোন্মাদনা।

৫. ঋতুস্রাব কাল, কাল কাল রক্তের চাপসহ প্রচুর স্রাব, ঋতু দেখা দেয়ার পূর্বে পেট যন্ত্রণা ও আক্ষেপ।

৬. উন্মাদ, শিষ দেয়, অশ্লীলতাপূর্ণভাবে নাচে, হঠকারিতা করে, স্বামী বা সন্তানকে হত্যা করতে চায় এবং তা করতে পারে।

৭. নিজের সব কিছু ভাল আর অপরের সব খারাপ জানে।

৮. চুরি করার অভ্যাস।

৯. নরম মলও নির্গত হতে চায় না।

অনুপূরক : Palladium.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Colchi, Puls.

কার্যকাল : ৩৫-৪০ দিন।

**Phosphorus (শীতকাতর) :** Acid Phos কে charcol সহযোগে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, লম্বা, পাতলা, একহারা চেহারা, মহিলা, পাতলা লম্বা চেহারাসহ চুল রেশমের মত সরু ও লম্বা, ভ্রূযুগল সরু টানাটানা, বক্ষ অপ্রশস্ত, বয়সের তুলনায় লম্বা বিধায় একটু কোল কুঁজো, শিশু খুব চঞ্চল, বাচাল ও ভীরু এবং অন্ধকার ও ঝড়-বিদ্যুতে অত্যন্ত ভয়।

২. বাম পাশ চেপে শুতে পারে না এবং আক্রান্ত পাশেও।

☆৩. কাশির সঙ্গে যে কফ ওঠে তা লোহার মরিচার মত রং।

৪. ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রবল।

৫. গরম খাদ্য একেবারে অসহ্য যদিও শীতকাতর।

☆৬. গর্ভাবস্থায় পানিতে হাত দিতে পারে না, পানি দেখলে বমি আসে, গোসলও করতে পারে না।

৭. বরফ-মালাই, রসাল ফল, মসলাযুক্ত লবণাক্ত খাদ্য পছন্দ, কিন্তু মিষ্টিতে অনিচ্ছা।


www.pathagar.com

৮. পেট, মাথা ও মুখে ঠাণ্ডা চায়, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গে ঠাণ্ডা অসহ্য।
☆৯. ডাইরিয়া ও কলেরায় সব সময় মলদ্বার খোলা থাকে। তাই অসাড়ে মল নির্গত হয়।
১০. পুরুষদের লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও সঙ্গমেচ্ছা প্রবল আর নারীদের রজঃস্রাব প্রবল।
১১. সামান্য ঘুমের পরেই শান্তি।
১২. হাঁপানিতে শ্বাস গ্রহণ অপেক্ষা শ্বাস ত্যাগে কষ্ট বেশি।
১৩. গর্ভাবস্থায় মুখমণ্ডল নীল বর্ণ হয়।
১৪. নাকে কাল্পনিক গন্ধ (Agnus Cast).
☆১৫. সামান্য ক্ষত হতে অধিক রক্ত স্রাব।
১৬. খুব চতুর (Tuberculinum).
১৭. জোরে পড়লে কাশি।

ক্রিয়ানাশক : Nux, Sepea, Coffea.
সাবধানতা : জ্বর, যক্ষ্মা, ধ্বজভঙ্গ, নিউমোনিয়া।
কার্যকাল : ৪০ দিন।

**Phytolacca (শীতকাতর) :** Phytolacca গাছ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. শিশুর দাঁত ওঠার সময় মাড়ী দিয়ে কামড়াবার অদম্য স্পৃহা।
২. ডিপথেরিয়ায় গিলতে যন্ত্রণা, গলা থেকে বিদ্যুৎ শকের মত যন্ত্রণা কানের মধ্যে চলে যায়।
৩. গলার মধ্যে যেন একটি পিণ্ড রয়েছে, তাই অবিরত ঢোক গেলার ইচ্ছা।
৪. কর্ণমূল ও চোয়ালের নীচের গ্ল্যান্ডগুলো শক্ত হয়ে থাকে।
৫. স্তন শক্ত ও ব্যথাযুক্ত, ছোট ছোট গুটিতে পূর্ণ।
৬. স্তনে ঠুনকো হবার প্রবণতা।
☆৭. শিশু স্তন্য পানকালে ব্যথা স্তনবৃন্ত হতে সমস্ত দেহে ধাবিত হয়।
☆৮. স্তনের ফোঁড়ার নালী ঘায়ের মুখ হা হয়ে থাকে।
৯. স্তনের ফোঁড়া শক্ত হয়ে যায়।


www.pathagar.com

☆১০. বাতের ব্যথা হাঁটু হতে নীচের দিকে যায়।
☆১১. হাত পায়ের তলা জ্বলে, তাই পানি ঘাঁটার প্রবণতা অর্থাৎ কেবলই পানি নাড়তে চায়।
☆১২. যে কোন রোগে দাঁতে কিছু কাটার প্রবণতা।
১৩. যে কোন গলার রোগে গলায় জ্বালা থাকে।
☆১৪. সব সময়ই শুয়ে বসে থাকার প্রবৃত্তি।
☆১৫. মাথা ও কোমর কামড়ানিসহ সারা দেহ টাটানি, তাই গোঙায়।
☆১৬. বিছানা হতে উঠে বসলেই মাথা ঘোরে।
☆১৭. স্বরভঙ্গ, ডিপথেরিয়া ও টনসিল রোগে গলা জ্বলা থাকে।

শত্রু ওষুধ : Merc Sol.
ক্রিয়ানাশক : Bell, Meze, দুগ্ধ, লবণ।
ক্রম : স্তন প্রদাহে বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী (ডাঃ বোরিক)।
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Pulsatilla Nigricans (গরমকাতর) :** Wind flower নামক গাছড়া থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. না কেঁদে রোগের কথা বলা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে, ডাক্তারকে রোগের কথা বলে উপশম বোধ করে।
২. সহজেই কান্না আসে, ধন্যবাদ দিলেও কাঁদে।
৩. সব রোগেই মুখগহ্বর শুকনো, তবুও পিপাসাহীন।
৪. সকালে মুখের স্বাদ খুব খারাপ থাকে।
৫. দেহ সব সময় উত্তপ্ত থাকে (Acid Fluor).
☆৬. মুক্ত বাতাসে ধীরে ধীরে পদ চারণায় উপশম।
☆৭. শীত লাগলেও উত্তাপ পছন্দ করে না, খোলা বাতাস পছন্দ করে।
✪৮. প্রসবের সময় ঘুম পায়।
☆৯. প্যাথেলজিক্যাল লক্ষণ পরিবর্তনশীল, যেমন একই সময় প্রথমে শক্ত মল হলে শেষে তরল মল, প্রথমে সাদা মল হলে শেষের মল অন্য রঙের হয়, আবার এক পাশে উত্তাপ, অন্য পাশে ঘাম।


www.pathagar.com

☆১০. স্ত্রী জাতিতে ঘৃণা বোধ (Lachesis).
১১. ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার খেয়াল।
☆১২. নারীরা পুরুষের সঙ্গে বসবাস অসম্ভব ভাবে।
১৩. কথা কম বলে, হ্যাঁ বা না বলেই শেষ করতে চায়।
১৪. ঠাণ্ডা খাবার হজম হয় কিন্তু গরম খাদ্যে অস্বস্তি লাগে।
১৫. খুব ধীর স্থির।
১৬. খুব মিশুক।
১৭. মাসিকের পূর্বে মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে।
১৮. স্বপ্নে কাল কুকুর দেখে ভয় পায়।
১৯. উঠে বসলে কাশি কমে।
☆২০. কুমারীর স্তন হতে দুধ বেরোয়।
২১. বিভিন্ন রঙের মলত্যাগ করে।
২২. শুয়ে থাকলে প্রদর স্রাব বেশি।
☆২৩. স্বামীকে কয়েক দিনের বেশি সময় গ্রহণে ইচ্ছা হয় না।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Bryo, Chamo. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Nux, Aco, Bell, Phos, Chamo. |
| শত্রু ওষুধ | : | Sepea, Nux Moschatta. |
| অপথ্য | : | দুধ, ক্ষীর, ডিম, বরফ, টনিক, চর্বিযুক্ত খাদ্য। |
| নিষিদ্ধ | : | উচ্চ জ্বরে, সর্দির প্রথম অবস্থায়, গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে। |
| কার্যকাল | : | ৪০ দিন। |

**Petroselinium :** পার্সলে নামক টাটকা গাছ হতে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :
১. হঠাৎ প্রস্রাব বেগ, সময় দেয় না, তাই পরনের কাপড় নাপাক হয়ে যায় (Kreosote).
☆২. মূত্রনালীতে অসহ্য চুলকানি ও লিঙ্গের অগ্রভাগে ব্যথা।
☆৩. মূত্রনালীর মুখ হলদে স্রাবে বন্ধ থাকে।
৪. মনে হয় Sternum-এর নীচে ঘা আছে।

**Plumbum Metallicum (শীতকাতর) :** সীসা ধাতু হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পক্ষাঘাতের স্থান অত্যধিক ও দ্রুত শীর্ণ হওয়া।

২. এত স্মৃতিলোপ যে, কথা বলার সময় উপযুক্ত শব্দটি খুঁজে পায় না, তাই প্রশ্ন করলে কী বলবে চিন্তা করে উত্তর দেয়।

৩. দারুণ উদর শূল– মনে হয় যেন এক গাছি দড়ি দিয়ে উদর প্রাচীরকে মেরুদণ্ডের দিক আকর্ষণ করছে!

☆৪. সকল কাজ ধীরভাবে করে, স্নায়ুমণ্ডলীর সাড়াও ধীর, তাই আঘাত দিলে দেরিতে অনুভূতি আসে।

৫. মনে করে কতই না পাপ করেছে! তাই স্রষ্টার কৃপা লাভ সম্ভব নয়।

৬. প্রতারণা বা ভান করার মানসিকতা।

☆৭. যে কোন রোগে নাভি দেশে আকর্ষণ।

৮. মাঢ়ী প্রান্তে নীল বর্ণের রেখা।

৯. অত্যন্ত মানসিক পরিবর্তনশীলতা।

অনুপূরক : Rhus.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux, Bell, Heper, Causti.

পথ্য : লেমনেড।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Psorinum (শীতকাতর) :** খোস-পাঁচড়ার বীজাণু হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. রুগ্ন শিশু খিটখিটে, দিনে বা রাতে কাঁদে।

২. গলক্ষত ও বারবার টনসিল প্রদাহ হয়।

৩. হাঁপানিতে হাত দুটো ছড়িয়ে শুলে উপশম।

৪. সুনির্বাচিত ওষুধে টাইফয়েড আরোগ্য না হলে জ্বর কম থাকা অবস্থায় পরপর দুদিন এটার ২০০ শক্তি এক মাত্রা করে সেবনে আরোগ্য হয়।

৫. গোসল করতে চায় না, কিন্তু গোসলে উপশম।

☆৬. ঝড়, বিদ্যুৎ চমকান ও বজ্রপাতে বৃদ্ধি অথবা ঝড়-মেঘ হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব হতে অস্থির হয়ে পড়ে। ফলে রোগী বুঝতে পারে যে, ঝড়-বেগ আসছে।



www.pathagar.com

৭. রাতে চোরের ভয়।

☆৮. চর্মরোগ চাপা পড়া রোগের কারণ।

☆৯. গরমের দিনেও মাথায় আচ্ছাদন চায়।

☆১০. যত গরমের দিনই হোক, শোবার সময় গায়ে কাপড় দেবেই।

১১. নখের মাথায় শক্ত হয়ে নখ নষ্ট হয়ে যায়।

☆১২. পরিষ্কার হতে চেষ্টা করলেও নোংরা হয়ে যায়।

☆১৩. শরীরে, বিশেষত উভয় কুঁচকির নীচে খুব ময়লা জমে।

অনুপূরক : Arni, Sepea, Sulph, Tuber.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Carbo, Coffea.

শত্রু ওষুধ : Apis, Conium, Croton, Naza, Lache, Crotelus, Bothrops.

অপথ্য : কফি।

বর্জনীয় : উলের গরম।

ক্রম : ক্রমশ উচ্চশক্তি।

ক্রিয়া : ৭-৯ দিন পর শুরু।

প্রতিক্রিয়া : লুপ্ত প্রমেহ প্রকাশ পায়।

কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Podophyllum (শীতকাতর) :** মে আপেল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psudo-Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. ভোর বেলায় প্রচুর পাতলা পায়খানা হয়।

☆২. পেটে কলকল, গড়গড় শব্দসহ প্রচুর দুর্গন্ধ মল পিচকারী দিয়ে নির্গত হয়।

৩. মলদ্বারের শিথিলতায় হারিস বেরিয়ে পড়ে।

অনুপূরক : Sulph, Cal.Carb.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Colo, M. Sol, Nux, গোসল।

শত্রু ওষুধ : Natrium.

অপথ্য : নুন।



www.pathagar.com

ক্রম : ২০০ শক্তি অধিক কার্যকরী।
পথ্য : মিষ্টি ক্রিয়া বৃদ্ধি করে।
কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Pyrogen (শীতকাতর)** : গোমাংস পচিয়ে বিষাক্ত বস্তু করে তা হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. নাড়ীর স্পন্দন ৭২-এর স্থলে ১৩০-১৪০ পর্যন্ত হয়ে থাকে, যে কোন রোগের সাথে।

☆২. জিহ্বা পরিষ্কার মসৃণ টকটকে লাল এবং বৃহৎ থলথলে শুকনো ফাটাফাটা, মুখের স্বাদ পুঁজের মত, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না।

৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টিপে নিতে আগ্রহী।

৪. অত্যন্ত বকবকে, নিষেধ করলেও শোনে না।

☆৫. শীত ও ব্যথা।

৬. বারবার টিকা নেয়ার কুফল, Thuja-তে আরোগ্য না হলে এটা দেয়া যেতে পারে।

☆৭. নিজেকে ধনী বলে মনে করে (Sulph).

☆৮. স্বপ্ন জেগে দেখছে না ঘুমিয়ে দেখছে তা বুঝতে পারে না এবং সারা রাত স্বপ্ন দেখে।

☆৯. পা ও হাতের অস্বস্তিতে বিব্রত হয়ে পড়ে।

১০. সারা দেহ এমনকি অস্থিতেও কনকনানি।

অনুপূরক : Bryo, Rhus, Lache.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Cal. Sulph.
নিষিদ্ধ : নিম্নক্রম বারবার দেওয়া।
পথ্য : গরম পানীয়।
উপশম : গরম পানিতে গোসল।
ক্রিয়া : গভীর।
কার্যকাল : অজ্ঞাত।


www.pathagar.com

**Plantago Major :** কদলী বৃক্ষ হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. দাঁত ব্যথায় কিছু চিবালে ব্যথা বোধ হয় না।

২. দাঁত ব্যথাসহ কর্ণ ব্যথা ও লালা নিঃসরণ।

**Paraffine :** বিশুদ্ধ মোম জাতীয় পদার্থ হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. খুব গরম প্রস্রাব করে।

২. সব সময় ক্ষুধার্ত, পেটের ওপর দিয়ে ব্যথা।

৩. দুগ্ধবৎ রজঃস্রাব।

৪. শিশুদের দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

**Palladium :** Palladium ধাতু হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মাথা ব্যথা, এক কান হতে অন্য কান পর্যন্ত।

অনুপূরক : Platina.

**Paris Quadrifolia :** এক প্রকার জাম হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চোখ হতে মাথার পিছন পর্যন্ত প্রচণ্ড ব্যথা।

ক্রিয়ানাশক : Coffea.

শত্রু ওষুধ : Ferrum Phos.

**Rhustoxi Codenron (শীতকাতর) :** Poison oak নামক গাছের ফুল ধরার পূর্বে তাজা পাতা সূর্যাস্তের সময় সংগ্রহ করে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ধাতু দোষঘ্ন : X

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. যে কোন রোগে প্রথম নড়াচড়ায় কষ্ট, কিন্তু নড়াচড়া করতে করতে কমে যায়।


www.pathagar.com

২. যে কোন ঋতুতে বৃষ্টিতে ভিজে, বহুক্ষণ সাঁতার কেটে, ভিজে মাটিতে শুয়ে থাকে, ঘামাবস্থায় ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে অসুস্থ হলে প্রযোজ্য।

☆৩. জিহ্বার ডগায় তিন কোণা লাল বর্ণ হয়।

৪. ঘাম অবস্থায় গোসলের পর পক্ষাঘাত।

৫. হৃদরোগে বাম হাত অসাড় ও অবশ হয়।

৬. কোমর যন্ত্রণায় কোমরের নীচে শক্ত বালিশ দিয়ে তার উপর চাপ দিয়ে শুলে উপশম।

☆৭. রোগাক্রান্ত অবস্থায় দৈহিক অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করে।

৮. স্বপ্নে সাঁতার দেয় বা কঠিন সাধ্য কাজ করে বা পৃথিবীকে অগ্নিময় দেখে, পানি দেখে।

৯. মুখমণ্ডল ছাড়া সর্বাঙ্গ ঘামে (Sepea).

১০. দুধ খেতে খুব ভালবাসে (Acid. Phos).

১১. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কামড়ানি ও অস্থিরতা।

১২. অস্থিরতায় উপশম ও উত্তাপে উপশম।

১৩. জ্বরে শীতাবস্থায় কাশি।

অনুপূরক : Puls, Lyco, Tuber.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Bell, Sulph.

শত্রু ওষুধ : Apis, Nux Moscatta, Rhus-Rad.

বর্জনীয় : ঠাণ্ডা পানি।

কার্যকাল : ১-৭ দিন।

**Ruta Graviolous (শীতকাতর) :** Ruta graviolous নামক গাছড়ার সমস্ত অঙ্গ হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অস্থি-সন্ধিচ্যুতি ও অস্থি আবরণে আঘাত।

২. হাতের কব্জি বা গোড়ালির পুরান মচকানো ব্যথা।

৩. চোখের সূক্ষ্ম কাজ, যেমন ঘড়ি মেরামত, খোদাই কাজ ইত্যাদি করে চোখ আক্রান্ত, যেমন যন্ত্রণা, ব্যথা বা ঝাপসা দৃষ্টি।

৪. বুকে যান্ত্রিক আঘাতে যক্ষ্মা রোগ হয় (Millefolium).


www.pathagar.com

৫. মলত্যাগের চেষ্টা মাত্র সরলান্ত্র নির্গমন।
৬. আঘাতের স্থান শক্ত ও মোটা হয়ে থাকা বা গুটিকা সঞ্চয়।

অনুপূরক : Cal. Phos.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor.
কার্যকাল : ৩০ দিন।

**Rhododendron (শীতকাতর) :** বরফে ঢাকা পর্বতে উৎপন্ন এক প্রকার ফুল গাছের তাজা পাতা থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মেঘলা আবহাওয়ায় ও ঝড়-বৃষ্টির সময় উপসর্গ বৃদ্ধি।
২. পা দুটি একটির উপর অপরটি আড়াআড়ি না চেপে রেখে শুতে পারে না।
☆৩. সন্ধিবাতসহ বুড়ো আঙ্গুলে তন্তুময় পদার্থ জন্মে যা বাতজ সঞ্চয় কিন্তু টিউমার বা কড়া নয়।
৪. ঝড়-বৃষ্টির আশংকায় অণ্ডকোষ প্রদাহে মনে হয় যেন পিষে দিচ্ছে এবং এত টাটায় ও ব্যথা করে যে স্পর্শ করা যায় না এবং উপরে টেনে ধরলে যন্ত্রণাদায়ক।

ক্রিয়ানাশক : Bryo, Rhus, Clematis, Camphor.
কার্যকাল : ৩৫ দিন।

**Rheum (শীতকাতর) :** Rubarb নামক গাছের শুকনো মূল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. শিশুর সমস্ত দেহ টক গন্ধ, গোসল করলেও ঐ গন্ধ যায় না।
২. দাঁত ওঠার সময় টক গন্ধযুক্ত ডাইরিয়া, পায়খানা বেগের সঙ্গে শিশু চিৎকার দিতে থাকে।
৩. জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় স্থিরভাবে থাকলে মাথায় অবিরত প্রচুর ঘাম জমে।
৪. অত্যন্ত টক গন্ধযুক্ত মল, কিছুক্ষণ বাতাসে থাকলে সবুজ রং ধারণ করে।


www.pathagar.com

অনুপূরক : Mag. Carb.
বিষনাশক : Chamo, Camphor.
কার্যকাল : ২-৩ দিন।

**Ranunculus-Bulbosus (শীতকাতর) :** Butter cup নামক গুল্ম থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মদ জাতীয় পানীয় পানে কুফল।
২. দিবান্ধতায় কুয়াশার মত দেখে এবং চোখে চাপ বোধ ও যন্ত্রণা।
৩. বসে বসে কাজ করে এমন মেয়েদের কাঁধের প্রান্ত ভাগের পেশীতে ব্যথা।
৪. প্রায়ই ছোট ছোট স্থানে জ্বালা।
৫. পায়ের কড়া ব্যথা ও জ্বালাযুক্ত এবং স্পর্শে বাড়ে।
৬. পাঁজরের হাড়ের বাতে বুক টাটানিযুক্ত যন্ত্রণা, পাশ ফিরলে বৃদ্ধি।
৭. গলার মধ্যে চাঁচা ও জ্বলা নীচের দিকে যায়।
৮. পায়ের তলা চুলকায়।

ক্রিয়ানাশক : Bryo, Camphor, Rhus Tox.
কার্যকাল : ৩০-৪০ দিন।

**Radium Bromatum :** ১৮,০০০০০ শক্তির রেডিয়াম রশ্মি দুধ শর্করাতে মিশ্রিত করে বিচূর্ণ ক্রম প্রস্তুত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ক্যানসার বা রক্তচাপ রোগে সর্বাঙ্গে ভীষণ ব্যথা ও অস্থিরতা, তা সঞ্চালনে উপশম।
২. অর্শে বাহ্য দ্বারের চারদিকে খুব চুলকানি।
☆৩. ক্যানসার ভিতরে-বাইরে যেখানেই হোক, ক্যানসার হতে রক্তস্রাব হলেই এটা অদ্বিতীয়।
৪. কাঁধের হাড়ে শব্দ হয়।
৫. মাংসপেশীতে অসহ্য ব্যথা।


www.pathagar.com

অনুপূরক : Ana.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Rhus.
বর্জনীয় : ধূম পান।
উপশম : গরম পানিতে গোসল।

**Sulpher (গ্রীষ্মকাতর) :** Sulpher বা গন্ধক থেকে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. দেহের নানা স্থানের গন্ধ শুঁকতে থাকে।
☆২. শিশুদের শরীরে এখানে সেখানে ময়লার ছাপ থাকে।
☆৩. শিশুরা বিছানা ছেড়ে ঘরের মেঝেতে শুতে ভালবাসে।
৪. খাদ্য অপেক্ষা পানি খায় বেশি।
৫. চলতে ও বসতে সামনে বেঁকে থাকে।
৬. নিজে নড়তে চায় না, কিন্তু হুকুম জারিতে বিরক্ত ধরিয়ে দেয়, যখন যা বলবে তখনই তা করা চাই।
☆৭. দেহ-মন, পোশাকাদি সবই নোংরা, ঘরের আসবাবপত্র ও টেবিল সব এলোমেলো করে রাখে, গোছগাছ সে বুঝেই না।
৮. খুবই অলস (Nux Vom).
৯. ভোরে মলবেগে ঘুম ভেঙ্গে যায়।
☆১০. গরমকাতরতা সত্ত্বেও গোসল করতে চায় না, এমনকি পানির কাছেই যেতে চায় না, গোসলে বৃদ্ধি।
১১. শিশু হাতের কাছে যা পায় তাই মুখে দেয়।
১২. গ্রীষ্মকালে গোসল করলেও শীতকালে করতে চায় না।
১৩. দুধ, মাছ, ডিম, মাংসে অনিচ্ছা।
১৪. হামজ্বরে অদ্বিতীয়।
১৫. মাথার চাঁদি ও হাতের তালু এবং পায়ের তলায় গরম ও জ্বালা।
১৬. একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর।
১৭. উঁচু বালিশ ছাড়া ঘুম আসে না এবং কপালে হাত না রেখেও ঘুমাতে পারে না।
১৮. এক নাক বন্ধ, অপর নাক খোলা।


www.pathagar.com

১৯. কৃমিজনিত বা মস্তিষ্ক প্রদাহজনিত নাক খোঁটা।
২০. মুখে ক্রমাগত থুথু জমতে থাকে।
২১. অতিরিক্ত যৌন সম্ভোগে ইন্দ্রিয় শিথিল ও মণি তরল।
২২. কোথাও হতে বাড়ি ফিরে হাত-মুখ না ধুয়েই খেতে বসে।
২৩. চায়, সকলে তাকে সম্মান করুক।
২৪. ছেঁড়া কাঁথায় শুয়েও নিজেকে বড় মনে করে।
☆২৫. ধর্মীয় কথাবার্তা বলা পছন্দ করে। যেমন 'এ দুনিয়া নশ্বর' এবং অন্যান্য নীতিবাক্য আওড়ায় কিন্তু নিজে ধার্মিক নয়।
২৬. পায়ের তলা জ্বলে, তাই শীতের রাতেও পা লেপের বাইরে রাখে।
☆২৭. ঠাণ্ডা বাতাসে আরাম বোধ।
২৮. গরম চা ঠাণ্ডা করে খায়।
২৯. খুব কল্পনাপ্রবণ।
৩০. খুব স্বার্থপর ও হিংসুক (Lachesis).
৩১. গরম ঘরে প্রবেশ করলে মুখমণ্ডল হলদে দেখায়।
৩২. ঘুম থেকে উঠেই মলবেগ হয়।
৩৩. আঙ্গুলের মাথায় চাপড়া ওঠে (Nat Mur).
☆৩৪. মলদ্বার হেজে যায়।
৩৫. সন্ধ্যারাতে প্রবল ঘুম।
☆৩৬. অলীক কল্পনা করে।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Aloe, Bell, M. Sol. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Aco, China, Thuja. |
| শত্রু ওষুধ | : | Acid Nit, Kali Bi, Lyco. |
| নিষিদ্ধ | : | বারবার প্রয়োগ, চর্ম পীড়ায় উচ্চক্রম। |
| ক্রম | : | চর্ম পীড়ায় নিম্নক্রম, মূত্র রোধে ২০০, একজিমায় ক্রমশ উচ্চক্রম। |
| ক্রিয়া | : | ধীরে ধীরে। |
| প্রতিক্রিয়া | : | চাপা ঘা থেকে স্রাব প্রকাশ হয়। |
| কার্যকাল | : | ৪০-৬০ দিন। |

**Syphilinum (শীতকাতর) :** সিফিলিস রোগের বীজাণু হতে প্রস্তুত।

| | | |
|---|---|---|
| ধাতু দোষঘ্ন | : | Syphilitic ও Tubercular. |


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. রাতে বৃদ্ধি। রোগী রাতকে কাল ভাবে; ভাবে, কেমন করে রাত কাটাবে।

☆২. ২০ বছরের যুবককে ১০ বছরের মনে হয় এবং সর্বশরীর শুকিয়ে যায়।

☆৩. শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই ক্রমাগত কাঁদতে থাকে।

☆৪. ভূমিষ্ঠ শিশুর অঙ্গহানি, যেমন ঠোঁট কাটা, নাকের গোড়া বসা, কালা, বোবা ইত্যাদি দেখা যায়।

☆৫. যে কোন স্রাব বা ক্ষতে দুর্গন্ধ।

৬. বোকাটে ও নিরাশ।

☆৭. সব সময় হাত দুটো ধোয়ার আকাঙ্ক্ষা।

৮. নাম-তারিখ ভুল করে।

৯. মনে করে, সে পাগল হয়ে যাবে।

১০. পক্ষাঘাতে চোখের পাতা ঝুলে পড়ে বা মুখ বেঁকে যায় এবং জিহ্বায় পক্ষাঘাতে কথা জড়িয়ে যায়।

অনুপূরক : Aurum (উপদংশ)।
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Nux Vom.
ক্রিয়া : গভীর ওষুধ।
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Stramonium (শীতকাতর) :** সুপক্ব ধুতরা বীজ হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. জ্বরে প্রলাপ করে এবং প্রলাপে পালাতে চায়, জ্বর বেশি হলে প্রলাপও বৃদ্ধি পায়, প্রলাপ প্রচণ্ড।

☆২. কোন সময় ধার্মিক সাজে, আবার কোন সময় বেহায়াপনা আচরণ করে।

☆৩. সব রোগে ব্যথাশূন্যতা পরিলক্ষিত হয়।

৪. তোতলা– কথা বলায় খুব কষ্ট।

৫. বালিশ থেকে মাথা তুললে বা উজ্জ্বল আলো দেখলে বমি হয়।


www.pathagar.com

৬. সর্বক্ষণ সঙ্গী চায়। কারণ একা থাকতে ভয় করে।
৭. আলোর দিকে তাকাতে পারে না।
৮. ঘুমন্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে।
৯. মনে করে মুখমণ্ডল লম্বা হয়েছে।
১০. মনে করে কুকুর তাকে আক্রমণ করবে।
১১. অন্ধকারে ভয় করে।
১২. সাহায্য প্রার্থনা করে, খুব অনুনয় করে (Ars. Alb).
১৩. বাচালতা সর্বরোগে দেখা যায়।
১৪. জলাতঙ্ক রোগে দ্বিতীয় আর প্রথম হল– Lysin.

অনুপূরক : Cuprum (পেশীর কম্পন)।
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Nux, Puls, লেবুর রস।
শত্রু ওষুধ : Coffea.
অপথ্য : লেবুর রস, কফি।

**Staphysagria (শীতকাতর) :** দক্ষিণ ইউরোপের Stave sakar নামক গাছের পাকা ফলের বীজ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. সামান্য ব্যাপারে উত্তেজিত হয়, যেমন কোন কিছুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লুঙ্গি বা জামা বেঁধে গেলে তা না ছাড়িয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে এবং রাগ উঠলে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে।
২. চোখের পাতায় বারবার অঞ্জনি হয়ে শক্ত হয়ে থাকে।
৩. শিশুদের দাঁত উঠতে উঠতে ক্ষয় হতে থাকে এবং কাল হয়।
৪. নববিবাহিতদের প্রস্রাবে কষ্ট।
৫. বৃদ্ধদের প্রস্ট্রেট গ্রন্থির বৃদ্ধি।
৬. যোনি ওষ্ঠ এতই স্পর্শকাতর যে, ন্যাকড়া ব্যবহার করতে পারে না।
৭. চোখের নীচে চারদিকে কালিমা পড়ে।
৮. ইন্দ্রিয় শুকনো ও শিথিল।
৯. সদা কাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে চায় (খুব কামুক)।
১০. তুচ্ছ কথায় অত্যন্ত ব্যথা পায়।


www.pathagar.com

১১. অপরের বা নিজের সামান্য ত্রুটিও অসহ্য লাগে (Acid Nit).
১২. দ্রুত পদে চললে মনে হয় কেউ যেন তার পিছে আসছে!
১৩. খাওয়ার এক ঘণ্টা পর প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে।
১৪. রাগ হলে মুখমণ্ডল নীল বর্ণ হয়।
১৫. সামনের কপালে যেন গোলাকার বল সেঁটে আছে, মাথা ঝাঁকালেও দূর হয় না।
১৬. রাগ চাপা পড়ে অসুস্থ হয় (Igntia/ Chamo).
১৭. দাঁত ব্রাশ করলেই কাশি।
১৮. মাংস খেলেই কাশি।
১৯. পুরুষের সহবাসান্তে শ্বাসকষ্ট।
২০. চোখে অঞ্জনি ও দাঁতে পোকা হয়ে ক্ষয় ও কাল হয়।

অনুপূরক : Acid Fluor, Acid Phos.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor, Thuja.
শত্রু ওষুধ : Igna, Ranan B.
অপথ্য : ঠাণ্ডা পানীয়, কফি।
বর্জনীয় : তামাক।
ক্রম : কোষ্ঠবদ্ধতায় Q প্রাতে ও রাতে।
কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Symphytum :** Contray নামক আফুলা বার্ষিক গাছের মূল হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. চোখের উপরিভাগে আঘাত লাগার শ্রেষ্ঠ ওষুধ, কিন্তু চোখের ভিতরে আঘাতে Artimissea.
২. পেশী, শিরা ও অস্থিতে আঘাত, অস্থি কাটা-ছেঁড়া আরোগ্য হয়।
৩. অস্থি মচকান ও ভেঙে গেলে অমোঘ।

অনুপূরক : Acid Fluor, Cal. Phos.
ক্রম : পাকস্থলীর ক্ষতে Q.
কার্যকাল : অজ্ঞাত।


www.pathagar.com

**Sabina (গরমকাতর) :** Sabina নামক ঝুপি গাছের পাতা থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. এক ঋতু হতে অন্য ঋতু পর্যন্ত প্রবল উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাবের সঙ্গে কাল রঙের বড় বড় রক্তের চাপ বা ঢেলা নির্গত হয়, রক্তের স্রাব যত বেশি হয়, পাছা থেকে প্রস্রাবদ্বার পর্যন্ত ধাবমান ব্যথাও তত বেশি।

২. কথা বলতে ঠোঁটের কোণদ্বয়ে বুদবুদ আকারে থুথু জমে।

৩. সঙ্গীত অসহ্য।

৪. প্রসব বা গর্ভপাতে অত্যন্ত রক্তস্রাব, সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এবং তৎসহ কোমর হতে তলপেট পর্যন্ত যন্ত্রণা।

৫. বাতের ব্যথা ঠাণ্ডায় কমে।

অনুপূরক : Thuja.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor, Puls.

শত্রু ওষুধ : China.

অপথ্য : কর্পূর।

নিষিদ্ধ : গর্ভাবস্থায় নিম্নক্রম।

বর্জনীয় : সঙ্গীত।

বাহ্যিক ব্যবহার : আঁচিলে।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Silicea (শীতকাতর) :** বালি হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. আলপিন, সুঁচ, কাঁটা দেহে বিঁধতে পারে, সেগুলোর ব্যাপারে খুব সতর্ক।

২. মাছের কাঁটা গলায় ফোটার ভয়ে মাছ খায় না।

৩. পূর্ণিমায় বেশি বৃদ্ধি পায় আর অমাবস্যায় কম।

☆৪. আত্মীয় বাড়িতে রাত যাপন করতে পারে না।

৫. মনে হয় জিহ্বায় চুল জড়িয়ে আছে।

৬. শিশু অপরিচিত ব্যক্তি দেখে ভয় পায়।


www.pathagar.com

৭. পেট ব্যথা, চাপে বৃদ্ধি।

৮ ক. নখে সাদা ফুল পড়ে (Tuberculinum).

খ. নখ সংকুচিত হয়ে যায়।

৯. পুঁজস্রাব পাতলা মাংস ধোয়া পানির ন্যায় লালচে ও দুর্গন্ধযুক্ত।

১০. যথেষ্ট খাওয়ার পরও পরিপোষণের অভাবে শীর্ণ।

১১. পায়ের তলার দুর্গন্ধময় ঘাম লুপ্ত হয়ে রোগ।

১২. পেট বড়, গোড়ালি-সন্ধি দুর্বল, তাই হাঁটা শিখতে দেরি হয়।

১৩. মাথা ব্যথা, মাথার পিছন থেকে শুরু হয়ে মাথার উপর দিয়ে, বিশেষত ডান চোখে যন্ত্রণা দেয়।

১৪. দেহের গ্রন্থিসমূহের প্রদাহ।

☆১৫. শিশু স্তন্য দান করলেই যোনি হতে রক্তস্রাব হয়।

১৬. অন্ত্রের ক্রিয়াহীনতায় ও কোষ্ঠবদ্ধতায় অনেক দিন মল পেটে জমে থাকে, মল নরম হলে খুব কোঁথ দিতে হয়, মল কিছু নির্গত হয়ে বাকিটুকু উপরে উঠে যায়।

১৭. কোমল অস্থি বা অস্থিবেষ্টিতে পুঁজ জন্মে।

১৮. টিকা দেয়ার কুফলে সৃষ্ট রোগ।

১৯. ক্ষত ব্যথাযুক্ত, কিনারা উঁচু ও মাংসাঙ্কুর জন্মে।

২০. ভগন্দরে মলত্যাগের পর অত্যন্ত জ্বালা।

২১. কেবল মাথায় ঘাম।

২২. মলত্যাগের সময় মাথা ব্যথা করে।

২৩. গলায় চুলের অনুভূতিসহ কাশি হয়।

☆২৪. ঘুম ঘোরে উঠে বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু পরে জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলতে পারে না।

☆২৫. যতবার স্তন্য পান করায় ততবার রজঃস্রাব।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Thuja. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Sulph, Camphor, Cal. Phos. |
| শত্রু ওষুধ | : | Merc, M. Sol, Nux Moschatta. |
| অপথ্য | : | দুধ, ঠাণ্ডা খাদ্য। |
| বর্জনীয় | : | গোসল, উপবাস। |
| ক্রম | : | গলায় মাছের কাঁটা বিধায় 3x পুনঃপুন, প্রস্টেট গ্রন্থি 1M. |



www.pathagar.com

ক্রিয়া : ধীর, গভীর।
কার্যকাল : ৪০-৬০ দিন।

**Sabadilla (শীতকাতর) :** Sabadilla বীজ থেকে প্রস্তুত।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. গলার মধ্যে এক টুকরো চামড়া ঝুলছে বোধ হয়, তাই বারবার ঢোক গিলতে ইচ্ছা।
২. অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তার জন্য মাথা ধরা।
৩. গলার মধ্যে ও মুখগহ্বরে শুষ্কতা।
☆৪. ভ্রান্ত ধারণা– যেন সে অসুস্থ বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট হয়ে যাওয়া বোধ বা ভরা পেটে গর্ভবতী হয়েছে বোধ বা তার কঠিন রোগ হয়েছে তাই মৃত্যু নিশ্চিত, নিজেকে দুই-তিনজন ভাবে, দেহ-মন ভঙ্গুর, যেন কাচ দিয়ে তৈরি।
☆৫. ফুলের নাম শুনলে বা ফুলের কথা চিন্তা করলে সর্দি-হাঁচি শুরু হয়।
৭. মধু খেতে চায়।
৮. মলত্যাগের পূর্বে বায়ু নিঃসরণ।
৯. কৃমিজনিত পেট ব্যথা, আক্ষেপ, কামোন্মত্ততা বা নাক-কান চুলকানো।

অনুপূরক : Sepea, Thuja.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Lyco, Lache, Puls, Coni.
অপথ্য : দুধ, ঠাণ্ডা পানি।
কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Sepea Succus (শীতকাতর) :** ভূমধ্যসাগরের পেকি মাছের উদরে আঙ্গুরের মত থলির অভ্যন্তরের কালির মত পদার্থ হতে প্রস্তুত।
ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. সংসারে উদাসীনতা, একাকী নির্জনে অকারণে কান্না করা, গোসল প্রত্যহ করে, কিন্তু করব করব করে দুপুর পার হয়ে যায় এমন মেয়েদের শ্রেষ্ঠ ওষুধ।


www.pathagar.com

২. প্রসবের পরে জরায়ু ক্রমাগত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, তাই চেপে বসতে হয়, এর সাথে শ্বাসকষ্ট।
৩. পরিশ্রমে উপশম ও গোসলে অনিচ্ছা।
৪. গর্ভাবস্থায় সকালে বমি হয়, আহারের পর হঠাৎ শ্লেষ্মা বমন।
৫. মাসিকের সময় দেহে উত্তাপের ঝলক ওঠে এবং ঘাম হয়।
৬. পানিতে কাজ করে অসুস্থ হলে এটা দেয়া যেতে পারে, তাই একে 'ধোপানির ওষুধ' বলা হয়।
৭. উদর শূন্যতাসহ মোচড়ানো।
৮. হাতের তালু ঠাণ্ডা থাকলে পায়ের তলা গরম আর হাতের তালু গরম থাকলে পায়ের তলা ঠাণ্ডা থাকে।
৯. সর্দি লাগলেও তা বাইরে প্রকাশ পায় না।
১০. খাওয়ার সময় মুখমণ্ডল লাল দেখায়।
১১. অতীতের কথা মনে পড়লে রাগ হয় (Cal-Carb).
১২. প্রস্রাব করার সময় মাথা গরম বোধ করে।
১৩. মুখমণ্ডল ছাড়া সর্বাঙ্গ ঘামে (Rhus Tox).
১৪. ঋতুর সময় কাশি হয়।
১৫. জরায়ু হতে শব্দ করে বাতাস বের হয় (Lyco/ Acid Phos).
১৬. মলদ্বারে ছিপি থাকা বোধ হয় (Anacardium).
১৬. অতিরিক্ত স্বামী সহবাস বা অতিরিক্ত গর্ভধারণজনিত জরায়ু শিথিলতা।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Nux Vom. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Aco, Phos, Rhus, Sulph. |
| শত্রু ওষুধ | : | Lache, Psori, Puls, Bryo, Petro. |
| অপথ্য | : | জ্বাল দেয়া দুধ, অম্ল। |
| নিষিদ্ধ | : | নিম্নক্রম ও পুনঃপুন প্রয়োগ। |
| প্রতিক্রিয়া | : | এটা প্রয়োগে প্রমেহ প্রকাশ পেলে অন্য ওষুধ প্রযোজ্য। |
| কার্যকাল | : | ৪০-৫০ দিন। |

**Spygelia Anthelmintica (শীতকাতর) :** West India ও South America-তে উৎপন্ন মিরুট বা গোলাপী মূল হতে প্রস্তুত।


www.pathagar.com

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. হার্টের রোগে সামনে ঝুঁকলে অর্থাৎ নামাযে রুকু ও সিজদা কালে যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

২. কানে আঙ্গুল ঢোকালে ভাল শোনে।

৩. মুখ ও মাথার বাম দিকের স্নায়ুশূল বা আধ কপালে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

৪. প্রবল হৃদস্পন্দন দৃশ্যমান ও শ্রবণযোগ্য।

৫. বাম দিকের আধ কপালে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

অনুপূরক : Ars Alb, Digitalis.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Merc sol, Puls, Coculus.

অপথ্য : দুধ, ঠাণ্ডা পানি, চা, কর্পূর।

বর্জনীয় : ধূম পান।

ক্রম : স্নায়ুশূলে 6-30.

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

**Spongia Tosta (গরমকাতর) :** সমুদ্রজাত স্পঞ্জ হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. প্রবল হৃদস্পন্দন, হৃদব্যথা, হা করে শ্বাস নেয়, মধ্যরাত্রির পর শ্বাসবন্ধ ভাব, হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

২. অণ্ডকোষ ফোলা ও থেঁতলে যাওয়া বোধ হয়।

৩. গরমকাতর রোগীর গলায় শাঁই শাঁই, ঘড়ঘড় শব্দসহ শ্বাসকষ্ট।

অনুপূরক : Bromium, Kalmia.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Camphor.

শত্রু ওষুধ : পূর্বে Heper.

অপথ্য : ঠাণ্ডা পানাহার, মিষ্টি, কর্পূর।

বর্জনীয় : ধূম পান।

কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।



www.pathagar.com

**Sanguinaria Canadensis :** Blood Root বা রক্তমূল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

✪১. নিউমোনিয়ায় প্রতিবার কাশার পর সশব্দে কতকগুলো উদ্‌গার ওঠা, অন্য কোন ওষুধে নেই, এটা অদ্ভুত লক্ষণ।

২. সামান্য ব্যায়ামেও মাথা ব্যথা করে।

৩. ডান দিকের আধ কপালে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে।

৪. বাতের ব্যথা, ডান কাঁধের সন্ধি থেকে সমগ্র ডান হাতটি অকেজো হয়ে যায়, তাই হাতটি তুলতে পারে না।

৫. যক্ষ্মার ভয়াবহ অবস্থায় গালে চক্রাকারে রক্তিম আভা।

৬. নিউমোনিয়ায় ডান বুক আক্রান্ত হয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে।

৭. নাকের ডান দিকে পলিলাস।

৮. সকল উপসর্গ ডাইরিয়ায় উপশম।

অনুপূরক : A. Tart, Phos.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Opium.

সাবধানাতা : যক্ষ্মায়।

ক্রম : বাত- 6, মাথা ব্যথা Q।

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Sarsaparilla (শীতকাতর) :** বন্য সালসার মূল হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic ও Syphilitic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. শিশুর মুখ বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়, পেটটি বড় ও চামড়া থলথলে, দেহের সকল স্থানে দাদের ন্যায় ঘা।

২. বসে প্রস্রাব করলে ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হয়। আর দাঁড়িয়ে করলে বাধাহীনভাবে হয়।

৩. মূত্র পাথরীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর নির্গত হয় এবং প্রস্রাবের শেষে তীব্র অসহ্য যন্ত্রণা।

৪. যৌনাঙ্গে অসহ্য দুর্গন্ধ।


www.pathagar.com

৫. স্বপ্নদোষে পাতলা বা রক্তমিশ্রিত শুক্রপাত হয়।
৬. হাত-পা, বিশেষত হাত-পায়ের আঙুলের পাশ ফাটে, ত্বক শক্ত ও দৃঢ় হয়।
৭. প্রস্রাবের পর প্রচণ্ড যন্ত্রণা, এটা প্রয়োগে গনোরিয়া স্রাব বের হয়।
৮. গড়গড় শব্দ করতে করতে প্রস্রাব নির্গত হয়।
৯. স্তনের বোঁটা ভেতরে ঢুকে যায়।
১০. মনে করে প্রস্রাব পথে বায়ু বের হয়।

অনুপূরক : Apis, Merc. Sol.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Bell, Sepea.
শত্রু ওষুধ : Acid Acetic.
ক্রম : অস্থি ব্যথায় 200, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়ায়- 6/30, শিরঃপীড়ায়- 200.
কার্যকাল : ৩৫ দিন।

**Sambucus Nigra :** এলভার উদ্ভিদের তাজা পাতা ও ফুল হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. জেগে থাকলে প্রচুর ঘাম হয়, ঘুমালেই ঘাম বন্ধ।
২. দুধ পানকালে শিশুর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।
৩. শিশুদের সর্দি হতে নাক বন্ধ ও শ্বাসকষ্ট হয়, দুধ পান করার সময় দম বন্ধ হয়ে আসে এবং স্তন ছেড়ে দেয়।
৪. বুকে শাঁইশাঁই শব্দসহ ভয়ানক স্বরভঙ্গ, শুকনো কাশি।

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ars. Alb, Camphor.
অপথ্য : ফল, কর্পূর।

**Sanicula (গরমকাতর) :** এক প্রকার ঝরনার পানি থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. শিশু একগুঁয়ে, অবাধ্য, কাঁদুনে, উগ্র, লাথি ছোঁড়ে, নিম্নগতিতে ভীত হয়, পরক্ষণেই হাসে।


www.pathagar.com

☆২. ঘুমের সময় মাথা ও ঘাড়ে এত ঘাম হয় যে, সমস্ত বালিশ ভিজে যায় (ধাতুগত লক্ষণ), কেবল মাথার পিছন ঘেমে বালিশ ভিজে যায়– Cal. Carb.

৩. কানের পিছনের ক্ষতে সাদা ধূসর, চটচটে পুঁজ জন্মে।

৪. জিহ্বা বড়, থলথলে, যন্ত্রণাদায়ক– তাই ঠাণ্ডা করার জন্য বারবার বের করে।

৫. জিহ্বায় দাদ।

৬. যানবাহনে চড়লেই বমি বমি ভাব।

৭. নাক-মুখ দিয়ে এত দুর্গন্ধ বের হয় যে, কাছে বসে কথা বলা যায় না।

৭. দুধের মত তরল মলে আঁশটে গন্ধ।

৮. আহারের টেবিল ছেড়ে পায়খানায় যেতে হয় অর্থাৎ খেতে খেতে পায়খানার বেগ হয়।

৯. সব সময় এক কাজে অনীহা, যেমন সকালে গোশত খেলে রাতে আর ভাল লাগে না।

অনুপূরক : Silicea.
বর্জনীয় : নৌকা/ গাড়িতে ভ্রমণ।
কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Selinium :** Selinium মৌলিক ধাতু হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric ও Psychotic.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পায়খানায় চুলের মত আঁশ থাকে।

২. মুখমণ্ডল চকচকে, ধ্বজভঙ্গে প্রস্ট্রেট গ্রন্থি হতে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরে।

৩. পায়খানার সময় শুক্র ক্ষরণ।

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Ignatia, Puls.
শত্রু ওষুধ : China, Viba.
অপথ্য : লেমনেড।
বর্জনীয় : মদ, রোদ।


www.pathagar.com

**Senna :** শুষ্ক সোনামুখী পাতা হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. ভয়ানক দুর্বলতা, অবসাদ ও মাংসক্ষয়– এই তিনটি একত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ক্রিয়ানাশক : Nux Vom, Chamo.

**Scirrhinum :** Cancer রোগের বীজাণু হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অন্যান্য কৃমির ওষুধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে এটা ব্যবস্থেয়।

২. বক্ষস্থলের বা স্তনের ক্যানসারে অমোঘ।

৩. কেঁচো কৃমির অদ্বিতীয় ওষুধ।

**Secale Cornutum (গরমকাতর) :** রাই শস্য হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু ভেতরে গরমবোধ (Medo).

২. জরায়ু ও মলদ্বারের শিথিলতা।

৩. রজঃস্রাব প্রচুর এবং এক রজঃ হতে অন্য রজঃ পর্যন্ত চলে। আর অধিক পরিমাণে রজঃস্রাবের সাথে কাল কাল চাপ– Sabina.

**Stannum :** টিন হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. পেট ব্যথা, জোরে চাপলে উপশম।

২. কাশি গভীর, ঘঙঘঙে, প্রতিবারে তিনবার কাশে।

৩. বুকে অধিক দুর্বলতা ও শূন্যতা বোধ।

৪. সর্বক্ষণ কান্নাজড়িত থাকে, কিন্তু দুর্বলতার জন্য কান্নায় ক্লান্তি।

ক্রিয়ানাশক : Puls.

কার্যকাল : ৩৫ দিন।

**Thuja Occidentalis (অল্প গরমকাতর) :** এক প্রকার ঝাউ গাছের পাতা হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic ও Tubercular.


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. শুচিবাইয়ে রমণী কাউকে স্পর্শ হতে সতর্ক থাকে অর্থাৎ কেউ তাকে স্পর্শ করুক তা সে চায় না।

২. চোখ বন্ধ করলে মাথা ঘোরে।

৩. আঁচিল বা মাংসাঙ্কর উৎপাদন করে।

৪. দাঁতের গোড়া ক্ষয়ে যায় কিন্তু আগা ঠিক থাকে (Maze).

৫. যেন পেটে একটি জন্তু ডাকছে বা নড়ছে।

৬. মনে করে সে কাচের তৈরি, সহজে ভেঙে যাবে!

৭. জিহ্বার নীচে দাদ।

৮. প্রচুর প্রস্রাব হওয়া সত্ত্বেও মূত্রনালীতে জ্বালা।

৯. মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার জন্মে তা দূর হয় না।

১০. মরা মানুষের ও উড়ার স্বপ্ন দেখে।

১১. বসন্ত ও টিকার কুফল দূর করে।

☆১২. হাতের আঙুল বা নখ কদাকার।

১৩. এক প্রসঙ্গ হতে অন্য প্রসঙ্গে যেতে মাঝে বিরতি নেয়।

১৪. নিদ্রায় মিষ্টি গন্ধযুক্ত ঘাম, জাগলেই তা বন্ধ (Sambucus).

✪১৫. সব কাজ বাম হাতে করে।

১৬. কেবল লিখতে গেলে ঘুম পায় (Acid Phos).

১৭. ঘামে মাছি আকৃষ্ট হয় (Calladium).

১৮. ঘামে মৃত প্রাণীর গন্ধ (Ars Alb).

অনুপূরক : Medo, Tuber, Acid Nit, N. Sulph.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী :

Nux, Puls, Silicea, Staphy, Sulph.

শত্রু ওষুধ : Aleum Capa.

অপথ্য : পিঁয়াজ।

বর্জনীয় : তামাক, মদ।

কার্যকাল : ৬০ দিন।

**Tarentulla Hisspanica :** স্পেন দেশীয় জীবিত মাকড়সা হতে প্রস্তুত।


www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অত্যন্ত ধূর্ত—জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখে বা নষ্ট করে ফেলে, কিন্তু চোর নয়।

২. 'কেউ মারবে' এই ভয়ে ভীত।

☆৩. বাহ্যদেশ ও যোনি পথেও কাতুকুতু।

৪. সজ্ঞানে কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি সহকারে অভদ্রভাবে উল্লাস করে।

৫. অতি কামুক, কাম চরিতার্থে ব্যর্থ হলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

৬. মন অস্থির থাকে, একবার এখানে, একবার সেখানে, একবার এক চেয়ারে, আবার অন্য চেয়ারে চলাচল করে।

৭. রোগাক্রান্ত স্থানে হাত বুলালে উপশম।

৮. স্পর্শে রাগ করে (Antium Crude).

৯. গান-বাজনায় উপশম।

১০. লাল, কাল বা সবুজ বর্ণ দেখলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

ক্রিয়ানাশক : Lachesis.

**Tuberculinum Bovinum (গ্রীষ্মকাতর) :** যক্ষ্মার বীজাণু থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psychotic, Syphilitic ও Tubercular.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. অবিরাম জ্বর বারবার ঘুরে ফিরে আসে।

২. অবিরত স্থান পরিবর্তন, ভ্রমণের ইচ্ছা, এক স্থানে থাকতে ভাল লাগে না।

৩. বারবার ডাক্তার পরিবর্তনের স্বভাব।

৪. বিনা কারণে যে কোন সময় ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, আবার গরম ঘরেও থাকতে পারে না।

৫. যক্ষ্মারোগে রাতে ঘাম হয়।

৬. সব সময় উদরশূন্যতা ও ক্ষুধার অনুভূতি।

৭. কোন কাজে বেশিক্ষণ মনোসংযোগ করতে পারে না।

৮. বয়স অনুপাতে বেশি বুদ্ধিমান (Cal. Carb.).

৯. পরের দোষ ধরে আত্মীয়-স্বজনের মনে আঘাত দেয়।


www.pathagar.com

১০. চুলে জটা ধরে।
১১. ছোট ভাই-বোনকে মারে।
১২. নিজের কাজে অনুতপ্ত হয় না।
১৩. গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির প্রবণতা।
১৪. দেহ ঘামহীন (Alumina).
১৫. ঘুম আসার মুহূর্তে হঠাৎ ঝাঁকুনি।
১৬. কুকুর দেখে এত ভয় হয় যে, মাথা ব্যথা শুরু হয়।
১৭. মাথা ধরায় ঝাপসা দৃষ্টি।
১৮. যাতে বৃদ্ধি তাতেই ইচ্ছা।
১৯. নখে সাদা ফুল পড়ে (Silicea) এবং নখ ভেঙে টুকুরো টুকুরো হয়ে যায়।
২০. ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন রোগের আক্রমণ।
☆২১. মনে ও চেহারায় একটি বিরক্তির ছাপ থাকে।
২২. পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নখকুনি।
২৩. লেপের মধ্যেও দুপা ঠাণ্ডা থাকে।
২৪. সামান্য শ্রমে অতিশয় ক্লান্তি।
২৫. খুব চতুর (Phos).
২৬. খুব বুদ্ধিমান।
২৭. আইসক্রিম খেতে পছন্দ করে (Phos).
২৮. সব সময় নিষ্ফল মলত্যাগের ভাব, দুর্গন্ধময় ডাইরিয়ার পর মারাত্মক কোষ্ঠবদ্ধতা।
২৯. দাঁত কটমটসহ ঘুমের মধ্যে কথা বলে।

অনুপূরক : Bell, Bryo, Sulph.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Phos, Puls, Sepea.
সাবধানতা : যক্ষ্মায় প্রয়োগের পূর্বে হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
অপথ্য : দুধ, ফল, মিষ্টি, আটা, ময়দা, চর্বিযুক্ত খাদ্য, ডিম, মাংস, ভিনিগার।
কার্যকাল : ২-৪ মাস।


www.pathagar.com

**Teribinthina :** তার্পিন তেল হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. জিহ্বা মসৃণ চকচকে লাল যেন একটি প্যাপিলিও নেই।

☆২. ঠাণ্ডা চটচটে ঘাম।

৩. প্রস্রাবকালে মূত্রনালীতে জ্বালা, প্রস্রাবে রক্ত বা ধোঁয়াটে রক্ত থাকে।

**Theridion :** গোলাপী মাকড়সা হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সময় দ্রুত যাচ্ছে বোধ হয়।

২. সামান্য শব্দও শরীর ভেদ করে যায়, তাই বমির ইচ্ছা বা বমি হয়।

✪৩. অনিচ্ছায় মুখ খোলা থাকে।

৪. তীক্ষ্ণ শব্দ দাঁতে গিয়ে লাগে (Lachesis).

৫. চোখ মুদ্রিত করলেই মাথা ঘোরে।

৬. মেরুদণ্ডের স্পর্শকাতরতা।

উপশম : গরমে, বিশ্রামে।

**Tabeacum :** হ্যাভানা তামাকের শুকনো পাতা হতে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. মনে হয় চোখে যেন চুল জড়িয়ে আছে!

২. মাথা ঘোরা, চোখ খুললে বৃদ্ধি।

৩. পেট খালি রাখতে চায়।

৪. উন্মাদ– সব সময় মনে করে, পুলিশ তাকে ধরবে।

ক্রিয়ানাশক : Nux, Chamo, Ipe, Lyco.

শত্রু ওষুধ : Nux, Ignatia.

অপথ্য : আপেল, ভিনিগার, মদ।

বর্জনীয় : গাড়িতে ভ্রমণ, আলো, গোলমাল।

**Ptelea Trifolium :**

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. ঘুম শেষে মাথা ব্যথাসহ ক্ষুধা।

২. বাম পাশ চেপে শয়নে বৃদ্ধি আর ডান পাশ চেপে শয়নে উপশম।


www.pathagar.com

**Teucrium Marum Verum (গ্রীষ্মকাতর) :** Teucrium Maram Verum নামক সরস উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : অজ্ঞাত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. নাকের পুরাতন রোগসহ নাক শুকিয়ে যায়।

২. কুঁড়ে, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

৩. সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নাক ঝাড়লে বা হাঁচি দিলেও কমে না।

৪. আহার ও পানের পর হিক্কা।

৫. ঘন ঘন শব্দহীন গরম বাতকর্ম।

☆৬. সন্ধ্যা ও ঘুমের সময় বাহ্যদ্বারে কুটকুট করে চুলকায়।

৭. ডান পায়ের আঙুলের নখ মাংসে ঢুকে প্রদাহ ও যন্ত্রণা।

৮. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় বোধ।

অনুপূরক : China, Puls, Silicea.

ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Camphor.

অপথ্য : কর্পূর।

ক্রম : কৃমিতে নিম্নক্রম।

করণীয় : ব্যায়াম।

কার্যকাল : ১৪-২২ দিন।

**Veratrum Album (শীতকাতর) :** হেলিবোরাস আলবাম নামক গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের শুকনো মূল থেকে প্রস্তুত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. সব রোগেই কপালে ঠাণ্ডা ঘাম থাকে।

২. উন্মাদ– কাপড় কেটে বা ছিঁড়ে ফেলতে চায়, অশ্লীল ও কাম বিষয়ক কথা বলে, কামভাব বা ধর্মভাব জেগে ওঠে, নিকটবর্তী লোকদের আঘাত করে।

৩. দুর্গন্ধহীন প্রচুর ভেদ ও বমি।

৪. অন্যের কুৎসা করার প্রবৃত্তি।

৫. অনবরত থুথু ফেলে।


www.pathagar.com

৬. যাকে দেখে তাকেই চুমু দিতে চায়।
৭. প্রবল পিপাসা, বরফ ও টক খেতে চায়।

অনুপূরক : Arni, Arg Nit.
ক্রিয়া ধ্বংসকারী : Aco, Ars, China.
অপথ্য : গরম কফি।
নিষিদ্ধ : জ্বরে।
ক্রম : অজ্ঞান, ভেদ-বমি, ডাইরিয়ায় নিম্নক্রম নিষিদ্ধ, কলেরা, অম্লশূলে 3x, কোষ্ঠবদ্ধতায়– 200 শক্তি।
কার্যকাল : ২০-৩০ দিন।

## Veratrum Viridi :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. জিহ্বার ঠিক মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি একটা পরিষ্কার সরু লাল দাগ পড়ে।
২. আকস্মিক প্রদাহে শয্যাশায়ী করে ফেলে।

অনুপূরক : Cuprum কলেরা ও আক্ষেপে।
নিষিদ্ধ : কলেরায় হিমাঙ্গতায় দুর্বল হৃৎপিণ্ডে।

## Valeriana :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

☆১. অস্থিরতা চরিত্রগত লক্ষণ, এক স্থানে স্থির থাকতে পারে না।

## Vaccininum (শীতকাতর) :

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic ও Tubercular.
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. এটার ৬ শক্তি পানিতে মিশিয়ে এক সপ্তাহ প্রত্যহ এক মাত্রা সেবনে বসন্ত রোগের প্রতিষেধকের কাজ করে।
২. এটার ২০০ শক্তি বসন্ত রোগীকে সেবনে আরোগ্য হয়।
৩. ক্ষুধাহীনতায় খাদ্যদ্রব্য দর্শন অসহ্য।

কার্যকাল : অজ্ঞাত।


www.pathagar.com

**Variolinum (শীতকাতর) :** আদত বসন্ত বীজ থেকে তৈরি।

ধাতু দোষঘ্ন : Psychotic.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. বসন্তের কুফলে বধিরতা আসে।
২. ঘুমের মধ্যে জিহ্বা বেরিয়ে আসে, জাগলে তা ঢোকাতে পারে না।
৩. পানি বিস্বাদ ও মিষ্টি লাগে।
৪. ঘন ঘন পিত্ত বমি হয়।
৫. দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়।
৬. কোমর ও পিঠে বাত ব্যথার মত প্রচণ্ড ব্যথা।
৭. টিকার কুফলে চোখে প্রদাহ।

কার্যকাল : অজ্ঞাত।

**Zincum Metallicum (শীতকাতর) :** দস্তা ধাতু হতে প্রস্তুত।

ধাতু দোষঘ্ন : Psoric, Psudo-Psoric.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. কোন কিছু ভালভাবে বুঝতে পারে না এবং মুখস্থও করতে পারে না।
২. বসে থাকলে অবিরত পদচারণা ও তাতে উপসর্গ উপশম।
৩. মেরুদণ্ডে আড়ষ্টতার জন্য পৃষ্ঠদেশে সামান্য স্পর্শও অসহনীয়।
৪. রজঃস্রাবে যে কোন উপসর্গ উপশম।
৫. মেনিঞ্জাইটিস রোগে রোগী যখন অসাড়, স্পন্দনহীন অবস্থায় মাথা এপাশ-ওপাশ করে অথবা একটি হাত ও একটি পা নাড়তে থাকে, ঘাড় বেঁকে যায়, মলমূত্র অসাড়ে হয়ে যায়; এ সময় এটার উচ্চশক্তি এক মাত্রা প্রয়োগে ২৪, ৩৬ বা ৪৮ ঘণ্টা পর প্রতিক্রিয়া শুরু হলে বাহ্যিকভাবে ঘুম চলে যায় এবং রোগ প্রবল আকার ধারণ করে।

**স্মরণযোগ্য :** এ সময় কোন ওষুধ প্রয়োগ না করে অপেক্ষা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনা-আপনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে কিছু খেতে চায়। এই অবস্থা দু সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে। পুনরায় যদি অসাড়তা আসে তখন আরো এক মাত্রা পূর্বের শক্তির ওষুধ পানিতে গুলিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে বা পঞ্চাশ সহস্রাধিক ওষুধ ব্যবহার করলে এর পরবর্তী শক্তি প্রয়োগ করা সঠিক।


www.pathagar.com

☆৬. রোগীর উপর রোগ লক্ষণের একটা প্রবল ঝড় বয়ে যাওয়ার পর লক্ষণশূন্য ভাব, মরার মত পড়ে থাকে।

৭. লোহিত কণিকা হ্রাস এবং ধ্বংস হয়।

৮. শিশু প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করে।

৯. নিজের অপরাধের জন্য ধৃত হওয়ার ভয় পায়।

১০. অবরোধে উপচয় অর্থাৎ দাঁত উঠতে না পেরে অসুস্থ হওয়া, রজঃকালে রজঃ নিঃসরণ না হয়ে অসুস্থতা।

| | | |
|---|---|---|
| অনুপূরক | : | Cal. Phos, Puls, Sepea, Sulph. |
| ক্রিয়া ধ্বংসকারী | : | Heper, Tabeca, Camphor. |
| শত্রু ওষুধ | : | Chamo, Nux, Viba. |
| অপথ্য | : | মিষ্টি, কর্পূর। |
| বর্জনীয় | : | মদ। |
| করণীয় | : | মর্দন। |
| কার্যকাল | : | ৩০-৪০ দিন। |

## সমাপ্ত

www.pathagar.com

## লেখক পরিচিতি

ইদ্রিস আলী (স্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর) মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গর্বিত। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা পিলখানায় ইপিআর হেডকোয়ার্টারে হত্যাযজ্ঞের সংবাদে ২৬ মার্চ তদানীন্তন মেহেরপুর মহাকুমার এসডিও জনাব তৌফিক ইলাহী চৌধুরী ভারতে যোগাযোগের জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দিলে তিনি দেশের স্বার্থে একবাক্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাজী হয়ে যান। অতপর ২৬ মার্চ তিনি তার বন্ধু মাস্টার মুজিবর রহমান ও দু'জন আনসারসহ গভীর রাতে জনাব তৌফিক ইলাহী চৌধুরী সাহেবের মেসেঞ্জার হিসেবে তাঁর লেখা ও সীলমোহরকৃত একটি পত্র নিয়ে ভারতের নবীননগর সীমান্ত পথে নাটনা বিএসএফ ক্যাম্পে পৌছান। ঐ পত্রের বিষয়বস্তু ছিল, 'Our Indian bretheren, Help us with arms.' উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুদ্ধের সূচনাই হয় জনাব তৌফিক ইলাহী চৌধুরীর মাধ্যমে। পরে মেজর জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় জনাব তৌফিক ইলাহী চৌধুরীর তৎপরতা আরো জোরালো হয়। তারপর লেখক নাটনা ক্যাম্প থেকে রাত ১২টায় বেতাই বাজারের সীমান্ত বিএসএফ ক্যাম্প লাল বাজারে পৌছলে ঐ ক্যাম্পের প্রধান মি. ক্যাপ্টেন ইয়াদভ চৌধুরী তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। পত্রটি তার হাতে দেয়ার পরপরই তিনি ওয়ারলেসে যোগাযোগ শুরু করেন। বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক অফিসারবৃন্দ তার জবানবন্দী নেয়ার সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আনুগত্য প্রকাশের পর তিন দিনের দিন নবীননগর সীমান্তে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ ও অফিসারদের সমঝোতা হয়। তখন থেকে তার মাধ্যমে শুকনো খাদ্য ও অস্ত্র-শস্ত্র মেহেরপুর হয়ে কুষ্টিয়া ও বগুড়া রণাঙ্গনে সরবরাহ হতে থাকে। পাক বাহিনীর প্রচণ্ড চাপের মুখে সতের দিন যুদ্ধ চলার পর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকাননে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনান্তে ভারতে প্রবেশ করতে হয়। শুরু হয় ভারতে বসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন। তখন লেখকরা দুই বন্ধু তেহট্ট মেহেরপুর অঞ্চলে গোয়েন্দা বিভাগের কাজে রিপোর্ট সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন। দীর্ঘ ৯ মাস আন্দোলনের মুখে হানাদার পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জনাব ইদ্রিস আলী দেশ স্বাধীনের দেড়মাস পূর্বে মেহেরপুর শহরে রিপোর্ট সংগ্রহে গেলে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং প্রায় এক মাস পাক বাহিনীর হাতে আটক থাকেন। এ সময় তিনি অনেক বিভৎস কাণ্ড দেখেন, তা স্মরণে এখনো তার মন শিউরে ওঠে। আল্লাহর অপার কৃপায় বৈদ্যুতিক শক খেয়েও তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পেয়ে আবার তিনি তার এক ভাইরা হারুন রসিদের সহযোগিতায় মেহেরপুরের পাকবাহিনীর সকল অবস্থানের তথ্য ভারতের গোর্খা বাহিনীর একজন মেজরের কাছে সরবরাহ করেন। এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মেহেরপুর অঞ্চলে বিরাট সফলতা অর্জনে সক্ষম হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী বাহিনী। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় সূচিত হলে বাঙালি জাতি 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। অতপর তিনি আবার তার কর্মজীবন শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন।

বর্তমানে তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি হোমিও চিকিৎসক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি খুলনা হোমিও প্যারামেডিকেল বোর্ড থেকে এল.এইচ.এম.পি. ডিগ্রী লাভ করেন। ডাক্তার ইদ্রিস আলী মেহেরপুর প্যারামেডিকেল হোমিওপ্যাথি কলেজেরও একজন শিক্ষক। এছাড়া তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। ইতিমধ্যে তাঁর লেখা প্রায় একডজন বই প্রকাশিত হয়েছে। 'বিস্ময়কর লক্ষণে হোমিও চিকিৎসা' বইটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ISBN-984-70161-0014-7